ওয়েস্টার্ন-৫০

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অতন্দ্র প্রহরী

রওশন জামিল

রেড হাইলি। অ্যাপাচি ব্রেইভ পেশাদার খুনী।

অ্যামবুশ করার পর ভূতের মত নিঃশব্দে
হাওয়া হয়ে যায় অকুস্থল থেকে।

টনি লুইস। গরিলা-সদৃশ চেহারা।
খালিহাতে মানুষ খুন করতে ওস্তাদ।

কোল হুইলক। এক ভাড়াটে বন্দুকবাজ দলের সর্দার।
ভয় দেখিয়ে বশে রেখেছে একটা পুরো শহরকে।
কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করলে নিস্তার নেই।

জেমস জয়েস জানে শত্রু ঘাঁটিতে গিয়ে এদের
প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে
মোকাবেলা করতে হবে তাকে।

একুশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছে লোকটা। ক্যানিয়নের পুব দেয়ালের মাথায় ছড়ান-ছিটান কিছু বোল্ডারের আড়ালে ছায়াঘেরা একটা জায়গায় বসে আছে ও, একমনে সিগারেট ফুঁকছে। লোকটার নাম রেড হাইলি। আত্মবিশ্বাসী গম্ভীর চেহারা, মানুষ খুন করার মাঝেই ও নিজের রুটিরুজি আর মনোভাব প্রকাশের চমৎকার একটা মাধ্যম আবিষ্কার করেছে।

হাইলির হাড্ডিসার মুখ আর গর্তে বসা চোখ দুটো ভাবলেশহীন। লম্বা, একহারা শরীরের কোথাও একরত্তি বাড়তি মেদ নেই। চেহারা দেখে বয়স বোঝা যায় না, মনে হয় ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় থেমে আছে—যেন জাদুবলে অনন্ত যৌবন পেয়েছে ও, কখনো বুড়ো হবে না, বরং সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে আরো কঠিন এবং মজবুত হবে।

ওর কাপড়চোপড়ে তেমন কোন জাঁকজমক নেই, সাদামাঠা, মোষ শিকারীরা যেমন পরে। হাইলি নিজে একসময় মোষ শিকারী ছিল, সেই থেকে এ পোশাকের প্রতি ওর দুর্বলতা। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে সে, মার্সেনারি হিসেবে অংশ নিয়েছে বিভিন্ন ইন্ডিয়ান খেদাও অভিযানে—তবে এ দুটো পেশাই ছেড়ে দিয়েছে

বহুকাল আগে। এখন সে একজন পুরোদস্তুর মানুষ শিকারী। এবং এ কাজে বিশেষ একধরনের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছে। কোমরে কোন পিস্তল ঝোলায়নি হাইলি। ব্যাপারটা চোখে পড়ার মত, কারণ দেশের এ অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ নিছক লোক দেখাতে হলেও, কমপক্ষে একটা পিস্তল সঙ্গে রাখে। ওর অস্ত্র বলতে, কেবল-মাত্র একটা ফিফটিন-শট রিপিটিং রাইফেল, সেটা এখন ওর পাশেই পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে—আর বেল্টের খাপে গোঁজা একটা বউই নাইফ।

সিগারেটে সুখটান দিচ্ছিল হাইলি, এই সময় দূরে প্রথম ধুলো উড়তে দেখল।

ওর স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত, অথচ সতর্ক ভঙ্গিতে এতটুকু পরিবর্তন হল না এতে। তবে মুহূর্তের জন্য সিগারেটের ধোঁয়া মুখের ভেতর আটকে রাখলো সে, তারপর যখন বুঝতে পারল দীর্ঘ ক্যানিয়নের শেষমাথায় স্রেফ দমকা বাতাসে ওই ধুলো ওড়েনি তখন সামান্য ঢিল পড়ল পেশীতে, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল এতক্ষণের চেপে রাখা ধোঁয়া।

বুটের গোড়ালি দিয়ে সিগারেটের গোড়া মাটিতে পিষে নিভিয়ে ফেলল হাইলি। হাত বাড়িয়ে ওর রাইফেলটা তুলে নিল, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে লিভার টেনে একটা কার্তুজ পাঠাল ফায়ারিং চেম্বারে। তারপর বসে রইল চুপ করে, পরিস্থিতি অনুযায়ী মনে মনে প্রস্তুত করতে লাগল নিজেকে।

ইতিমধ্যে ধুলোর মেঘ বেশ কাছে চলে এসেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ধুলোর ভেতর আকৃতি পেতে শুরু করল চার ঘোড়াটানা একটা স্টেজকোচ। বুকে হেঁটে একটা পাথুরে কারনিসের কিনারে চলে এল

হাইলি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কারনিসের ওপর, গা ঘেঁষাঘেঁষি দুটো পাথরের জোড়ে রাইফেলের ব্যারেলটা রাখল। তারপর কাঁধ আর চোয়ালের মধ্যবর্তী অংশে কুঁদো ঠেকিয়ে, সাইটের ভেতর দিয়ে তাকাল আগুয়ান স্টেজকোচটার দিকে।

যা বলা হয়েছিল ওকে, একেবারে নতুন কোচ—উজ্জ্বল হলুদ চারটে চাকা আর টকটকে লাল-কাল গা চকচক করছে বিকেলের রোদে। দূরে ছোট্ট একটা খেলনার মত দেখাচ্ছে ওটা। দুজন লোক বসে আছে ওপরের ড্রাইভিং বক্সে। এতদূর থেকে হাইলি যতটুকু দেখতে পেল, ড্রাইভারের পাশের লোকটা কাল পোশাক পরে রয়েছে—এবং একটা কারবাইন আছে তার সাথে।

কোচের ভেতরে, হাইলি জানে, কোন যাত্রী নেই। এটা নিয়মিত সার্ভিস নয়। স্টেজটা সবেমাত্র বেরিয়েছে কারখানা থেকে, এর মালিকের কাছে ডেলিভারি দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্লোরি হোলে।

বরাবর ঠিক মাঝরাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কোচ। এই সাবধা-নতার কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনেক প্রাচীন ক্যানিয়ন এটা, দুপাশের পাহাড়ি দেয়াল শত শত বছর ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে ঝড়-বৃষ্টিতে। এখন যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তার সবটাই ভাঙাচোরা, তালগোল পাকানো স্তূপাকৃতি পাথরের সমষ্টি। দুধারে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে অনায়াসে দু-চারজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার ওত পেতে থাকতে পারবে, গা ঢাকা দিয়ে। স্পষ্টতই, স্টেজচালক বোঝে এটা। তাই ক্যানিয়নের মাঝরাস্তা ধরে এগোচ্ছে সে, যাতে সত্যি সত্যি যদি কোন আক্রমণ আসে পাহাড়ের কোল থেকে, হামলাকারীরা স্টেজের কাছে পৌঁছাবার আগেই তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার

অবকাশ পায়।

এতে একটুও বিচলিত হল না হাইলি। রাইফেল সাইটের সাহায্যে আগুয়ান স্টেজকোচকে অনুসরণ করতে করতে ট্রিগারের ওপর তর্জনী চাপাল সে, ঘোড়াগুলোর দিকে নিশানা সরিয়ে নিল। তারপর সযত্নে ঘোড়া আর হালকা বাতাসের গতিবেগ হিসেব করল, দূরত্ব মাপল।

স্টেজটা এখন একরকম সরাসরি ওর উলটো দিকে রয়েছে। ক্যানিয়নের বদ্ধ পরিবেশে জোর প্রতিধ্বনি তুলেছে চাকার ঘর্ঘর, ঘোড়াগুলো পা ফেলার সাথে সাথে এমন শব্দ হচ্ছে যেন ঢাক পেটাচ্ছে কেউ, ঝনঝন করে বাজছে হার্নেসের শেকল। মৃদু শ্বাস টানল হাইলি, চেপে রাখল, আলতোভাবে টিপে দিল ট্রিগার।

রাইফেলের বিকট গর্জনে তালা লেগে গেল ওর কানে, ওপাশের পাহাড়ি দেয়ালে ভোঁতা প্রতিধ্বনি তুলল।

কাছের লীড হর্সটা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল একটা মরণচিৎকার করে, আচমকা হার্নেসে টান পড়ায় একপাশে কাত হয়ে থেমে গেল বাকি তিনটে ঘোড়া, মাটিতে তীক্ষ্ণ ঘর্ষণের শব্দ তুলল চাকাগুলো, একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্টেজকোচ দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে হাইলি আরেকবার লিভার টেনে কাছের হুইল হর্সের ওপর তার নিশানা স্থির করেছে। ঠাণ্ডা মাথায়, দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল সে। তেরছাভাবে ঘোড়ার চাঁদি ভেদ করল বুলেট, দিশেহারা আতঙ্কিত সঙ্গীর গায়ের ওপর আছড়ে ফেলল ওকে।

রাইফেলের চেম্বারে আরেকটা কার্তুজ পাঠিয়ে, হাইলি এবার চালকের আসনে বসা লোক দুজনের ওপর তার নজর ফেরাল। স্টেজটা স্কিড করে থেমে যাওয়ামাত্র লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ে

ছিল ওরা। এখন দুজনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ও যে দেয়ালের ওপর বসে আছে সেদিকে, উভয়ের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা করে কারবাইন। হাইলি লক্ষ্য করল ওদের কেউ পালটা গুলি ছুঁড়ে অ্যামুনিশনের অপচয় করছে না। এর অর্থ, লোকগুলো অ্যামেচার নয়। নিচ থেকে গুলি ছুঁড়ে কোনমতেই লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না ওরা। তাই, ভাঙাচোরা দেয়ালের নিচে পৌঁছাতে চাইছে আগে—যেন ওপরে উঠে এসে ওকে কবজা করতে পারে।

হাইলির ওপর নির্দেশ রয়েছে ড্রাইভারকে বাঁচিয়ে রাখার, অবশিষ্ট ঘোড়া দুটোর সাহায্যে স্টেজটাকে যেন গ্লোরি হোলে নিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু এখানে যেহেতু দুজন লোক রয়েছে, ভাবল ও, স্বচ্ছন্দে একটাকে খতম করা চলে। অন্যজন পথের বাকি অংশটুকু চালিয়ে নিয়ে যাবে স্টেজ।

এমনটি ভাববার পেছনে হাইলির কারণ একটিই: নিচের দ্রুত ধাবমান টার্গেট দুটো দেখে হাত নিশপিশ করছে ওর, নিজের লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা যাচাই করতে চাইছে।

হাইলি যখন ওদের একজনকে বধ করার সিদ্ধান্ত পাকা করল তখন দুজনেই প্রায় পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে। স্টেজ ড্রাইভার লোকটা মোটাসোটা, ঈষৎ বেঁটে। ভারি শরীর নিয়ে থপথপ করে যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে দৌড়াতে চেষ্টা করছে সে, তবু অপরজনের চেয়ে চৌদ্দ-পনের গজ পিছিয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গী, কাল পোশাকধারী, ছুটছে কুগারের গতিতে, কুঁজো হয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে।

অপেক্ষাকৃত মন্থর টার্গেটকেই বেছে নিল হাইলি। সাইটে চোখ রেখে স্টেজচালককে অনুসরণ করল ও, ওপর থেকে জটিল অ্যাঙ্গেলে

নিশানা করতে হচ্ছে বলে টার্গেট থেকে একটু সামনে স্থির কর লক্ষ্য, গুলি করল। ছুটন্ত লোকটার ঠিক পেছনেই একপশলা ধু ওড়াল ওর বুলেট। রাইফেল সাইটের ভেতর দিয়ে ওকে অনুস করে চলল হাইলি, নিশানা স্থির করল চুলচেরা হিসেব ক আরেকটু সামনে লক্ষ্যস্থির করল—গুলি করল আবার।

স্টেজচালকের বুকের একপাশে লাগল বুলেট, শূন্যে উঠে গেল প কাত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ও, উলটে গেল পুরোপুরি, ক রাইনটা পেছনে ফেলে রেখে বুক ঘষটে এগোতে লাগল সবচে কাছের পাথরটাইটার দিকে।

কাল পোশাকধারীকে শেষ যেখানে দেখেছিল, চট করে সেদি একবার তাকাল হাইলি।

এখন আর দেখা যাচ্ছে না ওকে। তার মানে, নিচে পাহা গোড়ায় পৌঁছে গেছে ও, এবার গা ঢাকা দিয়ে ওপরে ওঠা করতে পারবে।

হাইলি মোটেও ঘাবড়াল না। এখানে ওত পাতার আঁগে চার ভাল করে দেখে এসেছে সে। জানে, ও যেখানে রয়েছে সেখ পৌঁছাতে কোন্ পথে আসতে হবে লোকটাকে—এবং তাতে ক সময় লাগবে। ওর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, যে কাজে এ সেটা সেরে চলে যাওয়ার মত যথেষ্ট সময় আছে তার হাতে।

যে বোল্ডারের দিকে টেনে-হিঁচড়ে এগোচ্ছিল, এখন তার আ অদৃশ্য হয়েছে স্টেজ ড্রাইভার। ক্যানিয়নের মাঝখানে জীবিত ছুটো আপ্রাণ চেষ্টা করছে হার্নেস ছিঁড়ে তাদের মৃত দুই সঙ্গীর থেকে পালাতে। স্টেজকোচটাকে তাক করল হাইলি। আরো রটা বুলেট রয়েছে ওর রাইফেলে। সুদক্ষ কারিগরের মত কে

গায়ে একেএকে বেঁধাতে লাগল সেগুলো, প্রতিটা গুলির পর একচু করে সরে যাচ্ছে নিশানা।

এগারটা সীসার টুকরোর আঘাতে সম্পূর্ণ অচল করা যায় না কোন স্টেজকোচকে। তাই আসলে যা উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই ঘটল এই আক্রমণের ফলে—ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল কোচের গা, তপ্ত কর্ডা-ইটের আঁচে রঙ পুড়ে গেল, ছিঁড়ে-ছুটে বসার অনুপযোগী হয়ে পড়ল ভেতরের গদি আঁটা সিটগুলো। এ ক্ষতি মেরামত করা যাবে, তবে কোচটা কখনই আর আগেকার নিটোল চেহারা ফিরে পাবে না।

যখন কাজ শেষ হল, হাইলি পিছিয়ে গেল কিনার থেকে, গোড় লিতে ভর দিয়ে বসে ধীরে-সুস্থে, অথচ দক্ষ, অভ্যস্ত হাতে নেরটা তাজা কার্তুজ ভরল রাইফেলে। পাশাপাশি লোকটার কথাও ভাবছে ও। এখন ওর সরে পড়ার সময় এতক্ষণে নিশ্চয় নিচের দীর্ঘ পাথুরে খাঁজে পৌঁছে পোশাকধারী, হাইলি যেখানে বসে আছে ক্যানিয়ন ওঠার ওটাই হচ্ছে একমাত্র পথ।

দুহাতে গুলিভরা রাইফেল আঁকড়ে ধরে হামাগুড়ি দি হাইলি। সামনে যেরকম, পাহাড়ের পেছনের অংশও চোরা; খাড়াভাবে ছড়ান-ছিটান বোল্ডার, ভাঙা বেলেপা আর সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা অসংখ্য পাহাড়ি নালার এক গোল ভেতর নেমে গেছে। ওখানেই ও লুকিয়ে রেখেছে ওর ঘোড়া। একবার স্যাডলে চাপলে, যে পথে এসেছে সে পথে চলে যেতে পারবে ও। পাথুরে রাস্তায় কোন ট্রেইল থাকবে না, ফলে ওকে অনুসরণ করতে পারবে না কেউ।

কিন্তু সদা-হুঁশিয়ার থাকা হাইলির মজ্জাগত স্বভাব। তক্ষুনি পাহাড়চূড়া থেকে নামতে শুরু করল না ও, কাল পোশাকের লোকটা এ মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে তা জানার জন্য দেরি করল একটু। নিঃসাড়ে বিরাট একটা পাথরের দিকে এগিয়ে গেল ও, পুরোপুরি সেঁটে গেল ওটার গায়ে, তারপর যে খাঁজ ধরে উঠে আসবে ওই লোক ঘাড় কাত করে পাথরের কোনা থেকে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখল সেটা।

খাঁ-খাঁ করছে, কেউ নেই।

আড়ষ্ট হয়ে গেল হাইলি, রাইফেলের ট্রিগারের ওপর তর্জনী চাপিয়ে ঝট করে তাকাল চারপাশে। কাছেপিঠে কোথাও দেখা না কাল পোশাকধারী লোকটাকে। শত্রুকে খাট করে দেখেছে খন মনে মনে নিজেকে গাল দিল হাইলি। শত্রু যদি একজন হত এধরনের ভুল কখনো করত না ও। তবে এজন্য ওকে াষ দেয়া যায় না : বহুকালের মধ্যে হাইলিকে তার সম- াকের মোকাবেলা করতে হয়নি।

থেকে গুলি করছিল সেখানে ওঠার জন্য ওই খাঁজটাই রাস্তা। তার মানে যে লোক লুকোচুরি খেলছে ওর খানে আসার চেষ্টা করছে না। বরং, এক্ষেত্রে হাইলি করত ঠিক তাই করছে ওই লোক। যেহেতু কোন ঘোড়াই না এই পাহাড়ের বেশি উঁচুতে উঠতে, লোকটা অনুমান করে নিয়েছে নিশ্চয় নিচে, পেছনের দিকে কোথাও হাইলি লুকিয়ে রেখেছে তার ঘোড়া। পাহাড়ের গায়ে এমন অজস্র ফাটল রয়েছে যেখান দিয়ে অনায়াসে একজন লোক গলে বেরিয়ে যেতে পারবে ক্যানিয়নের ভেতর থেকে। এ মুহূর্তে নিঃসন্দেহে ঘুরে পাহাড়ের পেছনে কোথাও

চলে গেছে কাল পোশাকধারী, হাইলি আর তার অপেক্ষমাণ ঘোড়ার মাঝখানে আসার চেষ্টা করছে যেন ও নামলেই পাকড়াও করতে পারে ওকে।

হাইলি উপলব্ধি করল তার ওপর যে নির্দেশ রয়েছে, বাকি পথটুকু যাতে স্টেজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে একজনকে, সেটা তাকে অমান্য করতে হবে এখন। নিজের জীবন আগে। অন্য লোকটার চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারলে ভাল, নয়ত ওকে খুন করবে সে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের মাঝ দিয়ে পথ করে পাহাড়চূড়ার পেছন দিকে এগোতে শুরু করল হাইলি। এতকাল যে সীমাহীন সতর্কতা আর ছলচাতুরীর সাহায্যে টিকে রয়েছে, তার সবই এখন জেগে উঠেছে ওর মাঝে। শত্রুকে আর ছোট করে দেখছে না। ভেবেচিন্তে বের করছে, ও নিজে যদি ওই কাল পোশাকধারীর জায়গায় থাকত তাহলে ঠিক কোন্ কাজটা করত।

পাহাড়ের পেছনের অংশে, মাঝামাঝি একটা জায়গায়, দুটো বোল্ডারের আড়ালে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে আছে কাল পোশাকধারী লোকটা—ভুরু কুঁচকে নিচের পাথুরে গোলকধাঁধাটা জরিপ করছে। ওর নাম জেমস জয়েস। গুপ্তঘাতক কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার ঘোড়া মনে মনে অঙ্ক কষে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছে ও।

জয়েস দীর্ঘকায়, ঋজু গড়নের মানুষ। চওড়া পেশীবহুল কাঁধ, ঘাড় থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে দুই হাতের জোড় বরাবর। লম্বাটে, কৃশ মুখাবয়বে একধরনের বন্যতা রয়েছে, দেখলে মনে হয় আশ-পাশের পরিবেশকে ও যেন কৌতুক করছে সর্বক্ষণ। সবুজ চোখজোড়া

একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে, দৃষ্টি দুর্বোধ্য। যে দুখানি হাত দিয়ে উইনচেস্টার কারবাইনটা আড়াআড়িভাবে ধরে রেখেছে হাঁটুর ওপর সেগুলো ও ওর শরীরেরবাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই : পোড়খাওয়া, শক্তসমর্থ; লম্বা লম্বা আঙুলগুলো সরু এবং মজবুত।

জয়েসের আগাগোড়া কাল পোশাকে উজ্জল হয়ে ফুটে রয়েছে দুটো বস্তু। গলায় বাঁধা সোনালি রুমাল, আর ডান কোমরের হোল-স্টারে ঢোকান হাড়ের মসৃণ বাঁটঅলা কোল্ট সিক্স-শুটার। ওর পর-নের সবকিছুই দামী—ব্রডক্লথের প্যান্ট, নরম অথচ টেকসই বুট, চওড়া কারনিসের স্টেটসন হ্যাট, সংক্ষিপ্ত ঝুলের বুক খোলা ফ্রক কোট আর লিনেনের শার্ট। এ মুহূর্তে ও যা করছে তার সঙ্গে ওর পোশাক-আশাকের কোন সঙ্গতি নেই। তবে এটাও ঠিক, জয়েস কল্পনা করতে পারেনি এরকম অবস্থায় পড়তে হবে তাকে।

দুই বোল্ডারের মাঝে গাঢ় ছায়ার ভেতর বসে সাবধানে ঘাড় ফেরাল ও, পাথরের কিনার থেকে সামান্য চোখ তুলে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকাল, জরিপ করল সামনের ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের গা। প্রায় এক মিনিট হল ওপরে থেমে গেছে রাইফেলের গর্জন।

বিপদের পূর্বাভাস দিচ্ছে থমথমে নীরবতা, চাপ সৃষ্টি করছে জয়েসের স্নায়ুর ওপর, ওর শ্রবণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। কান খাড়া করে সামনের উঁচু-নিচু পাথরখণ্ড আর ওপরের নালাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে ও। যেরকম আলগা হয়ে রয়েছে সব পাথর তাতে শব্দ না করে ওই পথে পাহাড়চূড়া থেকে নামতে পারবে না কেউ, পায়ের চাপে দু-একটা পাথরখণ্ড গড়িয়ে পড়বেই।

ঠায় বেশ কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে ওদিকে তাকিয়ে রইল সে, কান

খাড়া, তবু গুপ্তঘাতকের উপস্থিতির আভাসমাত্র পেল না।

আবার নিচের দিকে চোখ ফেরাল জয়েস। এখানে ঢাল ভীষণ খাড়া, উঁচু-নিচু। অতএব গুপ্তঘাতকের ঘোড়া ওপরে কোথাও লুকান থাকতে পারে না। আবার খুব বেশি নিচেও নেই, কারণ কাজ সেরে তাড়াতাড়ি পালাবার জন্য ঘাতক যথাসম্ভব নাগালের ভেতর রাখতে চাইবে তার ঘোড়া। এর অর্থ, ওর ঠিক নিচেই কোন এক জায়গায় লুকান আছে ওটা।

একটা ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যায়, চিন্তাভাবনা করে সম্ভাব্য এরকম তিনটে জায়গা বাছাই করল ও। প্রায় সরাসরি ওর নিচে একঝাঁক বোল্ডার রয়েছে। অনায়াসে ওখানে কয়েকটা ঘোড়া লুকান সম্ভবপর, অথচ এখন ও যেখানে রয়েছে সেখান থেকে দেখা যাবে না ওটা।

পাথরের ঝাঁকটার ডান দিকে, খানিক দূরে, পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের ছায়াচ্ছন্ন মুখ দেখতে পাচ্ছে ও। একটা ঘোড়া রাখার পক্ষে ফাটলটা বেশ চওড়া; কিন্তু লুকাবার মত গভীর কিনা, সেটা এই অবস্থান থেকে ঠাহর করতে পারল না জয়েস।

আর বোল্ডারগুলোর অন্য পাশে রয়েছে একটা গভীর পাহাড়ি নালার প্রবেশপথ। একটা ঘোড়া ওর ভেতরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখা যাবে। তবে নালার মুখে ঘন হয়ে জন্মেছে জংলাঘাস আর মেসকিটের ঝোপ। এতদূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে না হালে মাড়ান হয়েছে ওগুলো।

জয়েস সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে সে নিচের পাথরচাঁইগুলোর মাঝে খুঁজবে। ঘাড় ফিরিয়ে ফের ওপরে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকাল ও। বেশ লম্বা সময় নিয়ে, যত্নের সঙ্গে জায়গাটা জরিপ করল, কিন্তু এবারেও কোনরকম নড়াচড়া দেখতে পেল না। ব্যাপারটা কেমন

যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল ওর কাছে, আরো সাবধান হয়ে ছায়াঘেরা হাইড আউট ছেড়ে আস্তে আস্তে সরে যেতে শুরু করল ও।

উবু হয়ে ছড়ান-ছিটান পাথরের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে জয়েস, তর্জনী কারবাইনের ট্রিগারের ওপর চাপান, এমন একটা ঘোরাপথ বেছে নিয়েছে যেন নিচের বোল্ডারের ঝাঁক অবধি সারা রাস্তায় আড়াল পায়। অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে প্রতিটা কদম ফেলছে ও যাতে পায়ের চাপে কোন আলগা পাথর স্থানচ্যুত না হয়। কয়েক পা পরপর থেমে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, দূরের জিনিস যেভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তেমনিভাবে চোখ কুঁচকে দেখছে ওপরে কোন-কিছু নজরে পড়ে কিনা।

অবশেষে এরকম একটা অবস্থানে পৌঁছাল জয়েস যেখান থেকে বোল্ডারে ঘেরা জায়গাটা এবং তার ওপাশে দিনের আলো দেখতে পাবে ও। বিক্ষিপ্ত বোল্ডারগুলোর মাঝে যেসব ছায়া পড়েছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ সেগুলো জরিপ করল সে। তারপর যখন নিশ্চিত হল ওইসব ছায়ার ভেতর কোন ঘোড়া লুকান নেই তখন বাঁয়ের নালাটার প্রবেশমুখের দিকে সরে গেল ওর দৃষ্টি।

এখন সে ওটার বেশ কাছাকাছি রয়েছে, এবারেও ওখানকার মেসকিট আর জংলাঘাসের ঝোপঝাড় দেখে ওর মনে হল ওদিকে পা পড়েনি কারো। ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে যে ফাটলটা রয়েছে জয়েসের মনোযোগ এরপর সেখানে নিবদ্ধ হল।

এ মুহূর্তে ও যে জায়গায় রয়েছে সেখান থেকে ওই ফাটলটা প্রায় পনের ফুট দূরে, এবং পথের পুরোটাই খোলামেলা। তার মানে, ওখানে পৌঁছাতে হলে এই পনের ফুটের ভেতর ও কোন আড়াল পাচ্ছে না। বিনা দ্বিধায় ফাটলের কাছে যাওয়ার চিন্তা বাতিল

করে দিল জয়েস—এরকম বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার খোলা জায়গায় বেরোবার প্রশ্নই ওঠে না। ঘাড় ফিরিয়ে আশেপাশে তাকাল ও। দেখল, নিরেট পাথুরে একটা খাঁজ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ওপর পানে, জংলা ঝোপঝাড় আর পাথর-বেষ্টিত একটা কারনিসে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই কারনিসে উঠলে ওখান থেকে সে নিচে তাকিয়ে ফাটলের ভেতরটা দেখতে পাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে, পাহাড়ের গা থেকে কোনা বের করা বিশাল একটা পাথরখণ্ডের পাশে গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল জয়েস। আবার ওপর দিকে তাকাতে প্রখর রৌদ্রকিরণে ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ, আপনাআপনি সংকুচিত হয়ে এল। ওর আর পাহাড়চূড়ার মাঝামাঝি যেসব পাথর এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করল ও। গুপ্তঘাতকের ছায়ামাত্র নেই কোথাও। সাধারণত যেসব লক্ষণ দেখলে বোঝা যায় একজন মানুষ লুকিয়ে আছে কাছেপিঠে—যেমন হালকা ধুলো ওড়া, অপ্রত্যাশিত কোন জায়গায় ছায়া থাকা, ধাতব পদার্থে সূর্যের প্রতিফলন—এগুলোর সন্ধান করল জয়েস। কিছুই দেখতে পেল না।

বর্তমান অবস্থায় দুটো সম্ভাবনার কথা মনে আসছে জয়েসের। এরই একটার ভেতর নিহিত আছে ওর ধাঁধার উত্তর। এক, গুপ্তঘাতক এখনও আত্মগোপন করে আছে পাহাড়ের ওপরে কোথাও, জয়েস যদি ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসে খুন করবে ওকে এ আশায় অপেক্ষা করছে। অথবা, জয়েসের অতন্দ্র নজর সত্ত্বেও, গা ঢাকা দিয়ে নিঃসাড়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে।

যদি শেষের সম্ভাবনাটা সত্যি হয়ে থাকে, এই গুপ্তঘাতক এমন কেউ যে লোক অ্যাপাচি গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত কলাকৌশল জানে।

জয়েসের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অ্যাপাচি নিধন অভিযানে ট্র্যাকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেও এখনো বেঁচে আছে ও এই বাস্তব সত্য থেকে বোঝা যায়, লুকোচুরিতে ওকে হারাবার ক্ষমতা খুব বেশি লোকের নেই। কাজেই গুপ্তঘাতক যদি সত্যি সত্যি ওর অগোচরে নেমে আসার ক্ষমতা রাখে তাহলে বুঝতে হবে, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক শত্রুর পাল্লায় পড়েছে জয়েস।

জয়েস ওর মনের ভেতর সামান্য ভীতি জেগে উঠতে দিল। ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভয় একটা কার্যকর হাতিয়ার। একজন মানুষকে প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার শক্তি আছে এর। বাড়তি সাবধানতার সঙ্গে চলাফেরা করার ব্যাপারে এবার তাকেই কাজে লাগাল ও, গা ঢাকা দিয়ে বুকে হেঁটে পাথুরে খাঁজটার দিকে এগোবার সময় সুচের মত তীক্ষ্ণ করে তুলল ওর সমস্ত অনুভূতিকে। জায়গামত পৌঁছে দেখল, যা ভেবেছিল ও, খাঁজটা তার চেয়ে অগভীর—বড়জোর হাঁটু সমান হবে। মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল জয়েস, হামাগুড়ি দিয়ে পাথুরে, ধুলোভরা খাঁজে ঢুকল। কনুই আর পায়ের ডগায় ভর রেখে এগোচ্ছে ও, মাটি থেকে আধইঞ্চি পরিমাণ ওপরে উঠে আছে শরীর, কারবাইনটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছে সামনে। শুরুতেই এক জায়গায় ইউ টার্ন নিয়েছে খাঁজটা, তারপর খানিকদূর সোজা এগিয়ে আরেকটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরেছে।

দ্বিতীয় বাঁকের কাছাকাছি এসে পড়েছে জয়েস এমন সময় সগর্জনে একটা রাইফেলের গুলি ছুটে এল ওর দিকে। আওয়াজ থেকে বোঝা গেল গুপ্তঘাতক বেশি হলে ওর একশ গজ পেছনে রয়েছে।

দুই

শিস কেটে জয়েসের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, সামনের খাঁজের পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে চলে গেল আরেক দিকে।

লম্বা হয়ে গেল জয়েস, পড়ে রইল মাটি কামড়ে। আবার গর্জে উঠল অদৃশ্য রাইফেল। ওর কাছেই খাঁজের কিনারে আঘাত হানল একটা সীসা, পাথরে প্রতিহত হয়ে ছিটকে চলে গেল অন্যদিকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে জয়েস, একটি পেশীও নাড়াচ্ছে না। জানে, যতক্ষণ এভাবে থাকছে ততক্ষণ সে নিরাপদ। গুপ্তঘাতক যেখান থেকে গুলি ছুঁড়ছে সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না ওকে—নইলে বুলেট দুটো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না।

প্রতিপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে এখন আর কোন সংশয় নেই জয়েসের মনে। পাহাড়চূড়া থেকে অর্ধেকের বেশি পথ নেমে এসেছে গুপ্তঘাতক, অথচ দেখা দূরে থাকুক ওর নড়াচড়ার কোন শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়নি ও। তাছাড়া, গুপ্তঘাতক যখন ওকে দেখতে পাচ্ছে না তখন একটিমাত্র উপায় আছে ওর অবস্থান টের পাওয়ার—খাঁজের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়ার সময় জয়েস যে ধুলো উড়িয়েছে তা দেখে। বলা বাহুল্য, ধুলো খুউব সামান্যই উড়িয়েছে ও। এ থেকে

বোঝা যায়, যার মোকাবেলা করছে ও সেই লোক অসাধারণ ধূর্ত—এবং দক্ষ।

ধীরলয়ে, নীরবে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। আর কোন গুলি হচ্ছে না। আরো কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল জয়েস। তারপর চিত হল আস্তে করে, পাছে দেখা দেয় গুপ্তঘাতক এই আশঙ্কায় হাতে কারবাইন তৈরি। তবে এমনটা ঘটবে বলে আশা করছে না ও, এবং তা ঘটলও না। নতুন কোন শব্দ আসছে না আর—শুধু সীমাহীন নৈঃশব্দ্য।

চিত হয়ে শুয়ে আছে জয়েস, চোখ কুঁচকে রেখেছে তীব্র রোদের জ্বালায়। ওই দুটো গুলি আরো কিছু তথ্য জানিয়েছে ওকে, মনে মনে এখন সেগুলো বিচার করছে দ্রুতগতিতে। যেহেতু জয়েসকে দেখতে পাচ্ছে না, লক্ষ্যভেদের আশা করবে না গুপ্তঘাতক, যদিও এসব ক্ষেত্রে অনেকসময় গুলি পাথরে ঠিকরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে থাকে। তবে শ-য়ে একবার ঘটে এমনটা, এত ক্ষীণ সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে গুলি ছুঁড়ে গুপ্তঘাতক জানাতে চাইবে না নিজের অবস্থান।

সুতরাং ওর বিশেষ কোন মতলব আছে এর পেছনে। চিন্তাভাবনা করে সম্ভাব্য দুটো সমাধান খুঁজে পেল জয়েস।

পাহাড়ের গায়ে যে ফাটলের দিকে কোনাকুনিভাবে এগোচ্ছে ও, গুপ্তঘাতকের ঘোড়া যদি সেখানে থেকে থাকে, তবে এ মুহূর্তে সে গুপ্তঘাতক আর তার ঘোড়ার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে যাওয়ার কেবলমাত্র একটা রাস্তা রয়েছে গুপ্তঘাতকের: জয়েসকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা। যেখান থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলি দুটো এখন যদি ঘুরে পেছন দিয়ে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে ও, গুপ্তঘাতক এ পথে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতে পারবে তার গন্তব্যে।

আবার এরকমও হতে পারে, গুপ্তঘাতক চাইছে জয়েস যেন ঠিক এটাই ভাবে, ফাটলের ভেতর ঘোড়া আছে ধরে নিয়ে রয়ে যায় নিজের জায়গায় এবং কষ্ট স্বীকার করে কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা না করে। এর ফলে আসলে ওর ঘোড়া যেখানে আছে—উলটো দিকের পাহাড়ি নালায়—সেখানে পৌঁছাবার মত যথেষ্ট সময় পেয়ে যাবে গুপ্তঘাতক।

ফাটল অথবা নালা—দুটোর মধ্যে কোন্ সম্ভাবনার পাল্লা ভারি মনে মনে তা বিবেচনা করল জয়েস। প্রতিপক্ষের চোখ দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করে এগোন ওর অভ্যেস। এতে করে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এবার তাই সে গুপ্তঘাতকের আঁত বুঝতে সচেষ্ট হল। কাজটা কঠিন, সন্দেহ নেই। লোকটাকে এখন পর্যন্ত ও একবারও দেখেনি, ওর স্বভাব-চরিত্র তার অজানা। মোটে দুটো তথ্য আছে জয়েসের হাতে, এর ভিত্তিতে এগোতে হবে তাকে: শত্রু একজন অসাধারণ মার্কসম্যান, এবং ওত পাতায় সমান দক্ষ।

দীর্ঘ ঢালের দুই-তৃতীয়াংশ পথ নিচে নেমে এসেছে রেড হাইলি। এখন কতকগুলো বোল্ডারের পেছনে বসে আছে গোড়ালিতে ভর দিয়ে, যে খাঁজের ভেতর গুলি ছুঁড়েছে ও নজর রাখছে তার ওপর। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে হাইলি, টুঁটি চেপে দমন করছে ওর অন্তরগত উঠে দাঁড়াবার প্রবল বাসনাকে। এধরনের লুকোচুরি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন একে অন্যের অবস্থান জেনে যায় তখন ঠিক এ কাজটাই করতে হয়—চুপচাপ বসে থেকে লক্ষ্য রাখা শত্রুর

অবস্থানের ওপর। এসব লড়াইয়ে তাড়াহুড়ো করতে নেই, তা করলে নিজের জায়গা ছেড়ে যে নড়ে সে-ই গুলি খায় প্রথমে।

আস্তে আস্তে সেকেণ্ড গড়িয়ে মিনিটে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু হাইলি নির্বিকার, অপেক্ষা করে চলেছে ও।

তারপর ব্যাপারটা চোখে পড়ল ওর—খাঁজের আরেকটু সামনের দিকে হালকা ধুলো উড়ছে। তেমন একটা নয়; বেশির ভাগ লোকের নজরেই পড়বে না। কোটরগত চোখজোড়া কুঁচকে হাইলি লক্ষ্য রাখল ওই ধুলোর ওপর। খাঁজের ভেতর আত্মগোপন করে লোকটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওর থেকে, প্রথমে যে পথে ওকে এগোতে দেখেছিল হাইলি সেই পথে।

খাঁজের শেষপ্রান্তে, পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের কাছে পৌঁছাল বাতাসে ওড়া ধুলো, তারপর ওখানেই থেমে গেল।

ঠায় অপেক্ষা করছে হাইলি, চোখ খোলা, সতর্ক। ঝাড়া ছ'টা মিনিট কেটে গেল। আর কোন ধুলো উড়ছে না। অবশেষে ঈষৎ স্বস্তির ছাপ ফুটল হাইলির কঠোর, হাড্ডিসার চেহারায়। ওত পাতার জন্য কাল পোশাকধারী লোকটা যে জায়গা বেছে নিয়েছে সেটা ও ঘোড়ার কাছে যাওয়ার পথে ওকে অ্যামবুশ করার পক্ষে আদর্শ স্থান। যদি ওর ঘোড়া নিচের ওই ফাটলে থাকে। কিন্তু ওটা নেই ওখানে। ঢালের আরেক মাথায়, নালার ভেতর আছে।

সামান্য উঠে উলটো দিকে ঘুরল হাইলি, ছড়ান-ছিটান পাথরের মাঝ দিয়ে নালার দিকে এগোল। পথে যত আড়াল রয়েছে তার সবগুলো ব্যবহার করছে ও, উবু হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট পা ফেলে, তর্জনী এখনো আলতোভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে দুহাতে ধরা

রাইফেলের ট্রিগারের ওপর। নালার প্রবেশমুখ যখন আর একশো গজ দূরে, তখন থেমে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল হাইলি।

ধীরে ধীরে, ওর আর কাল পোশাকধারী যেখানে লুকিয়ে আছে সেই খাঁজের মধ্যবর্তী জায়গায় যেসব পাথর পড়ে আছে সেগুলোর প্রত্যেকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করল। ওই পথে কেউ ওকে ধাওয়া করে আসছে না এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এ সময়টুকু ব্যয় করছে ও। যখন দেখল সেরকম কোন লক্ষণ নেই, হাইলি ঘুরে ওর আর নালার প্রবেশমুখের মাঝামাঝি অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করল।

কাল পোশাকধারীকে উদ্দেশ করে ও যে খাঁজের ভেতর গুলি ছুঁড়েছিল সেটা অনেক পেছনে রয়েছে ওর। তবে নালার প্রবেশমুখ কারবাইনের আওতার মধ্যে রয়েছে। এবার হাইলির জন্য দেখা দিল আরেক সমস্যা।

নালার অপর প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে ও। সে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ঠিক করেছিল, যে পথে এসেছে আবার সে পথেই বেরিয়ে চলে যাবে। কিন্তু নালার ভেতর দিয়ে ছাড়া এখান থেকে আরেক মাথায় যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। অথচ নালার এ মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করতে হবে ওকে যেখানে প্রতিপক্ষের গুলি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ও কোনরকম আড়াল পাবে না। যত ক্ষিপ্রবেগেই দৌড়াক সে, অন্তত ছ সাত সেকেণ্ড খোলামেলা জায়গায় থাকতে হবে তাকে।

ওই সময় কাল পোশাকধারী এদিকে ঘুরে তাকাবে না একথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। দূর থেকে চলমান টার্গেটকে লক্ষ্যভেদ করতে লোকটা কতটুকু দক্ষ তা জানে না হাইলি—কিন্তু তাই বলে

ওর ব্যাপারে আর অসাবধান হতে চায় না সে।

চোখ তুলে আশপাশে তাকাল হাইলি, বিকল্প রাস্তার সন্ধান করল। ওর চাহিদা কি ও তা জানে, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে গেল সেটা। আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ওপর দিকে কিছুদূর উঠে যেতে পারবে সে। পথের এখানে-সেখানে প্রচুর পাথর রয়েছে, ফলে আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হবে না। ওখান দিয়ে সহজেই সে নালার প্রবেশমুখের ওপরে পৌঁছে যাবে।

তারপর শুধু একটা কাজ করতে হবে তাকে। লম্বা এক লাফ দিয়ে নালার দেয়ালের ওপর পৌঁছালেই সেখান থেকে টুক করে নেমে পড়তে পারবে নালার ভেতরে। লাফ দেয়ার সময় কাল পোশাকধারী যদি সরাসরি ওর পানে তাকিয়েও থাকে, তবু দূর থেকে নির্ভুল নিশানা করতে যতটা সময় দরকার তা পাবে না সে। লাফ দেয়ার পর এক সেকেণ্ডেরও কম সময় দৃষ্টিসীমার ভেতর থাকবে হাইলি, এত স্বল্প সময়ে ওর গায়ে গুলি লাগাতে হলে খুব কাছ থেকে এবং হাইলি লাফ দেয়ার আগেই জায়গামত নিশানা করতে হবে কাল পোশাক-ধারীকে।

সন্তুষ্ট হয়ে, ওপরে ওর লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশে এগোতে শুরু করল হাইলি। পথটা নেহাত সহজ নয়, একটু বেসামাল হলেই গড়িয়ে নিচে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, ভয় আছে পা বা হাতের ধাক্কায় আলগা কোন পাথর স্থানচ্যুত হওয়ার। তাই সময় নিয়ে, সাবধানে এগোতে লাগল ও। তবে গন্তব্যে পৌঁছে হাইলি দেখল, নিচে থেকে সে যা অনুমান করেছিল দূরত্ব তার চেয়ে বেশি হবে না।

এখন ও যেখানে রয়েছে সেখানে বিরাট একটা পাথরচাঁই আড়াল দিচ্ছে ওকে। এখান থেকে নালার দেয়ালের ভেতরের কিনারার

ব্যবধান বড়জোর সাত ফুট হবে। রাইফেলটা শক্ত করে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, হাঁটু ঈষৎ ভাঁজ করল হাইলি, দেহের সমস্ত ভর পায়ের পাতার ওপর চাপিয়ে সামান্য ঝুঁকল সামনে—তারপর লাফ দিল। যা ভেবেছিল ও, একটামাত্র লাফেই পেরিয়ে গেল মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু। কিনার থেকে ইঞ্চি ছয়েক ভেতরে দেয়াল স্পর্শ করল ওর একটা পা।

নালার ভেতরে লাফিয়ে নেমে পড়ার জন্য আরেকটা পা সামনে নিয়ে আসছে ও, এমন সময় মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে বিকট শব্দে গর্জে উঠল একটা কারবাইন।

গুলির আওয়াজ শোনার পর সাবধান হওয়ার সুযোগ পেল না হাইলি, বুলেট আঘাত হানল ওর রাইফেলের কুঁদোয়, সবেগে ওর বুকের একপাশে আছড়ে পড়ল ওটা। হাইলির অসাড় হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল, পরক্ষণে ও নিজেও কিনার টপকে সরাসরি মেসকিট ঝোপেভরা নালার ভেতর পড়ে গেল।

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন নালা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, চড়াই-য়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাহাড়ি চাতালের নিচে উবু হয়ে বসে নালার প্রবেশমুখটা জরিপ করছিল জয়েস। নালার ভেতরে ঢোকার সম্ভাব্য অন্যান্য রাস্তাগুলো যদি ও দেখার সুযোগ পেত তাহলে হয়ত এতটা বেকায়দায় পড়তে হত না ওকে। কিন্তু মাত্র তখনই চাতালটার নিচে পৌঁছেছে ও, এবং গুপ্তঘাতক যে সত্যি সত্যি এ পথে গেছে আদৌ নিশ্চিত ছিল না সে ব্যাপারে। এখানে আসার পথে এমন কোন আলামত চোখে পড়েনি ওর যা থেকে টের পাবে গুপ্তঘাতকের উপস্থিতি, এমনকি বেশ খানিকটা জায়গায় বালু

থাকা সত্ত্বেও একটা বুটের ছাপ পর্যন্ত দেখতে পায়নি।

নালার প্রবেশমুখের ওপর নজর রাখতে সবে বসেছে ও, ভাবছে এখানে আসাটা বোকামি হল কিনা, ঠিক এ সময় ঢালের ওপর দিকে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখের কোণে।

সহজাত অভ্যাসবশে চকিতে ওদিকে ঘুরে গেল ও, গুপ্তঘাতককে নালার দেয়াল লক্ষ্য করে লাফ দিতে দেখামাত্র কারবাইন তুলল একঝটকায়। লোকটার শরীরের কোন বিশেষ অংশের ওপর নিশানা করার সময় তখন ছিল না। গুপ্তঘাতকের চলমান অবয়বের সাথে ওর উইনচেস্টারের সাইট একই সরলরেখায় মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল জয়েস। এবং পরমুহূর্তে নালার ভেতর হারিয়ে গেল গুপ্তঘাতক।

লিভার টেনে কারবাইনের চেম্বারে নতুন একটা কার্তুজ পাঠিয়ে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল জয়েস। যে কারণে হাইলি যায়নি সেই একই কারণে সরাসরি নালার প্রবেশমুখের দিকে এগোল না ও। ওখানে যেতে সামনে একফালি ফাঁকা জমি পড়বে, ভেতরে যে লোক রয়েছে তার কাছে পিস্তল থাকা অসম্ভব না। লোকটা এখন কি অবস্থায় আছে জানে না ও, সুতরাং অযথা ঝুঁকি নিতে চাইল না।

গুপ্তঘাতক যেখান থেকে লাফিয়ে পড়েছিল নালার দেয়ালের ওপর, চড়াই বেয়ে জয়েস উঠে গেল সেখানে। পাথরচাইটার কাছে পৌঁছে প্রথমে রাইফেলটা চোখে পড়ল ওর, নালার দেয়ালের কিনারে পড়ে আছে, ভারি কুঁদোয় গভীর একটা আঁচড় কেটেছে ওর বুলেট।

এক হাতে কারবাইন তৈরি রেখে, রাইফেলটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও, সাবধানে ঝুঁকে পড়ে উঁকি দিল নালার ভেতরে।

চলে গেছে গুপ্তঘাতক।

ওর খোঁজে জয়েসের চোখজোড়া চঞ্চলভাবে ঘোরাফেরা করল এদিক-ওদিক, তারপর নালার শেষমাথায় একটা বাঁকের মুখে ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল ও।

প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ছাপ ফুটল জয়েসের চেহারায়। পরক্ষণে শ্রাগ করার ভঙ্গিতে ওর একটা পেশীবহুল ঢালু কাঁধ উঁচু হল একটু। পরিত্যক্ত রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হল জয়েস, পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষের মাঝ দিয়ে রওনা হল স্টেজকোচের উদ্দেশে।

ক্যানিয়নে পৌঁছে ও দেখল স্টেজচালক, বেন মারফি, একটা বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। গুলি খাওয়ার পর বুকে হেঁটে ওই পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেয় মারফি। অনায়াসে ছোট-খাট একটা ভালুকের সাথে তুলনা করা চলে ওকে। বেঁটে, বিশাল বুকের ছাতি, পাকা চুল, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, নাকের বাঁশি ভাঙা। ওর মুখের দিকে তাকালেই যে-কেউ বুঝতে পারবে সে একজন প্রায় বার্ধক্যে-উপনীত মুষ্টিযোদ্ধার মুখোমুখি হয়েছে। কিছু কিছু লড়াইতে হেরেছে মারফি, তবে তার সংখ্যা বেশি না। জয়েসের দেখায় পিস্তলে ও ই হচ্ছে সেরা লোক। ফাস্ট গান বলা যাবে না, তবে একবার পিস্তল বের করার পর ওর অ্যাকশন তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করার মত। মারফির সাথে যখন প্রথম পরিচয় হয় জয়েসের তখন ওই বিরাট দেহের সবটাই ছিল নিরেট পেশী। তবে বুড়িয়ে যাচ্ছে ও। এবং এখন ওকে আরো বুড়ো দেখাচ্ছে।

পাঁশুটে হয়ে আছে মুখ, ব্যথায় চোখ কুঁচকে বন্ধ হয়ে গেছে। দুহাতে একটা রুমাল চেপে ধরে রেখেছে বুকের ডান পাশে। রুমাল আর তার চারপাশের বুলেটবিদ্ধ শার্ট রক্তে ভিজে উঠেছে। শ্বাস

নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, পরস্পর চেপে বসা দুই চোয়ালের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোচ্ছে।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে ওর পাশে বসল জয়েস. রাইফেল আর কারবাইনটা নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল : 'মারফি!'

লাল চোখ দুটো বার দুয়েক পিটপিট করে খুলল মারফি। 'বেজন্মাটাকে নিকেশ করতে অনেক সময় নিলে তুমি,' অভিযোগের সুরে ও বলল।

'পারিনি মারতে। তোমার জখমটা দেখি।' ক্ষতস্থান থেকে মারফির হাত টেনে সরিয়ে দিল জয়েস। রক্তে ভেজা রুমালটা লেপটে রয়ে গেল যথাস্থানে।

আরেকটু ফাঁক হল মারফির চোখ। 'তুমি পৌঁছাবার আগেই পালিয়েছে?'

'পরে।'

ফ্যালফ্যাল করে জয়েসের দিকে তাকিয়ে রইল মারফি। 'নাহ্, তুমি বোধহয় একেবারে অকেজো হয়ে পড়ছ। তোমার মত বয়সে আমি...'

'চুপ করে শুয়ে থাক।' টান মেরে ওকে কাত করল জয়েস, পরীক্ষা করে দেখল জখমটা। মারফির একটা পাঁজরের হাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, বগলতলা থেকে স্তনের বোঁটার নিচ অবধি গভীর একটা ট্রেঞ্চ কেটেছে। 'আরো খারাপ হতে পারত,' নির্লিপ্ত সুরে রায় দিল জয়েস। 'তোমার পাউণ্ডখানেক চর্বি খসিয়ে নিয়ে নিজের পথে চলে গেছে সীসেটা। ভালই হল, আমাদের আর কষ্ট করে খুঁচিয়ে বের করতে হবে না।'

'ব্যথা লাগছে, বোধহয় ভেঙে গেছে পাঁজরার হাড়।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'হতে পারে। চল যাওয়া যাক।' মারফির বাঁ হাতটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে নিজের বাঁ কাঁধের ওপর চাপাল সে, টেনে খাড়া করল বন্ধুকে।

টনখানেক হবে মারফির ওজন, এর কিছুটা নিজের দুপায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে স্টেজকোচের কাছে নিয়ে যেতে জয়েসকে সাহায্য করল ও।

বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে কোচটার। আগাগোড়া বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কাঠের ফ্রেম, একটা বাতি চুরমার হয়ে গেছে ভেঙে, ছিঁড়ে ফালাফালা অবস্থা পেছনের লাগেজ বুটের চামড়া। ভেতরের হালও তেমনি শোচনীয়। ছিঁড়ে গেছে চামড়ার প্যানেল। ভাঁজ করা জাম্প সিটে বড়সড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে একটা। ওপাশের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথে পেছনের সিটের উঁচু পিঠে কোনাকুনিভাবে গভীর আঁচড় কেটেছে আরেকটা বুলেট।

পেছনের সিটে মারফিকে বসিয়ে দিল জয়েস, জাম্প সিটের ভাঁজ খুলে তার ওপর তুলে দিল পা যেন হেলান দিতে পারে ও। তারপর একটা পানিভরা ক্যান্টিন আর স্যাডলব্যাগ থেকে পরিষ্কার একখানা শার্ট নিয়ে এল সে। ধুয়ে সাফ করল ক্ষত, রক্তপাত কমাতে শার্ট ছিঁড়ে তা দিয়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। যখন শেষ হল ওর কাজ, সিটের পেছনে হেলান দিয়ে পড়ে রইল মারফি, চোখ বোজা, কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

সামনের সিটে ওর মুখোমুখি বসল জয়েস। 'ঠিক আছে, মারফি। এবার বল দেখি, কিসের মধ্যে আমাকে জড়িয়েছ তুমি?'

ব্যাণ্ডেজের ওপর একটা হাত রাখল মারফি, ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

জয়েসের চেহারায় বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হল না এতে। একবার

মারফির কাঁধ থেকে একটা বুলেট খুঁচিয়ে বের করতে হয়েছিল ওকে। অনেক গভীরে ঢুকে গিয়েছিল সীসে, আধঘণ্টা সময় লেগেছিল মাংস কেটে ওটা বের করতে, হাতের কাছে এককোঁটা হুইস্কি ছিল না যে মারফির যন্ত্রণা লাঘব করবে তা দিয়ে। অপারেশন চলাকালে পুরো সময়টা জ্ঞান ছিল মারফির—এবং একটা টুঁ-শব্দ পর্যন্ত করেনি।

'স্টেজ লুট করার মতলবে এ কাজ করেনি লোকটা,' চাঁছাছোলা গলায় মন্তব্য করল জয়েস। 'দুটো ঘোড়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্টেজটাকে একদম ধ্বংস করার চেষ্টাও করেনি। তার মানে এর মাধ্যমে কারোকে হুমকি দিতে চেয়েছে ও, বা কোন ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চেয়েছে একটা। কাকে দিতে চাইছে? তুমি যে মহিলার সাথে পার্টনারশীপে এই স্টেজলাইন খুলছ তাকে?'

'হয়ত ' চোখ না খুলেই, অস্ফুট স্বরে জবাব দিল মারফি।

'কার সাথে গোলমাল চলছে মহিলার? কি ধরনের গোলমাল?'

'আমি জানি না—পুরোপুরি।'

'কিন্তু জান একটা কোন গোলমাল আছে। এবং সেজন্যই সঙ্গে এনেছ আমাকে। ঠিক?'

চোখ পাকিয়ে জয়েসের দিকে তাকাল মারফি। 'তোমার আল্লার দোহাই লাগে, জেমস···বকবকটা একটু থামিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে ডাক্তারের কাছে? আমি আহত, খেয়াল নেই তোমার? ওখানে গেলেই যা জানার সব জানতে পাবে তুমি।'

'ওখানে মানে—গ্লোরি হোলে? সেখানেই এই ঝামেলার শুরু?'

মাথা ঝাঁকাল মারফি, ককিয়ে উঠে চোখ বুজল।

বিরক্ত দৃষ্টিতে আরো কয়েক সেকেণ্ড ওর পানে চেয়ে রইল জয়েস, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এল কোচ

থেকে, ড্রাইভিং বক্সে গিয়ে উঠল। ব্রেক লিভারটা জায়গামত বসিয়ে মাটিতে নামল ও, ধীর পদক্ষেপে ঘোড়াগুলোর কাছে হেঁটে গেল।

বেশ বেগ পেতে হল ওকে দুটো মরা ঘোড়ার গলা থেকে হার্নেস খুলতে। জীবিত লীড হর্সটার বাঁধন খুব সহজেই খুলে গেল, কিন্তু জ্যান্ত জানোয়ারটা যেন ছুটে পালাতে না পারে তাই ওর সাথে আঠার মত লেগে রইল জয়েস। টানতে টানতে ওকে অবশিষ্ট হুইল হর্সের কাছে নিয়ে গেল সে, নতুন করে বাঁধল ওখানে। তারপর দ্রুতপায়ে ক্যানিয়নের মেঝে অতিক্রম করে ওপাশে গিয়ে ফেলে আসা অস্ত্রগুলো তুলে নিয়ে এল স্টেজের কাছে।

মারফির কারবাইন আর গুপ্তঘাতকের রাইফেলটা কোচের ভেতরে ছুঁড়ে দিল ও, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মারফি শুয়ে আছে কাত হয়ে, ঘুমের ভান করছে। 'একটা কথা বল দেখি, মারফি। তুমি এই স্টেজ লাইনের শেয়ার কেনার আগে গোলমালের কথা জানতে?'

চোখ বুজে থেকেই মাথা ঝাঁকাল মারফি।

'অথচ আমাকে বলার দরকার মনে করনি···পটিয়ে আমার টাকা যার ঠিকই নিয়েছ তুমি।'

যন্ত্রণা সত্ত্বেও, জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মারফি। 'বললে টাকাটা দিতে না তুমি।'

'অবশ্যই দিতাম না।' জয়েস হাসছে। 'ব্যাটা, ধূর্ত খচ্চর।'

'ঠিক। সেজন্যই আমাদের এত মিল। দুজনই একই চিড়িয়া কিনা।'

দড়াম করে কোচের দরজা বন্ধ করে দিল জয়েস, ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসে ওর কারবাইনটা নামিয়ে রাখল পাশে। দুটো ঘোড়ার সাহায্যে গ্লোরি হোলে পৌঁছাতে প্রচুর সময় লাগবে; তবে ওরা

ঠিকই যাবে ওখানে। এই গোলমালের সূত্রপাত যদি ওখানেই হয়ে থাকে, সন্দেহ নেই দুদিন আগে বা পরে গুপ্তঘাতকের সাথে আবার মোকাবেলা হবে ওর।

লাগাম গুছিয়ে নিয়ে পা-ব্রেকের লিভার খুলে দিল জয়েস, রওনা হল স্টেজ।

তিন

গ্লোরি হোল। পাহাড়ি তৃণভূমির মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া গিরিপথের মুখে অবস্থিত ছোট্ট এক শহর। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু চুনসুরকির দালান আর কাঠের বাড়িঘর রয়েছে। পুরান শহরের কেন্দ্রে প্লাজা। নোংরা, ঘিঞ্জি এলাকা। এর উত্তর পাশে গ্লোরি হোলের জেলভবন। রোদে পোড়া ইটের মজবুত লাল দালান। এই প্লাজায় সেদিন বিকেলে ভিড় জমিয়েছে জনাবার লোক। শহরে আর আশপাশের খামার কিংবা বাথানে থাকে ওরা। লোকগুলো জানে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে। বস্তুত সেটা দেখতেই এখানে ওদের আসা। তবে ওদের সবাই মনে-প্রাণে চাইছে ব্যাপারটা যেন না ঘটে, কেউ যেন ঠেকিয়ে দেয় শেষমুহূর্তে।

জেলভবন থেকে বেশ অনেকটা দূরে সরে রয়েছে ওরা, খোলা চত্বরের বাকি তিনদিকে ফুটপাতের ছায়ায় যেসব দালানকোঠা রয়েছে সেগুলোর দরজা-জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। ওদের কারো কাছে কোন অস্ত্র নেই। এ শহরের আইন, গ্লোরি হোলের চৌহদ্দির মধ্যে একমাত্র আইনের লোক ছাড়া অন্য কেউ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে পারবে না।

খোলা চত্বরের ঠিক মাঝখানে গাছ রয়েছে একটা: বড়সড়, প্রাচীন

ওক গাছ। তিনজন লোক অপেক্ষা করছে এর ছায়াতলে। ওদের কেউ আইনের লোক নয়, তবু তিনজনই সশস্ত্র। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে জেলভবনের ওপর নজর রাখছে যে—গাট্টাগোট্টা কুৎসিত চেহারার ছোকরা—ওর নাম স্মিথ। কোমরে ছুটো কোল্ট রিভলভার ঝুলিয়েছে ও, হোলস্টারগুলো নিচু করে উরুর সাথে বাঁধা। বাকি দুজন উলটো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, অন্যান্য বাড়িঘরে ভিড় করা লোকজনের ওপর লক্ষ্য রাখছে; ওদের প্রত্যেকের হোলস্টারে পিস্তল রয়েছে একটা করে, হাতে শোভা পাচ্ছে গুলি-ভরা দোনলা শটগান।

ওরা তিনজন কোল হুইলকের ভাড়াটে বন্দুকবাজ। তিন হপ্তা আগে হুইলককে গেফতার করতে গিয়ে নিহত হয়েছে টাউন মার্শাল। সেই থেকে হুইলকের লোকদের সযত্নে এড়িয়ে চলছে শহরবাসীরা, গ্লোরি হোলের ভেতরে অস্ত্র বহন করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা অমান্য করার কি অধিকার আছে ওদের সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলেনি কেউ। বিশেষ করে তরুণ অনভিজ্ঞ ডেপুটি জেস হারকোর্ট। মার্শালের মৃত্যুর পর শহরের আইন রক্ষার দায়িত্ব ওর ওপরেই বর্তেছে। শুরু থেকে গা বাঁচিয়ে চলছে ও—এমন কিছু করছে না যার কারণে হুইলকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় তাকে।

কিন্তু ঘন্টাখানেক আগে মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেছে, ফলে আর পাশ কাটান বা পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে ডেপুটি হারকোর্টের পক্ষে।

হুইলকের এক সাঙাত একটা হার্ডওঅ্যার স্টোরে ঢুকে কয়েক বাক্স গুলি কিনে দাম না দিয়েই কেটে পড়ার তাল করছিল। রাগে দোকানির স্ত্রী মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, লোকটা সম্পর্কে তার কি

ধারণা তা বলে দিয়েছে ওর মুখের ওপরে। এতে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হ
হর্স্ট ও, পাঁই করে ঘুরে চড় মেরে মহিলাকে ফেলে দেয় মেঝেতে
এতবড় অপমান দোকানির পক্ষে সম্ভব হয়নি সহ্য করা। ছোঁ মের
একটা হাতুড়ি তুলে নেয় সে, পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ে হর্স্টের
ওপর, বাড়ি মেরে ওর মাথা গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর চেতনা ফিরে
আসে ওর, বুঝতে পারে হুইলকের অনুচরকে হত্যা করার পরিণাম
ভয়াবহ হতে পারে। ডেপুটি হারকোর্টের কাছে ছুটে যায় লোকটা,
নিজের জীবনের নিরাপত্তা এবং সুবিচার প্রার্থনা করে।

সেই দোকানি এখন হাজতে রয়েছে, হারকোর্টের আশ্রয়ে। দুজনেই ঘেমে উঠেছে প্রায়; প্লাজার আশপাশে অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের সকলের মত ওরাও হুইলকের আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

অবশেষে যখন হাজির হল হুইলক, ফুটপাতের কিনারে অপেক্ষমাণ জনতার মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল। তারপর থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ, নীরবে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল ওরা।

ওঅটর স্ট্রীটের মোড়ে দেখা দিয়েছে কোল হুইলক। লম্বা লম্বা পা ফেলে খোলা চত্বরটা পেরিয়ে সোজা এগোচ্ছে জেলভবনের দিকে। বিশালদেহী মানুষ হুইলক। গালের একপাশে গভীর একটা কাটা-দাগ। চোখের রঙ নোংরা বরফের মত। স্বভাব অনুযায়ী, অধৈর্য-ভঙ্গিতে রাজপথ কাঁপিয়ে হাঁটছে সে, বোঝা যায় লোকটার ভেতরে প্রচণ্ড এক ভায়োলেন্স ফেটে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিটা চালচলনে ফুটে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য ভাব, চলমান গ্লেসিয়ারের মত।

ওর কয়েক কদম পেছনে রয়েছে বেঁটে একহারা স্বাস্থ্যের ফিটফাট এক পিস্তলবাজ, নাম টনি। এই শহরে ও হুইলকের প্রধান সেনাপতি। ওর দুপাশে রয়েছে আরো দুই পিস্তলবাজ, প্রত্যেকের এক

হাতে কারবাইন, অন্য হাতটা পড়ে আছে খাপে পোরা কোল্টের বাঁটের ওপর।

আর সকলের পেছনে আসছে টনি লুইস। গরিলা-সদৃশ চেহারা। অন্যদের মত সেও পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে, তবে ওটা ওকে আজ পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেখেনি কেউ। ওর দুহাতের দুই পাঞ্জাই ওর অস্ত্র, শোনা যায় ওগুলোর সাহায্যে বহু লোককে পিটিয়ে হত্যা করেছে লুইস। এ মুহূর্তে এক হাতে একটা খালি পিপে বয়ে আনছে ও, অন্য-টায় ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে ছোট মাপের দড়ি, এক মাথায় ফাঁস বাঁধা।

হুইলক ওক গাছটা পেরোতেই, টরির সাথের দুই পিস্তলবাজ জেলভবনের দুপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। হুইলক এগিয়ে চলল এক-নাগাড়ে, থামল জেলভবনের ভারি কাঠের ফটকের সামনে গিয়ে। এবার পেছনে তাকাল সে।

ওর কয়েক গজ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে টরি, ডান হাতখানা অস্থির-ভাবে ঘোরাফেরা করছে হোলস্টারে ভরা পিস্তলের কাছে। গরিলা-সদৃশ টনি লুইস ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়েছে, উপুড় করে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে পিপেটা—ওর ওপর উঠে গাছের একটা মোটা ডালে দড়ি বাঁধল সে, পিপে থেকে খানিকটা উঁচুতে শিথিল-ভাবে ঝুলে রইল ফাঁস। যখন সারা হল কাজ, ঘাড় ফিরিয়ে হুইলকের পানে তাকাল লুইস, আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

দরজার উদ্দেশে ফিরল হুইলক, জোরে জোরে করাঘাত করল কপাটে। 'হারকোর্ট!' কাটা জানালা দিয়ে হাঁক দিল ও। 'দরজা খোল! তোমার সাথের লোকটাকে বের করে দাও!'

কাটা জানালার কাছে আবছাভাবে দেখা গেল ডেপুটি হারকোর্টের

মুখ। 'তুমি ওকে পাবে না, হুইলক।' নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা-গুলো বলতে গিয়ে চিরে গেল তরুণ ডেপুটির গলা, ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল। 'ও আমার বন্দী—'

'আমার এক লোককে খুন করেছে ও,' সহজ সুরে বলল হুইলক। 'আত্মরক্ষার কোনরকম সুযোগ না দিয়ে হত্যা করেছে।'

'সে যা-ই হোক, সুবিচার পাওয়ার অধিকার আছে ওর।'

'খামোকা সময় নষ্ট। ও দোষী। তুমি তা ভাল করেই জান। আমার হাতে তুলে দাও ওকে।'

নীরবে কেটে গেল একটা মুহূর্ত। তারপর ডেপুটি বলল, 'না।' ওই ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ করার জন্য কি পরিমাণ সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে ওকে তা ওর বলার ধরন থেকেই বোঝা গেল—অনেকটা জেদী ছেলের কান্নার মত মনে হল।

নির্বিকার চেহারায় কাটা জানালার ভেতর দিয়ে ওর পানে চেয়ে রইল হুইলক। 'দরজা খোলার জন্য পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি তোমাকে। যদি এর মধ্যে না খোল, ভেতরে ডিনামাইট ফাটিয়ে তোমাদের দুজনকেসুদ্ধ পুরো জেলখানাটাই উড়িয়ে দেব।'

কোন জবাব এল না অপর প্রান্ত থেকে।

ধৈর্য ধরল হুইলক—ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর ঘাড় ফেরাল। 'টরি, ডিনামাইটগুলো নিয়ে—'

জেলফটকের হুড়কো নামাবার জোরাল শব্দে মাঝপথে ছেদ পড়ল ওর কথায়। ফের ওদিকে ঘুরতেই পাল্লা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ডেপুটি হারকোর্ট। হাতে একটা দোনলা কাটা শটগান, মুখ সরাসরি হুইলকের পেট বরাবর তাক করা।

সরল গোবেচারা চেহারা ডেপুটির। রোগা শরীর, মাথাভর্তি

কোঁকড়ান লাল চুল। ভয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ, কিন্তু নিজের সংকল্পে অটল। কাটা শটগানের জোড়া ট্রিগারের ওপর চেপে বসেছে আঙুল, হুইলকের পেট থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক তফাতে রয়েছে ব্যারেলগুলো।

শটগানের দিকে নেমে গেল হুইলকের দৃষ্টি। তারপর অপলকে হারকোর্টের চোখে চোখ রাখল।

'বাছা,' মিহি সুরে বলল ও, 'খেলনাটা ফেলে দিয়ে আমার পথ থেকে সরে যাও তুমি। এক্ষুণি!'

চোয়াল চাপল ডেপুটি, ভয় আর জেদ পরস্পর লড়াই শুরু করেছে ওর ভেতরে। 'আমি জানি তোমার হাত খুব চালু,' আড়ষ্ট, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ও। 'তবু আমি এই ট্রিগার দুটো টেপার আগে পিস্তল বের করতে পারবে না তুমি।'

ভাবলেশহীন মুখে ওর দিকে চেয়ে রইল হুইলক। 'একবার টিপেই দেখ, বাছা—আধ সেকেণ্ড পরেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তুমি। এত সীসে ঢুকবে শরীরে, চারজন লোক লাগবে তোমার লাশ কবরে বয়ে নিতে। চারপাশে দেখ তাকিয়ে, গর্দভ কোথাকার।'

ঈষৎ চঞ্চল হল ডেপুটি হারকোর্টের চোখ, হুইলকের পেছনে চত্বরে দাঁড়ান বন্দুকবাজদের দেখল। টরি, ধোপদুরস্ত খর্বকায় গানফাইটার, মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে মাপছে ওকে, ডান হাত কনুই থেকে সামান্য বাঁকা হয়ে থেমে আছে হোলস্টারে ভরা কোল্টের বাঁটের ওপর, আঙুলগুলো নিশপিশ করছে; দুপাশ থেকে ওর বাকি দুই সঙ্গী কারবাইন তাক করে আছে ওর দিকে; গাছের ছায়ায় রয়েছে স্মিথ আর টনি লুইস। মাত্র দুজন তাকিয়ে নেই ওর পানে, গুলি করে ওর লাশ মাটিতে শুইয়ে দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে নেই।

ওরা উলটো দিকে মুখ করে আছে, শটগান উঁচিয়ে প্লাজার বাকি তিনপাশের বাড়িঘর আর লোকজনের ওপর নজর রাখছে।

হুইলকের উদ্দেশে ফিরে এল ডেপুটির চোখ। 'আমাকে ওরা খুন করলে তোমার কোন লাভ হচ্ছে না,' রুক্ষ সুরে বলল সে। 'কারণ তুমিও মরবে। ওরা যদি আমাকে প্রথমেও গুলি করে, মারা যাওয়ার আগে দুটো ট্রিগারই টিপে দেব আমি। দুটুকরো হয়ে যাবে তোমার শরীর।'

'ঠিক,' সাদামাঠা গলায় স্বীকার করল হুইলক। 'আমরা দুজনই তাহলে মরব। বেশ, তুমি যদি সেটাই ভাল মনে কর—কর।'

একদৃষ্টিতে হারকোর্টের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ও, যেন খুলি ভেদ করে ওর ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছে। খুউব আস্তে আস্তে ডান হাতখানা কাটা শটগানের জোড়া ব্যারেলের দিকে ওঠাতে শুরু করল হুইলক।

হারকোর্ট যেন পাথর হয়ে গেছে, কিছুতেই হুইলকের চোখের ওপর থেকে নিজের দৃষ্টি সরাতে পারছে না।

হুইলকের তালু জোড়া ব্যারেলের পাশে পৌঁছাল, স্পর্শ করল ওটা—থেমে গেল।

প্রবলভাবে কেঁপে উঠল হারকোর্টের গলা, ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরোল। শটগানটা ধীরে ধীরে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিতে শুরু করল হুইলক। এবার হঠাৎ করেই তরুণ ডেপুটির নার্ভ ভেঙে পড়ল পুরোপুরি। অবশ হয়ে গেল হাত, আঙুল খসে পড়ল ট্রিগারের ওপর থেকে। শটগানটা ছিনিয়ে নিল হুইলক, ছুঁড়ে ফেলে দিল ধুলোয়। তারপর সেই একই হাত দিয়ে হারকোর্টের শার্টের কলার চেপে ধরল ও, হেঁচকা টান মেরে দোরগোড়া থেকে সরিয়ে আনল, ছুঁড়ে দিল

উলটো দিকে।

হোঁচট খেল হারকোট, পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে বসে রইল ও, চোখ মাটির দিকে। লজ্জার ভারে মাথা হেঁট হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে এরকম উলঙ্গভাবে ওর কাপুরুষতা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সকলে করুণার দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

টরি এগিয়ে এল ওর কাছে, ঝুঁকে পড়ে হারকোটের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। বাধা দিল না ডেপুটি। খিকখিক করে হাসল টরি, হারকোটের জামার বুক পকেটে আঁটা টিনের তারায় মৃদু টোকা দিল। 'এটা বোধহয় তোমার জন্য খুব বেশি ভারি হয়ে গেছে, বাছা। খুলে নেব?'

পাতলা ঠোঁটজোড়া বাঁকিয়ে মুচকি হাসল হুইলক। 'এতে অপমান করা হবে ওকে। ও এখনো ডেপুটি।' দোরগোড়া থেকে পিছিয়ে এল দুর্বৃত্ত নেতা, টরিকে ইশারা করল। 'বের করে আন ওকে।'

হন্তদন্ত হয়ে জেলখানার ভেতরে ঢুকল টরি।

এক মিনিট পর হাড্ডিসার, টাকমাথা এক লোক এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, মেরুদণ্ডে হারকোটের পিস্তল ঠেকিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে আসছে টরি। বাইরে এসে কড়া রোদে ধাঁধিয়ে গেল বন্দীর চোখ, পিটপিট করল পাতা। ওকে দেখামাত্র দর্শকদের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন: এক মহিলার আর্তনাদ।

একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল দোকানির স্ত্রী, চত্বরের ওপর দিয়ে সোজাসুজি তার স্বামীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল স্মিথের শরীরে, গাছতলা থেকে দৌড়ে গিয়ে বাধা দিল ওকে, একটা পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল। মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল

মহিলা।

'মেরো না ওকে,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল হুইলক। 'কেবল চুপ করিয়ে রাখ।'

ইতিমধ্যে হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল মহিলা। স্মিথ ঠেলে বসিয়ে দিল তাকে, পিঠে হাঁটু বাধিয়ে চাপ দিল যেন নড়াচড়া করতে না পারে, মুখ চেপে ধরল হাত দিয়ে।

দোকানির হাবভাবে মনে হচ্ছে এসবের কিছুই যেন দেখতে পায়নি সে। খোলা চত্বরে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ও, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সামনে। মরতে যাচ্ছে সে এটা বুঝতে পেরেই যেন নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে লোকটা, অভিনয় করছে মৃতের ভূমিকায়।

ধাক্কা মেরে ওকে গাছের দিকে এগোতে নির্দেশ দিল টরি। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল দোকানি, ওর পা দুটো যেন পেরেক গেঁথে মাটির সাথে আটকে দিয়েছে কেউ। বিরক্ত ভঙ্গিতে আরেকজন বন্দুকবাজকে ইশারা করল হুইলক, দৌড়ে গিয়ে দোকানিকে জাপটে ধরল সে, কোলে তুলে নিয়ে বিরাট ওক গাছটার দিকে মার্চ করে এগোল। হুইলক পিছু নিল ওদের।

পিপের ওপর তখনো দাঁড়িয়েছিল টনি লুইস, অপেক্ষা করছিল। টরি আর অপর বন্দুকবাজ যখন উঁচু করে ধরল দোকানিকে, লুইস তার বিশাল একটা থাবা বাড়িয়ে টেনে পিপের ওপর ওকে তুলে আনল। দড়ির ফাঁস শক্ত হয়ে গলায় চেপে বসতেই চোখ বন্ধ করল দোকানি।

লাফিয়ে পিপে থেকে নেমে গেল লুইস, গাছের চারপাশে বন্দুকবাজদের সঙ্গে যোগ দিল। কেউ ওদের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা

করলে তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য ওরা সবাই তৈরি।

তবে সে চেষ্টা, ভুল করেও, করল না কেউ।

পিপের কাছে হেঁটে গেল হুইলক, চোখ তুলে দোকানির দিকে তাকাল। গলা চড়িয়ে মুখ খুলল ও যাতে দর্শকদের প্রত্যেকেই শুনতে পায় ওর কথা। 'মানুষ খুন করেছ তুমি। এখন তার প্রাপ্য সাজা ভোগ করতে হবে তোমাকে।'

দোকানির চোখ খুলে গেল, তাকাল দুর্বৃত্ত নেতার দিকে। মুহূর্তের জন্য থরথরিয়ে কেঁপে উঠল ওর জিভ, তারপর একনিশ্বাসে বলল: 'ওটা খুন ছিল না! তুমি আইনের লোক না! বিনা বিচারে একজন লোককে ফাঁসি দিতে পার না তুমি!'

'পারি,' হুইলক জানাল ওকে।

'কিন্তু ও আমার বউকে মারছিল। নিজের পরিবারকে বাঁচাবার অধিকার প্রত্যেক লোকেরই আছে।'

'ব্যাপারটা যদি তাই হয়ে থাকে, সরাসরি আমার কাছে এসে খুলে বলা উচিত ছিল তোমার। আমি হয়ত বুঝতাম—এবং মাফ করে দিতাম তোমাকে।' সবাইকে শোনাতে আরেক পর্দা গলা চড়াল হুইলক। 'কিন্তু তা না করে ভুল জায়গায় গেছ তুমি। এই শহরের নিরাপত্তা আমার ওপর নির্ভর করে। এখানে আমিই সব। তোমাদের মাথায় এটা ভাল করে ঢোকাতে হবে।'

কথা শেষ করে পা তুলল ও, লাথি মেরে দোকানির পায়ের নিচ থেকে সরিয়ে দিল পিপেটা।

আচমকা শেষ হয়ে গেল দোকানির পতন, দড়ি টানটান হয়ে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে গলার চারপাশে দৃঢ়ভাবে এঁটে বসল ফাঁস। বাঁকা হয়ে অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলতে লাগল ও, নিষ্ফলভাবে

পা ছুঁড়তে শুরু করল, অন্ধকার ঘনাল চোখে-মুখে।

শেষমেষ যখন থেমে গেল সমস্ত নড়াচড়া, মৃদু বাতাসে শূন্যে আস্তে আস্তে দোল খেতে লাগল দোকানির লাশ, ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে চত্বরের উলটো দিকে হাঁটা ধরল হুইলক। ওর সাঙ্গপাঙ্গরা একেএকে অনুসরণ করল ওকে, চলার পথে চারধারের দালানকোঠার ওপর কড়া নজর রাখল।

ওঅটর স্ট্রীট পেরিয়ে মোড় ঘুরে ফ্রন্ট স্ট্রীটে ঢুকল হুইলক। মোড় থেকে ছটা বাড়ি পরে ওর সদর দফতর—একটা মজবুত চুনসুরকির দোতলা দালান। সামনের খোলা দরজা দিয়ে স্যালুনে ঢুকল ও। নিচতলার পুরোটাই দখল করে আছে এটা। মাত্র জনাকতক লোক রয়েছে বারে। হাইলি তাদের একজন। শহরে আসার পথে যে নতুন ফিফটিন-শট রিপিটিং রাইফেলটা কিনেছে ও, সেটা এখন ওর পাশে বারের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে ওর পানে তাকাল হুইলক। একদিকে সামান্য ঘাড় কাত করল হাইলি, বুঝিয়ে দিল তাকে যে কাজে পাঠান হয়েছিল তা সে সম্পন্ন করেছে।

সোজা এগোল হুইলক, ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। শোবার ঘরের লাগোয়া ওর অফিস-কামরায় ঢুকল সে, দেয়াল আলমারি থেকে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করল। গ্লাসটা ভরে নিয়ে চুমুক দিল একটা, তারপর ওটা হাতে করে জানালার ধারে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হুইলক, চেয়ে চেয়ে উপভোগ করল শহরের বুকে সন্ধ্যার আগমন।

ওর শহর।

চার

গ্লোরি হোলের কেন্দ্রে অবস্থিত একটা অপরিসর দোতলা বাড়ির নিচতলায় ল্যাংলি স্টেজ লাইনের অফিস আর যাত্রীদের ওয়েটিং রুম। দোতলায় দুটো শোবার ঘর আর একটা বাথরুম। এরই একটা ঘরের সরু বাংকের ওপর অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে বেন মারফি, উদোম গায়ে। ওর পাশে বসে আছে একজন ডাক্তার, ঘরের একপাশে টেবিল রয়েছে একটা, তার ওপর রাখা লণ্ঠনের হলদেটে আলোয় মারফির জখম পরিচর্যা করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে জয়েস। স্টেজকোচের ঝাঁকুনিতে ফের রক্তপাত শুরু হয়েছে মারফির ক্ষত থেকে, গ্লোরি হোলে পৌঁছাবার অল্পক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে গেছে ও।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করল ডাক্তার, মারফির কপালে হাত ছুঁয়ে জ্বর দেখল, তারপর ওর ভারি একটানা শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রেখে নাড়ি মাপল। সবশেষে ব্যাগ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'ইনফেকশন হয়েছে বলে মনে হয় না,' জয়েসকে বলল ডাক্তার। 'কাল কোন এক সময়ে এসে আবার দেখে যাব। রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যা খেতে পারে সবই দেবে, আর পানি খাবে বেশি করে। তাহলেই হপ্তাখানেকের ভেতর খাড়া হতে পারবে আবার।

বয়েসের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে ওকে।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'আগের সেই শক্তি নেই, তবে এখনো অধিকাংশের চেয়ে বেশি আছে। তোমার ফি-টা?'

'ওটা মিসেস ল্যাংলি দেবে বলেছে।' জয়েসের হোলস্টারে রাখা কোল্ট আর টেবিলের পাশে দাঁড় করান কারবাইন দুটোর ওপর চোখ পড়ল ডাক্তারের। 'একটা পরামর্শ, মিস্টার জয়েস। এই শহরের ভেতর অস্ত্র বহন করা বেআইনি। সম্প্রতি কার্যকর করা হয়েছে আইনটা—বলা যায় একটু নিষ্ঠুরভাবেই।'

'কড়া মার্শাল?'

'আমাদের এখানে এখন আর কোন মার্শাল নেই,' বলল ডাক্তার। সতর্ক গলা, তাতে তিক্ততার সুর প্রচ্ছন্ন। 'তিন হপ্তা আগে মারা গেছে মার্শাল। কোল হুইলক নামে এক লোকের অস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে নিহত হয়েছে। হুইলকের স্যালুনের সামনে ব্যাপারটার ফয়সালা করে ওরা—ফেয়ার ফাইট। মার্শাল তার পিস্তল বের করেছিল, তবে ওই পর্যন্তই। হুইলকের দুটো বুলেট শরীরে নিয়ে মারা যায় সে, কিন্তু নিজে একটাও ছুঁড়তে পারেনি। এখন হুইলকই চালাচ্ছে এই শহরটা।'

'ওম। ধন্যবাদ।'

ব্যাগ তুলে নিয়ে বিদায় নিল ডাক্তার। দরজার দিকে এক মুহূর্ত চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মারফির পানে ফিরল জয়েস। তারপর নিজের গানবেল্ট খুলে টেবিলের ওপর মারফি-টার পাশে রাখল। তবে ওর বাঁ আস্তিনের নিচে হাতের সাথে বাঁধা নরম বাকস্কিনের খাপের ভেতর যে বউই নাইফটা রয়েছে সেটা সরাল না।

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ও, বাসার পেছন দিকে আধো-অন্ধকার

ওয়াগনইয়ার্ডটার দিকে তাকাল। ইয়ার্ডের দুদিকে উঁচু কাঠের বেড়া দেয়া। আরেক পাশে আস্তাবল, সুসানা ল্যাংলি ডাক্তার ডেকে আনার পর ওখানেই তুলে রেখেছে বাকি দুটো টিম হর্স। দুটো স্টেজকোচ রয়েছে ইয়ার্ডে—পুরান, লক্কড়মার্কা একটা কনকর্ড, আর জয়েস যে নতুন কোচটা চালিয়ে এনেছে গ্লোরি হোলে সেটা।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল সুসানা ল্যাংলি, সাবলীল পদক্ষেপে ইয়ার্ড পেরিয়ে বাসার দিকে হেঁটে এল। সুসানা বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, দেহের প্রতিটি বাঁক, চড়াই-উতরাই ছন্দোময়। পুরু-ষালি কাপড়চোপড় পরে আছে ও। গায়ে ব্যাটাছেলের শার্ট, লেভা-ইসের আঁটসাঁট জিন্স প্যান্টটা ক্ষীণ কটিতে চওড়া বেল্ট দিয়ে বাঁধা, পায়ে গোড়ালি ঢাকা বুট।

মহিলার বয়স এখন সাতাশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী মোটামুটিভাবে নিজেকে সামলে চলতে জানে, অহেতুক প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করে না। জয়েস বুলেটবিদ্ধ স্টেজখানা নিয়ে আসার পর সে চুপ করে ঘটনা সম্পর্কে ওর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেছে, কিন্তু কোনরকম মন্তব্য করেনি। তারপর মারফিকে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে ওকে, এবং জয়েস কিছু বলতে পারার আগেই ছুটে গেছে ডাক্তার ডাকতে।

এখন বাসার ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে সুসানা। যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল জয়েস, তাকিয়ে তাকিয়ে নিচের ইয়ার্ডে রাখা স্টেজকোচ দুটো দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে আবার নজর ফেরাল মারফির দিকে, নিশ্চিত হল ওর শ্বাস প্রশ্বাস এখনো একলয়ে চলছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচতলায় স্টেজ অফিস-কাম-প্যাসেঞ্জারস্ ওয়েটিং রুমে নেমে গেল ও। এই কামরার পেছনে

রান্নাঘর, সুসানা ল্যাংলি স্টোভ ধরিয়ে কফি, বীন আর বেকন জ্বাল দিচ্ছিল।

দোরগোড়ায় দাঁড়াল জয়েস, তাকিয়ে রইল মহিলার দিকে। শান্ত ভঙ্গিতে ঘাড় ফেরাল সুসানা, চোখাচোখি হল দুজনের। ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না ওকে, একধরনের কাঠিন্য আছে চেহারায়। অদ্ভুত এক দ্যুতি রয়েছে ওর চোখে, নিমেষে পুরুষের দৃষ্টি কাড়ে, এবং ওগুলোর চ্যালেঞ্জ মেটাবার ক্ষমতা থাকলে সেই পুরুষকে ধরে রাখে নিজের কাছে। টানা টানা ধুসর চোখ, তাতে বুদ্ধির ঝিলিক যা একজন পুরুষের চাহিদাকে ইন্ধন জোগায়। ও হচ্ছে সেই ধরনের মহিলা।

'ভাবলাম তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে,' বলল সুসানা, একটু বাদে।

মাথা ঝাঁকাল জয়েস।

ওর জন্য একটা প্লেট, কাঁটা আর চামচ বের করল সুসানা। দুটো কাপ-পিরিচ নিয়ে একটা রাখল প্লেটের পাশে, অন্যটা টেবিলের আরেক প্রান্তে। তারপর আবার তাকাল জয়েসের দিকে। 'তুমি বলেছ তুমি মারফির বন্ধু। কতটা ঘনিষ্ঠ?'

ভাঁজ পড়ল জয়েসের গালে। 'এত রাখ-ঢাক কিসের, তুমি ঠিকই জান। বিসবীতে গিয়ে এই ব্যবসার শেয়ার কেনার জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নেয়ার আগে নিশ্চয়ই আমার কথা তোমাকে বলেছে ও।'

হেসে ফেলল সুসানা। জয়েস লক্ষ্য করল মেয়েটা যখন ওভাবে হাসে আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ওর চেহারা। 'বেশ, মানলাম—ও বলেছে আমাকে। তুমি একজন পেশাদার জুয়াড়ি, এর মধ্যে যদি জিতে থাক কিছু ওকে সাহায্য করবে। এও বলেছে, একসময় কর্নেল

রেমসবার্গের ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করতে তুমি, তোমরা দুজনে মিলে ছমাসের চেষ্টায় মন্ট্যানার সোনা চোরাচালানিদের ধরেছ।'

এক মুহূর্ত জয়েসকে মাপল মেয়েটা। 'আমি যদ্দুর জানি মারফি রেমসবার্গ এজেন্সির কাজ ছেড়ে দিয়েছে ওর বয়স বেড়ে যাচ্ছে ভেবে। তুমি ছাড়লে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল জয়েস। 'একঘেয়েমি লাগছিল।' মহিলার ধূসর চোখে নিজের সবুজ চোখজোড়া রাখল ও। 'মিসেস ল্যাংলি... তোমার স্বামী...'

'নেই। আমি বিধবা—দুবার। প্রথম স্বামী শাইয়েনে বারটেণ্ডার ছিল। এক মাতালের এলোপাতাড়ি গুলিতে মারা যায়। আর দ্বিতীয় জন ছিল এই মামুলি স্টেজ লাইনটার মালিক, অবসরে বুনো মাস্ট্যাং পোষ মানাত। ওদেরই একটা পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলে ওর। তাও দুবছর হতে চলল।'

'তোমার স্বামীদের ভাগ্য খুব খারাপ মনে হচ্ছে।'

অপলকে ওর চোখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল সুসানা ল্যাংলি। 'ওরা কিন্তু উলটোটাই ভাবত,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ও, 'যখন উপভোগ করার জন্য বেঁচেছিল।'

ঘুরে চুলোর দিকে তাকাল মহিলা। 'তোমার খাবার প্রায় হয়ে এল।'

'আগে আমার কৌতূহল মেটাও,' ওকে বলল জয়েস। 'আমি কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি? কে পাঠিয়েছিল গুপ্তঘাতক? কেন পাঠিয়েছিল?'

ঝট করে ঘুরল সুসানা, অবাক হয়েছে। 'কেন, মারফি বলেনি তোমাকে?'

'না।'

'আমার ধারণা ছিল বলবে, বিশেষ করে ও যা বলেছে, এককথায় ওকে তুমি টাকা দিয়ে দেবে...'

'দিয়ে দেইনি,' জয়েস শুধরে দিল মহিলাকে, 'ধার দিয়েছি—বিশ পার্সেন্ট সুদে।'

'অ, আচ্ছা। তোমরা দুজন তাহলে এরকম বন্ধু।'

'আবেগের বশে ওকে প্রায় নয়শ ডলার দিয়ে দিয়েছি আমি, যদি সেটাই মনে করে থাক তুমি ভুল করেছ।'

জয়েসের প্লেটে বীন আর বেকন পরিবেশন করল সুসানা, তারপর দুটো কাপেই ভর্তি করে কফি ঢালল। মুখোমুখি বসে দুহাতে নিজের কাপ তুলে নিল ও, জয়েস যা জানতে চাইছে কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে তা বলতে শুরু করল।

খেতে খেতে সুসানার কথা শুনতে লাগল জয়েস। মহিলার বক্তব্যে কোনরকম ভাবান্তর হচ্ছে না ওর চেহারায়। তবে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, প্রতিটা তথ্য বিচার করছে আলাদা আলাদাভাবে, ভবিষ্যতে কখনো কাজে লাগতে পারে এরকম জিনিসগুলো গেঁথে নিচ্ছে মনে।

লিউ ডিক্সন নামে এক লোককে দিয়ে এ ঘটনার আরম্ভ। ডিক্সন এই তল্লাটের একজন ধনী গরু ব্যবসায়ী। সে যখন এখানে প্রথম তার গরুবাছুর নিয়ে আসে তখন এ এলাকায় ইণ্ডিয়ানরা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নিজের র‍্যাঞ্চ গড়ে সে, গ্লোরি হোলের পুব দিকের একটা উপত্যকার দখল নেয়। সেই সময় এখানে কোন শহর ছিল না। শহরের গোড়াপত্তন হল যখন কাছেই এক জায়গায় সোনা পেল এক প্রসপেক্টর, এবং খবর পেয়ে রাতারাতি ভিড় জমাল মাইনাররা।

অল্পদিনের ভেতর গজিয়ে উঠল কিছু দালানকোঠা, প্রথম সোনা পাওয়ার সম্মানে এই জায়গার নামকরণ হল গ্লোরি হোল।

মাত্র মাস কয়েক বাদেই শেষ হয়ে গেল সব সোনা, মাইনাররাও চলে গেল সবাই। কিন্তু শহরটা বেঁচে রইল এবং বেড়ে উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে, কারণ পাশে যে গিরিপথ রয়েছে তার ভেতর দিয়ে ফ্রেইটার, মোষ শিকারী আর উদ্বাস্তুরা যাতায়াতের সময় স্বাভাবিক-ভাবেই বিশ্রাম নিতে থামে এখানে। কোন কোন উদ্বাস্তু পরিবার গ্লোরি হোলে পৌঁছাবার পর সিদ্ধান্ত নিল, তারা এখানেই রয়ে যাবে। বসতি করল ওরা, শহরে কারবার ফাঁদল কেউ কেউ, অন্যরা আশপাশে ছোটখাট বাথান কিংবা খামার গড়ে তুলল।

মোটামুটিভাবে এইরকম সময়ে সুসানার দ্বিতীয় স্বামী এ স্টেজ লাইনটা খোলে। তেমন বড় কিছু না—একটামাত্র স্টেজকোচ সার্ভিস। তবে এই ব্যবসা আর বুনো ঘোড়া পোষ মানান এ দুটোর আয় দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলে যেত ওর আর সুসানার সংসার। শহর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে লোকজনের যাতায়াত বাড়ল গ্লোরি হোলে, তখন ল্যাংলি সিদ্ধান্ত নিল ও আরেকটা স্টেজকোচ চালু করবে। নিজের ইচ্ছা সফল করে যেতে পারেনি সে, তার আগেই মারা গেছে।

সুসানা বিধবা হওয়ার অল্প কিছুদিন পর থেকে, হোমস্টেডার বা বর্গাচাষীদের সাথে ডিক্সনের গোলমাল শুরু হয়। শহরের পুব প্রান্তে ডিক্সনের যে উপত্যকা রয়েছে তার কিনারে বসতি করেছে হোম-স্টেডাররা। ডিক্সন দাবি করছে ওইসব জমি তার, কারণ ওখানে সকলের আগে এসেছে সে। এরপর র‍্যাঞ্চার হোমস্টেডার আর শহর-বাসীদের বিরুদ্ধে তার গরু চুরি করার অভিযোগ তুললে—সন্দেহ নেই যা অনেকাংশে সত্যি—তার সাথে এখানকার মানুষদের সম্পর্ক

ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে।

তারপর, বছরখানেক আগে, এমন এক ঘটনা ঘটল যা এই শহরের উন্নতি এবং ডিক্সনের গরুচুরি দুটোর ওপরেই প্রভাব ফেলল দারুণ-ভাবে: গ্লোরি হোলের উত্তরের পাহাড়ে রুপো পাওয়া গেল। আরো একবার মাইনাররা ভিড় জমাল এখানে। ওদের চাহিদা মেটাতে গ্লোরি হোলের আশেপাশে আরো স্যালুন, জুয়াখানা, পতিতালয়, দোকানপাট গজিয়ে উঠল ব্যাঙের ছাতার মত। সেই সাথে রাসলার-দেরও স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল জায়গাটা, রুপোর বিনিময়ে মাইনাদের টাটকা মাংস জোগান দেওয়ার জন্য এখানে দলবেঁধে ছুটে এল ওরা।

ডিক্সন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে গরুচুরি ঠেকাতে। ছোট ছোট বাথান আর খামার মালিকেরা যাতে তার জমি দখল করতে না পারে সেজন্যও আপ্রাণ লড়েছে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক। গরু চোরদের ট্রেইল করতে গিয়ে মারা পড়েছে তার তিনজন লাইন রাইডার। ডিক্সন নিজে অ্যামবুশের শিকার হয়েছে। চুরি করে ওর ষাঁড় জবাই করেছিল এক লোক, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে পিঠে গুলি খেয়েছে। প্রাণে বেঁচে গেছে ও, কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেছে জীবনের তরে। যে লোক অ্যামবুশ করেছিল, ডিক্সন দেখতে পেয়েছিল তাকে—এক ছোট র‍্যাঞ্চার, কিছুদিন যাবৎ গোলমাল চলছিল ওদের মাঝে।

লোকটার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সে, সাক্ষী দেয়ার জন্য আদা-লতে হাজির হয় ক্রাচে ভর দিয়ে। কিন্তু শহরবাসী আর হোমস্টে-ডারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল জুরি বেঞ্চ, যারা ডিক্সনকে তাদের সকলের শত্রু বলে মনে করে। ফলে যা হওয়ার তাই হল, জুরি বেঞ্চ একবাক্যে বেকসুর খালাস দিল আসামীকে।

এরপর নিরুপায় হয়ে অন্য রাস্তা বেছে নেয় ডিক্সন। কোন

হুইলককে খবর দিয়ে আনাল। হুইলক নিজেও একজন বড় দাগী গরুচোর, একা বিরাট এক অপারেশন চালাত ওয়াইওমিংয়ে, একবার অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ভিজিলেন্টদের ফাঁসির দড়ি থেকে। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ডিক্সন বুঝতে পেরেছিল তার ভালমানুষিতে কাজ হবে না, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তার স্বার্থরক্ষার বিনিময়ে হুইলককে নিয়মিতভাবে একটা মোটা অঙ্কের মাসোহারা দেয়ার প্রস্তাব দেয় সে। ডিক্সনের স্বার্থরক্ষা বলতে: গরুচুরি বন্ধ করতে হবে, এবং যেসব জমি সে তার নিজের বলে মনে করে সেগুলো থেকে উচ্ছেদ করতে হবে বর্গাচাষীদের। হুইলক রাজি হয়ে যায় এই প্রস্তাবে—একদল ভাড়াটে বন্দুকবাজ, আর রেড হাইলি নামে ভয়ঙ্কর এক লোকের সাহায্য নিয়ে কাজ সারতে মাঠে নামে।

'এই হাইলিই গুলি করেছে মারফিকে, ঝাঁঝরা করে দিয়েছে আমার স্টেজকোচ,' দৃঢ় স্বরে জয়েসকে বলল সুসানা।

মহিলার দিকে তাকাল জয়েস। 'এমনভাবে বলছ যেন তুমি জান।'

'তাই। এধরনের কাজগুলো ও-ই করে। যখনই দু-একদিনের জন্য গায়েব হয়ে যায় হাইলি, রাইফেলের গুলিতে নিহত কারো না কারো লাশ পাওয়া যায়। এভাবে সবচেয়ে প্রথমে মারা পড়ে ডিক্সনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল যে লোকটা সে। দিনে-দুপুরে নিজের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে বউয়ের সাথে কথা বলছিল ও, এই সময় রাইফেলের গুলিতে ওর খুলি উড়ে যায়। অথচ আততায়ীকে দেখা দূরে থাকুক, তার কোন ট্র্যাক পর্যন্ত খুঁজে পায়নি কেউ। শোনা যায়, ছেলেবেলায় হাইলিকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাপাচিরা, এবং ওদের কাছেই ও মানুষ হয়েছে। একদম ভূতের মত চলাফেরা। এমনকি যখন শহরের রাস্তায় হাঁটে তখনও। আমি লক্ষ্য করে

দেখেছি। মনে হয় যেন ছায়ায় মিশে আছে। এই দেখলে, এই আবার নেই।'

কফি খেতে খেতে তথ্যটা হজম করল জয়েস। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল। ভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে তার ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল সুসানার দিকে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এবার বাকিটুকু বল।'

তবে এর পরের অংশটুকু আন্দাজ করতে পারছে ও। অন্যান্য আরো অনেক জায়গায় এরকমটা ঘটতে দেখেছে। নিরাপত্তার জন্য হুইলক আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের মত লোকদের ভাড়া করে এ পর্যন্ত বহু মানুষ খেসারত দিয়েছে।

ওর অনুমানই ঠিক। যে কাজের জন্য ডিক্সন ভাড়া করেছে ওকে, হুইলক সমাধা করেছে তা। ডিক্সনের নির্দেশিত সীমানার ওপাশে হঠিয়ে দিয়েছে হোমস্টেডারদের। যারা জোর করে থাকার চেষ্টা করেছিল তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ান হয়েছে। নয়ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ঘরদোর। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে রাসলাররা। কেউ কেউ নিহত হয়েছে এক অদৃশ্য রাইফেলধারীর বুলেটে; অন্যরা হুইলক আর তার বাকি বন্দুকবাজদের ফাঁদে পড়ে। এরপরেও যারা রয়ে গিয়েছিল তারা যোগ দিয়েছে হুইলকের দলে। ডিক্সনের স্বার্থ-রক্ষার ব্যাপারে তার যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই, এখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে হুইলক, তার অপারেশনের ডালপালা বিস্তার করেছে।

এখনও ডিক্সনের মাসোহারা নিয়মিত পাচ্ছে সে; এবং এ-ধরনের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে তোলা দাবি করছে। হুইলক এর নাম দিয়েছে 'বীমা।' যেসব হোমস্টেডার রাজি

হয়নি ছারখার হয়ে গেছে তাদের ফসল, রাতের অন্ধকারে খোয়া গেছে গরুবাছুর। শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে শুরু হয়েছিল নানারকমের গোলমাল—শেষপর্যন্ত টাকা দিয়ে হুইলকের নিরাপত্তা কিনে রক্ষা পেয়েছে তারা। এই শহরটা কবজা করার ব্যাপারে হুইলকের শেষ বাধা অপসারিত হয়েছে যখন তিন হপ্তা আগে টাউন মার্শালকে গুলি করে হত্যা করেছে ও।

'আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই এখানে?' জিজ্ঞেস করল জয়েস।

'আছে একজন, মার্শালের ছোকরা ডেপুটি, জেস হারকোর্ট,' তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল সুসানা। 'সাহসী ছেলে—তবে একদম আনাড়ি।' জয়েসকে জানাল ও, দোকানিকে লিঞ্চিংয়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সেদিন কি ঘটেছে ডেপুটির ভাগ্যে। 'এ মুহূর্তে ও গ্রোভার হোটেলে নিজের কামরায় বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে আছে। মনে হয় আপাতত এভাবেই থাকবে কিছুদিন—তারপর খানিকটা সুস্থ হলে চম্পট দেবে রাতের আঁধারে। এখানে আর কারোকে নিজের মুখ দেখাবার অবস্থা নেই ওর।'

ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল জয়েস, তারপর প্রশ্ন করল, ''কাউন্টি, ফেডারেল ল' এরা কি বলছে?'

সুসানা শ্রাগ করল। 'কাউন্টি শেরিফ থাকে নব্বই মাইল দূরে। একবার এসেছিল, কিন্তু কিছু করেনি। কিভাবে করবে, ডিক্সন এ অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী গরু ব্যবসায়ী, আশপাশে বড় বড় আরো যারা আছে তাদের সাথে ওর সম্পর্ক ভাল। চোর-বাটপারদের ব্যাপারে ওদের সবার একরকম মনোভাব। কাউন্টিতেও ওদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশি। এ অবস্থায় শেরিফ কিছু করতে গেলে উলটো তার নিজেরই চাকরি যাবে। আর তুমি নিশ্চয় জান, ওয়া-

শিংটনে এসব গরু ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিরকম। কাজেই ডিক্সন যদ্দিন মনে করছে হুইলককে তার প্রয়োজন, কোন ফেডারেল মার্শাল আসবে না এখানে।'

'ডিক্সন একটা বোকা,' মন্তব্য করল জয়েস। 'আশপাশের সবকিছু যখন হজম করা শেষ হবে হুইলকের, তখন সে ডিক্সনের দিকেও নজর ফেরাবে।'

সুসানা মাথা ঝাঁকাল। 'আমি ওকে বলেছিলাম সেটা। কিন্তু এখানকার সবার ওপর ওর এত রাগ, শুনলই না। এমনকি হুইলককে নিজের কিছু গরুবাছুর দান পর্যন্ত করেছে। সেগুলো দিয়ে হুইলক নিজেও একটা র‍্যাঞ্চ খুলেছে ছোটখাট। শেষ যেবার আমি ডিক্সের বাসায় যাই, তখন ওকে সাবধান...'

জয়েসের সবুজ চোখজোড়া সংকুচিত হতে দেখে থেমে গেল সুসানা।

'মনে হচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল জয়েস, 'তোমার আর এই ডিক্সনের সম্পর্ক বেশ গাঢ়।'

'ঠিক—তবে তুমি যা বোঝাতে চাইছ তা না। আমার স্বামী ডিক্সের কাজ করত, পোষ মানাত ওর বুনো ঘোড়াদের। চমৎকার ভাব ছিল ওদের মধ্যে—তারপর আমি যখন ল্যাংলিকে বিয়ে করলাম তখন আমার সাথেও বন্ধুত্ব হল ওর। এ কারণেই এখন পর্যন্ত হুইলককে কোন খেরাজ দিতে হয়নি আমার। আমি নিজেই চালাই একটা স্টেজকোচ—হুইলক জানে আমাকে ঘাঁটালে ডিক্স খেপে যাবে ওর ওপর।'

সিগারেটের গোড়া অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে সুসানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জয়েস। 'আচ্ছা, তাহলে হুইলক যখন ভাবতে শুরু

করেছে—ভিক্সনের চেয়ে তার শক্তি বেশি, ঠিক তখনই তুমি তোমার ব্যবসা বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

সুসানা অপলকে তাকাল জয়েসের দিকে। 'তুমি বেশ তাড়াতাড়ি দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেল মনে হচ্ছে? অবশ্য তোমার ধারণাই ঠিক। ব্যবসা বাড়তে যাচ্ছে—দক্ষিণের রেলস্টেশন আর উত্তরের মাইনিং ক্যাম্পের মধ্যে নতুন স্টেজলাইন চালু করছি আমি। মূলত যাত্রীবাহী, তবে এর সাথে মেইল ব্যাগও থাকবে। এজন্য দুটো স্টেজকোচ লাগবে আমার, অথচ আরেকটা কেনার মত টাকা ছিল না। ব্যাংকে ধরনা দিলাম, কিন্তু ওরা বলল ওদেরকে স্থায়ী পার্টনার করে না নিলে ওরা টাকা দেবে না। কি করব ভাবছি, এই সময় ছইলকের কানে গেল ব্যাপারটা, এবং একদিন এসে দেখা করল আমার সাথে।'

উঠল সুসানা, আরেক কাপ কফি ঢালল নিজের জন্য, তিক্ত স্মৃতিতে থমথম করছে মুখ। তারপর জয়েসকেও এক কাপ দিয়ে ফিরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে, চোখ তুলল।

'ছইলক বলল,' আবার শুরু করল সুসানা, 'আমাকে যদি ব্যবসা বাড়াতে হয়, আর সকলের মত আমারও কর দিতে হবে ওকে। আমি ওকে ভাগিয়ে দিলাম।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জয়েস। 'তোমার সাহস আছে মানতে হবে।'

সুসানার ধূসর চোখে ক্রোধ জ্বলে উঠল। 'তাছাড়া আর কি করার আছে আমার? খেরাজ দেব ওকে? ও যা চাইছে সেটা দিতে গেলে লোকসান খেতে হবে।'

'দেবে না,' শান্ত গলায় জবাব দিল জয়েস। 'কিন্তু সেটা বলা চলবে

না মুখের ওপর। এর ফল কি হয়েছে, তোমার ব্যবসার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছে ও। জেনেছে তোমার নতুন পার্টনার…আর নতুন স্টেজকোচের কথা…তারপর হাইলিকে লাগিয়ে দুটোরই ক্ষতিসাধন করেছে। তোমাকে হুমকি দেয়ার জন্য। চমৎকার।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সুসানা। 'দুঃখিত। আ…আমি বুঝতে…'

'মারফিকে তুমি বেছে নিলে কেন?' মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল জয়েস। 'নিশ্চয় ভেবে দেখেছ পার্টনার যদি নিতেই হয় তাহলে এমন কারোকে নিতে হবে যে সামলাতে পারবে ছইলককে?'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'একবার আমি ওকে ক্যানসাসের এক শহরে দেখেছিলাম, ওখানকার গুণ্ডাপাণ্ডাদের শায়েস্তা করছিল। তখনো রেমসবার্গ এজেন্সিতে ছিল মারফি। বেশ দক্ষ হাতে কাজ সেরেছিল ও। তারপর আবার দেখা হয়, মাসখানেক আগে, সন্ট ক্রীকের এক বারে। কথায় কথায় জানলাম ওই কাজ ভাল লাগছে না ওর। তাই যখন বুঝলাম পার্টনার নিতেই হবে, সল্ট ক্রীকে গিয়ে দেখা করলাম ওর সাথে। আগ্রহ দেখাল, কিন্তু নতুন একটা কনকর্ড কেনার মত টাকাপয়সা তখন ছিল না ওর কাছে। তবে বলল, সম্ভবত ওর এই জুয়াড়ি বন্ধু—মানে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারবে।'

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল জয়েসের ঠোঁট। 'আর তুমি দেখলে যদি তা পারে তাহলে একটার দামে তুমি দুজন জাঁদরেল পার্টনার পেয়ে যাচ্ছ।'

'তা অবশ্য মনে হয়েছিল,' মৃদু স্বরে স্বীকার করল সুসানা। জয়েসের দিকে তাকাল ও, শ্রাগ করল। 'শোন, ব্যাপারটা তুমি

এভাবে দেখ। হুইলককে যদি আমার খেরাজ দিতে হয়, তবে আমাদের কারোরই লোকসান ছাড়া লাভ নেই। সুতরাং তুমি যদি তোমার টাকা ফেরত পাওয়ার আশা কর…'

'আলবত ফেরত চাই,' স্মিত হেসে ওকে বলল জয়েস। 'সুদ-সমেত।'

ওর চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করল সুসানা, পারল না। 'তাহলে নিশ্চয় জান, একটামাত্র রাস্তা আছে তা পাওয়ার? হুইলকের লাশের ওপর দিয়ে।'

চওড়া হল জয়েসের হাসি। 'সুসানা, সত্যিই তুমি একখানা মহিলা বটে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, কথাটা বলার সময় এমন কিছু ফুটে উঠেছিল ওর দৃষ্টিতে যা দেখে আবীর ছড়াল সুসানার মুখে। কফিতে চুমুক দিয়ে সেটা ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস পেল ও, তারপর ঝটপট কাপ নামিয়ে রাখল। 'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল সে। 'অপেক্ষাই যখন করতে হবে, আমি বরং আবার কফি চড়াই।'

পেছনে হিল্লোল তুলে ওকে চুলোর কাছে যেতে দেখল জয়েস। 'অপেক্ষা, অর্থাৎ তুমি বলছ, হুইলক এবার দর্শন দেবে আমাদের।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'তাই।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ওদের।

পাঁচ

অচেতন মারফিকে আরেক নজর পরীক্ষা করে দেখছে জয়েস এমন সময় সিঁড়ির গোড়া থেকে নিচু গলায় ডাকল সুসানা: 'ওরা আসছে…'

ও কথা শেষ করার আগেই দ্রুত পা চালিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল জয়েস, লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার করে দিল ঘর। তারপর হোলস্টার থেকে ওর পিস্তলটা বের করে নিয়ে বেরিয়ে এল কামরা ছেড়ে, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

অন্ধকার ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছিল সুসানা, জানালা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওকে বাইরে থেকে দেখা না যায়। জয়েস ওর পাশে যেতে আঙুল তুলে ইশারা করল সুসানা। 'মাঝ-খানের লোকটা কোল হুইলক। ওর বাঁয়ে টরি, এ শহরে হুইলকের প্রধান সেনাপতি, আর ডানের-জন, রেড হাইলি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জয়েস, দেখল অন্ধকার রাস্তা ধরে তিনজন লোক হাঁটতে হাঁটতে স্টেজ স্টেশনের দিকে আসছে। প্রথমে ডানের লোকটাকে মাপল ও। অন্ধকারে হাইলির চেহারা দেখতে পেল না, তবে সেজন্য মাথা ঘামাল না বিশেষ। এমনিতেও ওর চেহারা চিনতে পারত না সে। যে স্বল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে

পেয়েছিল গুপ্তঘাতককে, তাতে এটুকু বুঝেছিল লোকটা লম্বা এবং রোগা। হাইলির সাথে সেই অবয়বের মিল আছে।

মাঝের জন হাইলির মত অত লম্বা নয়, তবে অনেক বেশি তাগড়া। বাঁয়ের লোকটা, টরি, অত্যন্ত বেঁটে, হুইলকের পাশে ওকে শিশু বলে মনে হচ্ছে।

'টরি,' স্বগতোক্তির ঢঙে বলল জয়েস, 'পুরো নাম হ্যাগার টরি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সুসানা। 'কেন—তুমি চেন?'

'নাম শুনেছি। বন্দুকবাজ···শেষ খবর জানি, বারটা খুন করেছে।'

'হালে সংখ্যাটা বাড়িয়েছে,' তিক্ত গলায় জানাল সুসানা, 'এই স্টোরি হোলেই। অন্তত দুটোর কথা তো আমি নিজেই জানি।'

লোক তিনজন এখন রাস্তায় প্রায় সরাসরি ওদের উলটো দিকে রয়েছে। হুইলক আর টরি এগিয়ে আসছে স্টেজ স্টেশন বরাবর। হাইলি পেছনে রয়ে গেছে, রাস্তার ওপাশে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, রাইফেল কনুইয়ের ভাঁজে আড়াআড়িভাবে রাখা। সুসানা যথার্থই বলেছিল ওর ব্যাপারে। ছায়ার ভেতর মিশে রয়েছে। ঠিক কোথায় আছে আগে থেকে জানা না থাকলে নজরেই পড়বে না।

ওয়েটিং রুমের ভেতরের দরজা হয়ে রান্নাঘরে চলে গেল জয়েস। আলো নিভিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে পিস্তল তৈরি।

টোকা পড়ল ওয়েটিং রুমের দরজায়। একটু বাদে, একটা ওয়াল ল্যাম্প জ্বালল সুসানা। তারপর দরজায় গিয়ে ছিটকিনি নামিয়ে পাল্লা খুলল। টরি ঢুকল প্রথমে, একনজরে পুরো ঘরটা দেখে নিয়ে এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর ভেতরে পা রাখল হুইলক, ঢোকার

সময় ওর বিশাল দেহ পুরো দরজাটা দখল করে ফেলল প্রায়।

'কি চাই?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল সুসানা।

ঠোঁটের কোণে হাসল হুইলক। 'শুনলাম কিছুক্ষণ আগে তোমার নতুন কোচটা এসেছে—একদম ঝাঁঝরা অবস্থায়। কি হয়েছিল, ডাকাতি?'

আগুন ঝরাল সুসানার চোখ। 'না।'

'যাই হয়ে থাকুক,' উদ্বেগের ভান করল হুইলক, 'ব্যাপারটা দুঃখজনক। একেবারে নতুন কনকর্ড, এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। খরচা হবে বেশকিছু, মেরামত করতে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল সুসানা, ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত রাখতে।

'দেখলে, আমার কথাই ঠিক,' বন্ধুত্বের সুরে চালিয়ে গেল হুইলক। 'তোমার স্টেজ লাইনের নিরাপত্তা দরকার। এখন আমার কাছে বীমা করালেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে তুমি, আর কখনো এরকমটা ঘটবে না।'

'জানি,' ফুঁসে উঠল সুসানা। 'কিন্তু তোমাকে টাকা দিতে গেলে আমার কোন লাভ থাকবে না।'

শ্রাগ করল হুইলক। 'তবু বীমা করিয়ে বেরোনটাই কি ভাল না, মিসেস ল্যাংলি? এবার যা ঘটেছে সেটা যথেষ্ট খারাপ। পরের বার এর চেয়েও মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে—নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি।'

'নিশ্চয়ই!'

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হুইলকের কথাবার্তা শুনছিল জয়েস। ওর ধারণাই ঠিক; কোনরকম গোলমাল পাকাতে আসেনি ওরা। এটা

পুরোপুরি ব্যবসায়িক সফর। কাবার্ডের একটা তাকের ওপর কোল্টটা রেখে, ওয়েটিং রুমে বেরিয়ে এল জয়েস।

ওকে দেখামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেল বাকি লোক দুজন; তারপর ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই লক্ষ্য করে হাঁপ ছাড়ল। প্রথমে টরিকে জরিপ করল জয়েস—বেঁটে, একহারা, ফিটফাট; চোখ দুটো শান্ত, অচঞ্চল। তারপর হুইলকের উদ্দেশে দৃষ্টি ফেরাল।

হুইলকের চোখ জয়েসের ওপর থেকে সুসানার দিকে ফিরে গেল। 'লোকটা কে—তোমার নতুন পার্টনার?'

সুসানা জবাব দেয়ার আগেই মুখ খুলল জয়েস। 'হ্যাঁ। আর তুমি কোন হুইলক?'

হুইলকের শীতল চোখ ফিরে এল ওর পানে। 'ওটাই আমার নাম।'

'মিসেস ল্যাংলি বলছিল তোমার কথা—তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা বিক্রি করতে চাও।'

'যদি তোমরা মনে কর তার প্রয়োজন আছে তোমাদের,' হুইলকও বাঁকা সুরে জবাব দিল। 'আছে কি?'

জয়েস সযত্নে নির্লিপ্ত রাখল ওর চেহারা। 'আজ যা ঘটেছে তাতে মনে হচ্ছে, দরকার আছে। তোমার কাছে বীমা করতে কত খরচ পড়বে আমাদের?'

'সেটা নির্ভর করে তোমাদের ব্যবসা কত বড় তার ওপর,' হুইলক জবাব দিল। ওর ভেতরে যদি বিজয়ের অনুভূতি হয়েও থাকে, বাইরে তা প্রকাশ করল না। বেশ সময় নিয়ে, ধৈর্যের সাথে জয়েসকে পরিমাপ করল সে। 'এই ধর, তোমাদের যা আয় হবে তার ত্রিশ ভাগ, শুরুতে।'

বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে থুতনি চুলকাল জয়েস, সবুজ চোখজোড়া নিষ্প্রভ, কোনরকম ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই সেখানে। 'অনেক টাকার ধাক্কা,' নিরুত্তাপ সুরে বলল ও।

'তাই,' শান্ত গলায় স্বীকার করল হুইলক। 'তবে তোমাদেরকে ব্যাপারটা দেখতে হবে এভাবে, বেশি গোলমাল চললে ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলতে পারে, তোমরা দেউলিয়া হয়ে যেতে পার।'

'তোমাকে ত্রিশ পার্সেন্ট দিলে—কাজ চালাবার মত টাকাও থাকবে না।'

'তোমাদের খাতাপত্তর মাঝে-মধ্যে পরীক্ষা করব আমরা। যদি দেখি এতে তোমাদের খরচ উঠে আসছে না, আমি নিজে থেকেই কমিয়ে দেব আমার চার্জ।' মৃদু হাসল হুইলক। 'হাজার হলেও, তোমাদের ব্যবসাটা তো আর বন্ধ করতে পারি না।'

কপট বিনয়ের সাথে জয়েস জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে কর না, আমাদের কিছু লাভও দেয়া উচিত তোমার?'

ঈষৎ ভুরু কোঁচকাল হুইলক, অনুভব করছে একটা কিছু লুকিয়ে আছে জয়েসের কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সেটা ঠিক কি বুঝে উঠতে পারছে না। 'তোমাকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। এ মুহূর্তে এই জায়গাটা খুব অশান্ত, কোনরকম আইনকানুনের বালাই নেই। কিন্তু চিরদিন এমন যাবে না, একসময় বদলে যাবে অবস্থা, যখন পুরোপুরি শান্তি ফিরে আসবে এখানে, আইনশৃঙ্খলা থাকবে, তখন আর আমার কাছে বীমা করানর প্রয়োজন হবে না তোমাদের। তখন আমি চলে যাব, তোমাদেরও থাকবে চালু ব্যবসা। তখন লাভ করা শুরু করতে পারবে তোমরা।'

'কিন্তু সেজন্য হয়ত অনেকদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে,' নরম

সুরে অনুযোগ করল জয়েস।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল হুইলক। 'তা হতে পারে। তবে কিনা সেই প্রবাদটা নিশ্চয় জান তুমি—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।'

'তা অবশ্য একটা যুক্তি আছে একথায়।' ভাঁজ পড়ল জয়েসের কপালে। 'আমাকে একটু চিন্তাভাবনার সময় দাও···মিসেস ল্যাংলির সাথে আরেকটু আলাপ করে দেখি।'

শ্রাগ করল হুইলক। 'নিশ্চয়। তুমি যদি মনস্থির করতে পার, মিসেস ল্যাংলি জানে কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে। তবে মনে রেখ—যত বেশি দেরি করবে, তোমাদের বিপদে পড়ার আশঙ্কা তত বাড়বে।

একথা বলেই, গোড়ালির ওপর পাঁই করে ঘুরল হুইলক, গটগট করে বেরিয়ে গেল।

পেছন পেছন ওকে অনুসরণ করল টরি। দরজা বন্ধ করল জয়েস, ঘাড় ফিরিয়ে সুসানাকে বলল, 'জলদি—বাতি নেভাও।'

সুসানা আলো নেভাতেই, দৌড়ে ওপরে উঠে গেল ও, যে ঘরে মারফি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে ঘরে ঢুকল। উবু হয়ে দ্রুতপায়ে জানালার ধারে গেল জয়েস, চোখ কুঁচকে জরিপ করল নিচের ওয়াগনইয়ার্ডের পেছনের বেড়ার ওপাশটা। কয়েক সেকেণ্ড পর যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল সে। ছায়ার ভেতর কারবাইন হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, পাছে কোন ঝামেলা হয় ভেতরে এ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে।

হাইলির লম্বা পাতলা অবয়ব দেখা দিল কাছেই। হাতছানি দিয়ে লোকটাকে ডাকল সে। কারবাইনধারী রাস্তা পেরিয়ে যোগ দিল হাইলির সাথে, একসঙ্গে চলে গেল দুজনে।

সোজা হল জয়েস, ধীরে ধীরে। গভীর একটা ভাঁজ সৃষ্টি হয়েছে ওর দুচোখের সংযোগস্থলে। হুইলকের দলটা সুসংঘবদ্ধ, সাবধানী। এবং সংখ্যায় প্রচুর। কাজটা নেহাত সহজ হবে না।

মারফি যে বিছানায় পড়ে আছে সেদিকে তাকাল ও, ফিসফিস করে বলল, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ তুমি, বুড়ো খোকা। তোমাকে আমার দরকার হবে।'

পরদিন সকালে, মারফি বিছানায় উঠে বসে সুসানার দেয়া নাস্তা খাওয়ার মত শক্তি ফিরে পেল। পাশের বাংকের কিনারে বসে নীরবে ওর খাওয়া দেখে গেল জয়েস, তারপর মারফি যখন কফি শেষ করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে নেতিয়ে পড়ল বালিশে, উঠে গিয়ে ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

'আচ্ছা ফ্যাসাদই আমাদের জন্য কিনেছ তুমি,' জয়েস বলল বন্ধুকে। 'সত্যি চমৎকার। তোমার সমস্যাটা কি, মারফি—দিনদিন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে, না অন্যকিছু?'

মারফির চোখ জয়েসের ওপর স্থির, তবে দৃষ্টি এখনো ঘোলাটে। 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, এটা ঠিক। সেজন্যই রেমসবার্গ এজেন্সি ছাড়তে হয়েছে আমাকে। এখন আর বেশি খাটাখাটুনি সয় না। তবে এর-পর হালকা কাজকর্ম করেছি কিছু—ভাল লাগেনি, একঘেয়েমি মনে হয়েছে। সত্যি, জেমস···বুড়ো হতে পারি, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে মৃত্যুর দিন গুনতে রাজি নই আমি। তাই মিসেস ল্যাংলি যখন তার প্রস্তাবটা নিয়ে এল—'

'অমনি একেবারে জামাকাপড় পরে মরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে,' ওর হয়ে ইতি টানল জয়েস, তবে প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুর ধরা পড়ল কণ্ঠে। 'এবং ভাবলে আমিও হয়ত তা-ই করব।'

'না, মরার জন্য উতলা হইনি আমি,' দুর্বল স্বরে বলল মারফি, 'নতুন করে জীবনটা আবার শুরু করার কথা ভেবেছিলাম। অবশ্য তুমি যদি মনে করে থাক আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি, গায়ে-গতরে আর তেজ নেই—তাহলে অন্য কথা।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল জয়েস। 'না,' ধীরে ধীরে বলল সে, 'অতটা বুড়ো তুমি হওনি। তোমার মত এক-জন পেশাদার লোক কখনই তার সব ক্ষমতা হারায় না। আমরা দুজনেই সেটা বুঝি।'

'হয়ত···' অস্ফুট স্বরে বলে ঝপ করে চোখ বুজল মারফি। 'আমিও তাই আশা করছি···'

জয়েস দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে মারফি। এবার উঠে নিচে নেমে গেল ও। সুসানাকে বাসায় না পেয়ে, শহর দেখতে বেরোল।

কয়েক ঘণ্টা গ্লোরি হোলের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াল ও, বিভিন্ন স্যালুন, দোকানপাটে গেল, নানান দালানকোঠা দেখল। এভাবে আস্তে আস্তে গোটা শহরের কোথায় কি আছে সব ওর মনের পর্দায় গেঁথে নিল জয়েস। বড়রাস্তা, গলি, এমনকি বাড়িঘরের দরজা-জানালাও বাদ গেল না। এবং যতবার হুইলকের কোন লোকের সামনে পড়ল, চিনে রাখল তার চেহারা। প্রচুর লোক রয়েছে হুইলকের দলে, সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। একমাত্র ওরাই প্রকাশ্যে বহন করছে অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চকিতে আরেকটা চিন্তা এল জয়েসের মাথায়—এধরনের অন্য আরো যেসব টুকিটাকি কথা মনে হয়েছে ওর সেগুলোর সাথে এটাকেও তুলে রাখল পরে খতিয়ে বিচার করবে বলে।

ও যখন ফিরল স্টেজ স্টেশনে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ভেতরে ঢোকার সময় দেখল মারফির ঘর থেকে এঁটো থালাবাসনের ট্রে হাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে সুসানা। ওকে দেখতে পেয়ে সিঁড়ির গোড়ায় থামল মহিলা। 'যাক, সময়মতই ফিরেছ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'এই হাঁটাহাঁটি করছিলাম একটু,' জবাব দিল জয়েস।

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল সুসানা। 'হাঁটাহাঁটি?'

'হ্যাঁ। মারফি কেমন আছে?'

'আগের চাইতে ভাল, ওর জন্য যা যা রেঁধেছিলাম সব খেয়েছে। খানিক আগে ডাক্তার এসেছিল। বলল সে যা আশা করেছিল মারফি সে তুলনায় তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে।'

রান্নাঘরে ঢুকল জয়েস। কেতলিতে অল্পটাক গরম কফি রয়েছে দেখে একটা কাপে ঢেলে চুমুক দিল তাতে। তারপর সুসানাকে বলল, 'এবার আমিও খাব।'

'আচ্ছা।' ট্রে নামিয়ে রেখে ওর উদ্দেশে ঘুরল সুসানা। 'তবে তার আগে তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। আজ রাতে রাস্তার ওপাশে এড রায়ানের মুদি দোকানে একটা গোপন সভা বসবে। শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ী আর হোমস্টেডার আসবে। কালকের লিঞ্চিংয়ের ঘটনায় ভীষণ মুষড়ে পড়েছে ওরা। আমরা চিন্তাভাবনা করে দেখব সবাই মিলে কি করা যায় হুইলকের বিরুদ্ধে।'

একটা ভুরু উঁচু করল জয়েস। 'আমরা?'

একটু থতমত খেয়ে গেল সুসানা। 'না—মানে—আমি ভাবলাম তুমি হয়ত থাকতে চাইবে ওখানে তাই—'

'আমি যাচ্ছি না,' জয়েস জানাল ওকে। 'তুমিও না।'

গম্ভীর হয়ে গেল সুসানার চেহারা। 'আচ্ছা?' মৃদু গলায় বলল ও। 'এখন তুমিই এখানে সব হুকুম দিচ্ছ নাকি?'

সুসানার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস পেয়ে মুচকি হাসল জয়েস। 'হ্যাঁ।'

'তা কোন্ কেতাবে লেখা আছে তোমার হুকুমে চলতে হবে আমাকে?'

দায়সারাভাবে একটা কাঁধ ঝাঁকাল জয়েস। 'চলার দরকার নেই। তবে তুমি বুদ্ধিমতি, এধরনের ঝামেলা সামলাতে পারে এরকম দুজন পেশাদার লোকের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে জান। আমার বিশ্বাস আমাদের দুজনের কেউ তোমাকে কিছু বললে তা অবহেলা করার মত বোকামি তুমি করবে না।'

নীরবে জয়েসের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সুসানা, মাপল ওকে। ধীরে ধীরে আবার নরম হল ওর চেহারা। 'ঠিক আছে,' একসময় বলল সে। 'কিন্তু অন্তত এটুকু তো বলবে, কেন আমরা যাব না সভায়?'

'কারণ শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে এতে।'

'বোধহয় না,' জেদ ধরল সুসানা, তবে গলায় আগের সেই জোর নেই।

সবজান্তা হাসি হাসল জয়েস। 'হবে। খামোকা সময় নষ্ট। এবং ওখানে গেলে আমরা নিজেদের ঘর গুছাবার আগেই আরো কঠিন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে আমাদের জন্য। কি হবে ওই সভায়, না স্রেফ আলোচনা। ঘুরে-ফিরে একই কথা বলবে সবাই। তারপর কাজের কাজ কিস্যু করবে না। ওদের যদি কিছু করার সাহস থাকত, গতকালই তা করতে পারত, শুধু শুধু মরতে হত না

বেচারা দোকানিকে। কিন্তু তা করেনি, তার মানে হুইলক ওদের সব সাহস পঙ্গু করে দিয়েছে।'

'কিন্তু তুমি বললে হয়ত...'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জয়েস। 'এখনও তৈরি হয়নি ওরা। এ ব্যাপারগুলোই এমনি, আগে এরকম কিছু একটা ঘটাতে হবে যাতে ওরা ওদের সাহস ফিরে পায়।'

সুসানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কিরকম?'

সরাসরি স্টোভের দিকে তাকাল জয়েস। 'মিনিটে মিনিটে কিন্তু আমার খিদে বাড়ছে।'

স্টোভ ধরাতে ঘুরল সুসানা, ইতস্তত করল একটু, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল জয়েসের পানে। মেয়ে হয়ে জন্মালে কি হবে, সবসময় নিজের রুচি অনুযায়ী জীবনযাপন করে এসেছে সুসানা, নিজের বুদ্ধির ওপর বরাবরই সে আস্থাবান। ওর ভাল-মন্দের ভাবনা অন্য কারোকে ভাবতে দেয়া সুসানার জীবনে আজই প্রথম, তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কেন তা জয়েসকে করতে দিতে এত সহজে রাজি হয়ে গেল ও।

'সভায় যদি না যাই,' জিজ্ঞেস করল সুসানা, 'তবে কি করব আমরা? অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসবে এ গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর আমার কোন স্টেজকোচকে রাস্তায় নামাচ্ছি না।'

'অপেক্ষা করব,' জবাব দিল জয়েস। 'টালবাহানা করে দেরি করব। যতক্ষণ না মারফি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছে আবার।'

'তারপর?'

জবাব দেয়ার বদলে, সুসানাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল জয়েস: 'ডেপুটি যেখানে মদে চুর হয়ে পড়ে আছে সেই হোটেলের কারোকে

চেন ?'

'হ্যাঁ।' সুসানার চোখে কৌতূহল। 'হোটেল মালিক, আর তার বউ। ওরা আমার বন্ধু।'

'ওদেরকে বল ডেপুটির ওপর নজর রাখতে। ও যদি শহর ছাড়ার মত সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে তোমাকে যেন খবর দেয় ওরা।'

'কেন ?'

'আমি ওকে পালাতে দিতে চাই না। ওকে আমাদের দরকার পড়বে'

মাথা নাড়াল সুসানা। 'মাতাল হোক আর সুস্থই হোক, জেস হারকোর্ট কোন উপকারে আসবে না। এই আমি বলে রাখলাম। কাল দোকানিকে ছিনিয়ে নিয়ে হুইলক ওর সমস্ত সাহস গুঁড়িয়ে দিয়েছে। একদম শেষ করে দিয়েছে ওকে।'

'আমরা সেটা আবার ফিরিয়ে দেব,' সুসানাকে বলল জয়েস, 'যখন তার সময় আসবে।'

সেই রাতে সাপারের পর ঘরের ভেতর একটুক্ষণ পায়চারি করল মারফি। জানালায় দাঁড়িয়ে জয়েস দেখল, বিছানার ধার থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে ওপাশের দেয়াল পর্যন্ত গেল ও, সামান্য ঝুঁকে রয়েছে একদিকে যেন জখমে বেশি চাপ না পড়ে। তারপর ঘুরল সাবধানে, ধীরপায়ে জয়েসের পাশে এসে দাঁড়াল। জানালার বাইরে তাকাল মারফি, বুকভরে রাতের নির্মল বাতাস টানল। ওর ভাঁজ পড়া মুখে ক্লান্তি আর বয়সের ছাপ স্পষ্ট, তবে যন্ত্রণার কোন লক্ষণ নেই সেখানে।

সশব্দে শ্বাস ছেড়ে নিজের দুর্বলতায় বিরক্তি প্রকাশ করল মারফি,

আস্তে আস্তে সরে গেল জানালা থেকে, বিছানায় ফিরে যাওয়ার আগে আরো দুবার পায়চারি করল। পা ঝুলিয়ে বাংকের কিনারে বসে হাতের পিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছল ও, কাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল জয়েসের দিকে।

'দুর্বল লাগছে,' অভিযোগ করল মারফি। 'ভীষণ দুর্বল। তবে কেটে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জয়েস। 'ডাক্তার বলেছে, তুমি যদি এভাবে সেরে উঠতে থাক, আগামী দিন চারেকের মধ্যেই আবার ঘোড়ায় চড়তে পারবে।'

ভুরু কোঁচকাল মারফি। 'তোমার ধারণা শত্রুরা আমাদের অতটা সময় দেবে ? কিন্তু যদি আমি সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ওরা ?'

'করবে,' বলল জয়েস। 'আমি তার ব্যবস্থা করব, যেভাবেই হোক। ইতিমধ্যে, আরেকটা কাজে তুমি লাগাতে পারবে নিজেকে।'

সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল মারফি। 'বেশি ঘোরাঘুরি বোধহয় আমার পক্ষে—'

'তোমাকে শুধু একটু কথা খরচ করতে হবে। ততটা সুস্থ তুমি খুব শিগগিরই হয়ে উঠবে।' ছোকরা ডেপুটি, জেস হারকোর্ট—এবং তার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা আছে ওর সেকথা বন্ধুকে জানাল জয়েস।

মনোযোগ দিয়ে ওর বক্তব্য শুনে গেল মারফি। তারপর অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'আমি তোমাকে ভাল শিক্ষাই দিয়েছি, জেমস।'

জয়েস হাসল। 'তোমার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার আগেই

আমি বহুকিছু জানতাম, বেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবু খানিকটা পালিশের দরকার পড়েছিল।'

'আসলেই তুমি ভাল শিক্ষক, বেন,' স্বীকার করল জয়েস। 'আমরা দেখব এখনো তাই আছো কিনা।'

'সেটা নির্ভর করছে ডেপুটি শিখতে চায় কিনা তার ওপর।'

ব্যাপারটা নিয়ে আরো কিছু সময় আলোচনা করল ওরা। গ্লোরি হোলে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার খুঁটিনাটি সবগুলো দিক সম্পর্কে আলাপ করল, বিচার করল ঠিক কোন্ ধরনের শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ওদের। প্রতিপক্ষ দলে বহুগুণ ভারি, এদিকটা কিভাবে সামলাবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল অতীতের অভিজ্ঞতার নিরিখে।

যখন শেষ হল ওদের আলোচনা, ঘুমাবার জন্য বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মারফি। জয়েস নিজের বাংকের কিনারে বসে রইল চুপ করে, আগামীতে যে খেলায় নামতে যাচ্ছে ওরা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তার সম্ভাব্য প্রতিটা চাল, পাল্টা চাল সম্পর্কে খতিয়ে ভাবল আবার। তারপর গ্লোরি হোলের আনাচে-কানাচে আরেকবার ঢুঁ দেওয়ার উদ্দেশে উঠে বেরিয়ে গেল বাইরে, রাতে এ শহরের চেহারা কেমন হয় তা স্বচোখে দেখবে।

কর্মব্যস্ততা যেখানে বেশি, শহরের সেই প্রান্তে ঘোরাফেরা করে অধিকাংশ সময় কাটাল ও। গিরিপথের ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসার সময় ফ্রেইটার, কাউহ্যান্ড, ব্যবসায়ী আর মোষ শিকারীরা থামে ওখানে, ফলে লক্ষ্য করার মত বহুকিছুই নজরে পড়ল ওর। স্যালুন, পতিতালয় আর জুয়াখানাগুলো খদ্দেরদের হৈ-হট্টগোলে ভরপুর, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছে নানারকমের মাতাল, এক ধরনের ফূর্তি

থেকে আরেক ধরনের মজা লুটতে ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। হুইলকের বেশকিছু বন্দুকবাজও রয়েছে, ওরা খেয়াল রাখছে স্ফূর্তি-বাজ জনতা যেন মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে কোনরকম দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধিয়ে না বসে। গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় মোতায়েন রয়েছে ওরা, গোলমাল বাধলে তা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার আগেই ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

সুসানা যে বাড়িটার কথা হুইলকের সদর দফতর বলে উল্লেখ করেছিল, সবশেষে সেখানে গেল জয়েস। দরজার বাইরে থামল ও, ব্যাট-উইং দোরের ওপর দিয়ে ভেতরের ভিড় দেখতে দেখতে ভাবল ওখানে গিয়ে কোন টেবিলে পোকার খেলায় যোগদান করবে কিনা। জয়েস লক্ষ্য করল বাড়ির পুরো নিচতলাটা জুড়ে স্যালুন, এবং এটাই শহরের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থান। সিঁড়ির মাথায় কারবাইন হাতে চেয়ারে বসে রয়েছে এক লোক, রেইলের ওপর পা তুলে দিয়ে নজর রাখছে নিচের কর্মতৎপরতার ওপর। এছাড়া স্যালুনেও ঘুরঘুর করছে আরো দুজন বন্দুকবাজ, খেয়াল রাখছে বিভিন্ন দিকে। বারের পেছনে প্রকাশ্যে রাখা আছে একটা কাটা শটগান। কোণের একটা টেবিলে সামনে বিয়ারের পাত্র নিয়ে বসে রয়েছে রেড হাইলি, ওর রাইফেলটা পাশেই আরেকটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান আছে।

ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ হাইলিকে জরিপ করল জয়েস, ভেতরে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে দমন করল। ঘুরে, শহরের ভেতর দিয়ে স্টেজ স্টেশনের উদ্দেশে হাঁটা দিল ও।

অন্ধকার ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই ওর চোখে পড়ল ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে সুসানা, সামনের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে। জয়েস দরজা আটকে ওর পাশে এসে দাঁড়াল, সুসানার দৃষ্টি অনুসরণ

করে তাকাল এড রায়ানের মুদি দোকানের দিকে। 'ওদের সভা চলছে এখন?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'যাইনি বলে এখন নিজের কাছেই খারাপ লাগছে আমার। আমি যাচ্ছি না শুনে এড অবশ্যি কিছু বলেনি। তবে ও কি ভাবছিল আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি—হুই-লককে আমি ভীষণ ভয় পাই।'

'অজুহাত হিসেবে ওই একটাই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আমি ভয় পাই না ওকে।'

'পাওয়া উচিত,' বলে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল জয়েস।

আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠল সুসানা, চোখ যেন সরাতে পারছে না জানালা থেকে। 'হায় খোদা...'

জানালার দিকে ফিরল জয়েস, দেখল ফ্যালফ্যাল করে কি দেখছে সুসানা।

রাস্তার শেষমাথায় ছায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে সশস্ত্র লোকজন, সোজা এড রায়ানের মুদি দোকানের দিকে এগোচ্ছে।

ছয়

ঝট করে জানালা থেকে সরে এল সুসানা, পাশ কাটাবার চেষ্টা করল জয়েসকে।

হাত বাড়িয়ে ওর কবজি চেপে ধরল জয়েস, আটকাল ওকে। 'কোথায় যাচ্ছ?'

জয়েসের মুঠি ছাড়াবার প্রয়াস পেল সুসানা। 'যেতে দাও আমাকে। চেষ্টা করলে এখনো হয়ত পেছন দিয়ে গিয়ে সাবধান করতে—'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' বলল জয়েস, হাত ছাড়ছে না। 'হুই-লকের লোকেরা যেভাবে কাজ করে, তাতে এতক্ষণে দোকানের পেছনে পৌঁছে গেছে আরো অনেকে।'

আবার রাস্তার দিকে ফিরল জয়েস। হুইলকের দলবল মুদিখানার সামনে পৌঁছে গেছে। মোট নজন ওরা, অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়াল দোকানের সামনের অংশটা, অপেক্ষা করতে লাগল।

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল মুদিখানার দরজা, হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল লোকজন—প্রত্যেকেই নিরস্ত্র, গোপন সভায় যোগ দিতে জমায়েত হয়েছিল ওখানে। এক এক করে ওদের গুনল জয়েস। পনেরজন। রাস্তায় নেমেই থমকে দাঁড়াল ওরা,

দেখল হুইলকের বন্দুকবাজেরা দাঁড়িয়ে আছে পথজুড়ে।

তারপর আরেকজন লোক বেরিয়ে এল দোকান থেকে—টরি। ফুটপাতের ওপর দাঁড়াল ও, হাতে পিস্তল, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল বন্দুকবাজদের অর্ধবৃত্তে আটকে পড়া ভীত-সন্ত্রস্ত লোকগুলোর পানে। ওদেরকে কিছু বলছে না টরি, শুধু নীরবে মাপছে।

আস্তে আস্তে কেটে গেল ঝাড়া একটা মিনিট। ভ্রূকুটি করল জয়েস। সুসানার কবজির ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল মুঠি। 'যে লোকগুলো বেরোল রায়ান আছে তাদের মধ্যে?'

ওর পানে তাকাল সুসানা, তারপর জানালার বাইরে ফিরে গেল দৃষ্টি। 'না...'

ঠিক তখনই আরো একজন লোক বেরিয়ে এল দোকান থেকে—প্রকাণ্ড গরিলা-সদৃশ চেহারা।

'ওটা কে?' নিচু গলায় সুসানাকে জিজ্ঞেস করল জয়েস।

'টনি লুইস। হুইলক যখন কারোকে পিটিয়ে আধমরা করতে চায়, লুইস সেই কাজটা করে।'

সুসানার কবজি ছেড়ে দিল জয়েস। দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছে ওর পাঞ্জা দুটো, আঙুলগুলো যেন ভেদ করতে চাইছে তালু। চাপা ক্রোধ ফুটে উঠেছে মুখে।

পিস্তল নাচিয়ে নিরস্ত্র লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল টরি। 'আর কবে তোমরা বুঝতে শিখবে?' রাস্তার এপাশ থেকেও শোনা গেল ওর বাজখাঁই গলা। 'শহরে বাস করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। শান্তি ভঙ্গের জন্য চক্রান্ত করা গুরুতর অপরাধ। তবু এযাত্রা ছেড়ে দিলাম অন্যদের। এরপর কিন্তু—আর বাঁচতে পারবে না। নাও, এবার ভাগ এখান থেকে!'

নিমেষে নিরস্ত্র লোকগুলো সুড়সুড় করে সরে পড়তে শুরু করল বন্দুকবাজদের বেষ্টনীর মাঝ দিয়ে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল যার যার বাসার উদ্দেশে। যখন আর একজনও রইল না, টরি আর টনি লুইস রওনা হল ওদের সদর দফতরের পথে, দলের অন্যরা পিছু নিল।

ওরা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হতেই স্টেজ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল জয়েস। একদৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে মুদি দোকানে ঢুকল।

মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে এক লোক, নাক-মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, জামাকাপড় ছেঁড়া, কনুই থেকে বেঢপভাবে বাঁকা হয়ে আছে একটা হাত, বোঝা যায় ভেঙে গেছে ওটা।

জয়েসের পেছন পেছন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল সুসানা—ভেতরে ঢুকেই আঁতকে উঠল সে। 'রায়ান!'

'ডাক্তারকে খবর দাও,' চোয়াল চেপে ওকে নির্দেশ দিল জয়েস।

চকিতে ঘুরল সুসানা, ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রায়ান, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। নাক থেঁতলে গেছে ওর। সামনের দুপাটির একটা দাঁতও নেই। ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে অস্থিচর্মসার বুকে কালশিটে দেখা যাচ্ছে। সাবধানে পাঁজাকোলা করে ওকে তুলল জয়েস, দোকানের পেছনে যে ছোট্ট কামরাটা রয়েছে সেখানে নিয়ে গেল। রায়ানের অসাড় দেহখানা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, ঘরের যে অংশটা রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে এগোল।

সুসানা যখন ফিরে এল ডাক্তারকে সঙ্গে করে, স্টোভে বড় এক পাত্র পানি গরম চাপিয়েছে জয়েস। প্রহৃত দোকানির কাছে ডাক্তারকে যেতে দেওয়ার সুযোগ দিতে বিছানার পাশ থেকে সরে এল ও। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ভাবলেশহীন চোখে দেখতে

লাগল ডাক্তারের কাজকর্ম।

সুসানাও দেখছে, রুক্ষ হয়ে উঠেছে চেহারা। খানিকবাদে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বাঁচবে তো?'

মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার, ব্যস্তসমস্তভাবে চালিয়ে গেল তার কাজ। দোকানে ফিরে গেল জয়েস, সিগারেট ধরাল একটা। তারপর ধূমপান করতে করতে নজর রাখল রাস্তার ওপর।

একসময় ওর পেছনে এসে দাঁড়াল সুসানা। অবদমিত ক্রোধে ফ্যাসফ্যাসে শোনাল ওর গলা: 'কেমন ধরনের মানুষ তুমি? এভাবে হাত-পা গুটিয়ে…'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল জয়েস। 'তুমিই বল কি করা উচিত ছিল আমার?'

'জানি না। অন্তত বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারতে।'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল জয়েস। 'বহুকাল আগেই আমি দুটো জিনিস শিখেছি। অযথা ঝুঁকি নিতে নেই। এবং গায়ে পড়ে অন্যের লড়াই লড়তে গিয়ে নিজে না মরা।'

'তার মানে মারফিকে তুমি যে টাকাটা ধার দিয়েছ কেবল সেটা ফেরত পাওয়ার জন্যই তোমার যত মাথাব্যথা,' রূঢ় গলায় বলল সুসানা। 'সুদটাও চাও, নিশ্চয়।'

একথায় যে হালকা রঙ ছড়াল জয়েসের মুখে তা লক্ষ্য করল না সুসানা। তবে জবাব দেওয়ার সময় কোনরকম ভাবাবেগ প্রকাশ পেল না জয়েসের কণ্ঠে। 'অবশ্যই। এর বেশি আর কিছু না। শোন—রায়ানসহ ষোলজন মানুষ ছিল এই সভায়, এরকম কিছু যেন না ঘটে ওরাই তার ব্যবস্থা করতে পারত—যদি সত্যি সত্যি তা চাইত।'

'ওদের কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। তুমিও জান সেটা।'

'রাখলেই পারত,' যুক্তি দেখাল জয়েস। 'এ শহরের প্রতিটা লোকই পারে। এখানকার লোকেরা যদি হুইলককে তাড়াবার জন্য নিজেদের রক্ত ঝরাতে তৈরি থাকে, ও একমুহূর্ত টিকতে পারবে না।'

'আমি সবার কথা বলছি না,' ঝামটা মারল সুসানা। রাগের চোটে দিশা হারিয়ে ফেলেছে, জয়েস কি বলছে ঢুকছে না ওর মাথায়। 'বলছি রায়ান নামে একজন লোকের কথা। যে লোক ওকে পিটিয়ে আধমরা করেছে সেই লুইসের কথা।'

'আজ রাতে যা করেছে তার মাশুল দিতে হবে লুইসকে,' নিরুত্তাপ সুরে বলল জয়েস। 'এবং অন্যদেরও—যখন তার সময় আসবে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে স্টেজ স্টেশনে ফিরে গেল ও। সোজা রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে তাক থেকে একটা হুইস্কির বোতল আর লম্বা গ্লাস নামাল। গলা অবধি গ্লাসটা ভরল জয়েস, ঠোঁটের কাছে তুলে একচুমুকে খালি করল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নামিয়ে রাখল গ্লাস, চোখের পানি মুছল হাতের পিঠ দিয়ে।

আবার হুইস্কি ঢালছে সে এই সময় ঘরে ঢুকল সুসানা। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, পরক্ষণে জয়েসের মুখের অবস্থা দেখে সামলে নিল নিজেকে, টুঁ-শব্দ করল না।

বোতলটা খালি না হওয়া পর্যন্ত মদ্যপান চালিয়ে গেল জয়েস। তারপর খালি বোতল আর গ্লাস তাকে উঠিয়ে রেখে খপ করে তুলে নিল আরেকটা ভরা বোতল, সুসানাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর ছেড়ে। ইতিমধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে ওর চোখ, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কিন্তু পা ফেলছে ঠিকভাবে।

দোতলায়, মারফির পাশের বাংকের কিনারে বসল ও, বোতলটা

মেঝেতে রেখে, টান মেরে বুটজোড়া খসাল পা থেকে। একটু মেহনত হল কাজটা সারতে। ওর আঙুলগুলো যেন স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণ ফুলে উঠেছে। ছিপি খুলে, বোতলটা সরাসরি গলায় উপুড় করল জয়েস। আবার যখন ওটা নামাল সে, সিকি ভাগ খালি হয়ে গেছে।

ঘুমন্ত মারফির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ও। আবার পান করল বোতল উঠিয়ে। তারপর আরেক ঢোক খাওয়ার আগে ঝিম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ, যেন ওর ভেতরে যে তোলপাড় চলছে তা চেষ্টা করছে শুনতে।

এর পরের বার যখন ঝিম মারল জয়েস, সামনে ঝুঁকে পড়ে কনুইয়ের ভর রাখল উরুর ওপর, বোতলটা চেপে ধরে রইল দুই হাঁটুর মাঝখানে। অবশেষে একসময়, মেঝেতে বোতল নামিয়ে রাখল ও, হাত বাড়িয়ে পা দুটো টেনে তুলল বিছানায়, মেলে দিল সামনের দিকে। তারপর ধপ করে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে, চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় তক্ষুণি ডুবে গেল গাঢ় ঘুমের অতলে।

পরদিন সকালে সুসানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখল তার আগেই ওখানে এসে হাজির হয়েছে জয়েস, নিজের হাতে কফি বানিয়ে ঢালছে একটা কাপে। দোরগোড়ায় এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, তাকিয়ে রইল জয়েসের দিকে। ওর চোখ ফোলা ফোলা, হ্যাংওভারের যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে। ঠোঁট দুটো রক্তশূন্য, এমনভাবে পয়লা চুমুকের কফিটুকু গিলল যেন পাচন খাচ্ছে।

একজন মানুষ কখন কথা বলার মেজাজে থাকে না দেখে সেটা বোঝার মত বয়েস হয়েছে সুসানার। বিনা বাক্যব্যয়ে, আস্তাবল

ঝাঁট দেয়া আর ঘোড়াদের দানাপানি খাওয়াতে বাসার পেছনে চলে গেল ও। কাজ সেরে যখন ফিরে এল, জয়েস তার তৃতীয় কাপ কফি খাচ্ছে। ওর হ্যাংওভার কেটে গেছে, তবে ভেতরে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণমুখ বিক্ষোভ জমা হয়েছে তা রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশিত করার চাহিদা মরেনি। বরং সেই চাহিদাকে দমন করতে গিয়ে গোমড়া হয়ে উঠেছে মুখ।

ওকে পাশ কাটিয়ে স্টোভের দিকে যাওয়ার সময় সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'কি নাস্তা খাবে?'

'খেয়েছি।' রুক্ষ শোনাল জয়েসের গলা। কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'দুটো ভাল স্যাডল হর্স কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?'

ঠিকানাটা ওকে জানাল সুসানা, তারপর তাকাল কৌতূহলী দৃষ্টিতে। 'কি করবে?'

জবাব দেয়ার বদলে জয়েস প্রশ্ন করল, 'সস্তায় দুটো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড স্যাডল গিয়ার কোথায় পাব? আমার হাতে এখন বেশি টাকা নেই।'

'কিনতে হবে না। বাড়তি আছে আমার কাছে, আস্তাবলেই পাবে।'

'ঠিক আছে।' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জয়েস।

এক ঘণ্টা পর ফিরে এল ও, সঙ্গে সদ্য কেনা দুটো নতুন ঘোড়া। সুসানার স্যাডল হর্সের পাশের দুটো স্টলে ওগুলো রাখল সে। তারপর ওয়াগনইয়ার্ড পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল জয়েস। টেবিলে বসে আছে মারফি, ডিম আর বেকন সহযোগে নাস্তা খাচ্ছে। সুসানা স্টোভে

আরেক প্রস্থ খাবার চাপিয়েছে ওর জন্য। ডিমের শেষ টুকরোটা গিলে জয়েসের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল মারফি। 'অবাক হয়েছ ?'

'কারো সাহায্য ছাড়াই নেমে এসেছ সিঁড়ি বেয়ে ?'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল মারফি। 'সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায়। এখনও দুর্বল, তবে মাথাঘোরাটা কেটে গেছে। স্রেফ আরেকটু সময় দাও আমাকে।'

'বেশি দিতে পারব না,' জয়েস জানাল। একটা সিগারেট ধরাল ও, ফুঁ কতে ফুঁ কতে সাগ্রহে দেখতে লাগল কেমন অবলীলায় আরেক প্লেট নাস্তা সাবাড় করছে মারফি।

যখন শেষ হল খাওয়া, একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে চেয়ারে হেলান দিল মারফি, ভুঁড়িতে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'চমৎকার রান্না তোমার, মিসেস ল্যাংলি। আমার বয়েসটা যদি আর কয়েক বছর কম হত, হয়ত তোমাকে বিয়ে করে দেখতাম আর কি কি গুণ আছে তোমার।'

পরিহাস-তরল দৃষ্টিতে ওকে কটাক্ষ করল সুসানা। 'ঠকবার সম্ভাবনা ছিল তাতে।'

মাথা নাড়াল মারফি। 'উঁ-না। আমার চোখ দুটো ভাল আছে এখনো। দেখলেই বোঝা যায়, তোমাকে নিয়ে ঘর করে যেকোন পুরুষ সুখ পাবে।'

মৃদু স্বরে হাসল সুসানা। 'বুড়ো বয়সেও তোমার শখ মেটেনি দেখছি।'

'বিলকুল ঠিক,' সখেদে স্বীকার করল মারফি। 'বয়েসটা কমে গেলে ভীষণ খুশি হতাম।' আড়চোখে জয়েসের দিকে তাকাল ও।

'মনে হল আস্তাবলে তখন খাসা দুটো ঘোড়া ঢোকালে তুমি ?'

মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'চল, গিয়ে দেখে আসবে কাছ থেকে। যেটা পছন্দ তোমার, নিতে পার।'

ভ্রূকুটি করল মারফি। 'আসলে তুমি দেখতে চাইছ কেমন হাঁটি আমি।'

'তাই। ব্যায়াম করলে তোমারই লাভ। এস।'

দুহাতে টেবিলের কিনার ধরে মারফি তার ভারি শরীরটা খাড়া করল। একসাথে ওয়াগনইয়ার্ডের ওপাশে গেল ওরা, মারফি ধীর-কদমে অথচ দৃঢ়পায়ে হাঁটছে।

জয়েস যে ঘোড়াগুলো কিনেছে তার একটা বাকস্কিন, অন্যটা সোরেল। বাকস্কিনটা অপেক্ষাকৃত বড়, তাই মারফি ওটাই পছন্দ করল। 'আমার ভার বইতে হলে তাগড়া ঘোড়াই চাই, জেমস। তবে আজ-কালের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাকে চড়তে বলবে না।'

'তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত নয়,' জয়েস জবাব দিল।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তারপর আবার যখন ফিরে গেল রান্নাঘরে তখন মারফি হাঁপাচ্ছে। 'এবার বোধহয় আমার একটু শোয়া দরকার,' বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও, পা টেনে টেনে ওয়েটিং রুমের দিকে চলে গেল।

ওকে অনুসরণ করে রান্নাঘরের ভেতরের দোরগোড়া অবধি গেল জয়েস, দেখল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে মারফি। ভারি পা ফেলে ধাপ ভাঙার সময় এক হাতে রেলিং আঁকড়ে ধরে থাকতে হল ওকে, তবে হোঁচট খেল না কোথাও।

এরপর ঘুরে সুসানার মুখোমুখি হল জয়েস, থমথমে ভাব কেটে গিয়ে সতর্ক, হিসেবি হয়ে উঠেছে চেহারা।

'এবার আমাদের একটু ডেপুটির সাথে দেখা করতে যেতে হয়,' ওকে বলল জয়েস।

ডেপুটি জেস হারকোর্টের কামরা গ্লোভার হোটেলের দোতলায়। এর ঠিক পেছনে একটা গলি, তার ওপাশে অন্য একটা রেস্তোরাঁর খিড়কি দরজা। হোটেল মালিকের দেওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল সুসানা। ছোট্ট, অগোছাল কামরায় পা রাখল ও, হারকোর্টকে মদে বেহুঁশ অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে বিরক্তিতে নাক সিঁটকাল।

ওর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল জয়েস। লাল চুল ডেপুটির প্যাকাটির মত শরীর আর অপরিপক্ক, ঝুলে পড়া মুখখানা মাপল ও, দেখল চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো খালি মদের বোতল।

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সুসানা, লক্ষ্য করল জেস হারকোর্টের বন্ধ চোখের নিচে কালি পড়েছে। 'এমি গ্লোভার বলল, সেই লিঞ্চিংয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত ঘর ছেড়ে এক পাও বেরোয়নি হারকোর্ট। বেয়ারা দিয়ে খাবার আনিয়ে নিয়েছে নিচ থেকে। এমি বলল, ওর জানামতে এভাবে মাত্র দুবার খাবার আনায় জেস। দরজার বাইরে রেখে দেয় ট্রে, বেশিরভাগ জিনিসই ছুঁয়েও দেখেনি।'

ওর কণ্ঠস্বর হারকোর্টের মাতাল মগজে পৌঁছাল না। আগের মতই ঘুমাতে লাগল সে, সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে মুখ হাঁ করে।

ইচ্ছেকৃতভাবে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল জয়েস। সুসানার কণ্ঠস্বরে যেমন হয়নি, এ আওয়াজেও কোনরকম প্রতিক্রিয়া হল না ডেপুটির। হারকোর্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জয়েস, পাঁচ আঙুলের মাথা দিয়ে সজোরে খোঁচা দিল ওকে। সাড়া দিল না শিথিল

দেহটা। হারকোর্টের গালে চড় মারল ও। থাপ্পড় খেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল ডেপুটির মাথা, ঈষৎ নড়েচড়ে উঠল সে, হাত-পা তুলে নিল মেঝে থেকে। কিন্তু তবু চোখ খুলল না।

সুসানার দিকে তাকাল জয়েস। 'আচ্ছা ঝামেলা হল দেখছি। তুমি এক কাজ কর, এক গামলা ঠাণ্ডা পানি আর একটা তোয়ালে নিয়ে এস। পানিটা ঢেলে দেবে ওর মাথায়, তারপর মুখ ঘষতে থাকবে তোয়ালে দিয়ে যতক্ষণ না কফি খাওয়ার মত অবস্থায় আসে ও। কফিটা যেন গরম আর কড়া হয়, আর—'

'মাতাল লোককে কিভাবে সামলাতে হয় আমি জানি,' জয়েসের মুখের কথা কেড়ে নিল সুসানা।

মুচকি হাসল জয়েস। 'ভাল। মারফি ঠিকই বলেছিল—তুমি গুণবতী মহিলা। বেশ—এখন থেকে ওর দায়িত্ব তোমার। সুস্থ করে তোল ওকে, তারপর জোর করে হলেও খাওয়াবে কিছু। তারপর যখন কথা বলার মত শক্তি ফিরে পাবে খবর দিব আমাকে।'

বিস্মিত হল সুসানা। 'তুমি কোন সাহায্য করবে না?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জয়েস। 'অনেক সময় লাগবে ওকে সারিয়ে তুলতে। আমাদের কারো একজনের থাকা উচিত বাসায়। আমার মনে হয় আমি থাকলেই ভাল হয়। হুইলক নিশ্চয় অধৈর্য হয়ে উঠছে। বলা যায় না, হয়ত আরেকবার আমাদেরকে খোঁচা দিতে আসবে—মনে করিয়ে দেবে, ওর কাছে বীমা করান একান্ত দরকার আমাদের।'

'এলে কি করব আমরা?' জানতে চাইল সুসানা।

একটা কাঁধ ঝাঁকাল জয়েস। 'আগে আসুক, তখন দেখা যাবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

ডেপুটি হারকোর্টের কাছে সুসানাকে রেখে বিদায় নিল ও। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা নোটিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ নোটিসটা শহরের আরো অনেক দেয়ালে দেখতে পেয়েছে জয়েস। গ্লোরি হোলের ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ একথাই বলা আছে ওতে। বিদেশীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন শহরে বেরোবার সময় তাদের অস্ত্রপাতি নিজেদের হোটেল কামরায় রেখে আসে, কিংবা এখানে থাকাকালে সেগুলো নিরাপদে হেফাজতে রাখার জন্য জমা দিয়ে আসে জেল-অফিসে গিয়ে। সুসানার কথা ঠিক হয়ে থাকলে হুইলক এখন তার এক বন্দুকবাজকে জেলখানা পাহারার দায়িত্ব দিয়েছে।

বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে গাল চুলকাতে চুলকাতে মনোযোগ সহকারে নোটিসটা পড়ল জয়েস, তারপর ঘুরে ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল স্টেজ স্টেশনে।

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে দিবানিদ্রা যাচ্ছে মারফি, মৃদু নাক ডাকছে। ওকে বিরক্ত করল না জয়েস, নিজের স্যাডলব্যাগ থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে নিয়ে নিচের রান্নাঘরে নেমে গেল। সময় কাটাতে পেশেন্স খেলতে শুরু করল টেবিলে বসে।

দুপুরের পরপরই নিচে নেমে এসে মারফি ঘোষণা করল ঘুমিয়ে ঝরঝরে বোধ করছে সে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আবার।

খেলা থামিয়ে, দুজনের জন্যই এক প্রস্থ করে খাবার তৈরি করল জয়েস। খাওয়া শেষে পোকার খেলতে বসল ওরা, বাজি হিসেবে ম্যাচের কাঠি ব্যবহার করল। সুসানা যখন ক্লান্ত, বিরক্ত চেহারায় ফিরে এল তখন বাইরে দীর্ঘতর হচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ারা, মারফির বেশির ভাগ ম্যাচের কাঠি জিতে নিয়েছে জয়েস।

'জেস হারকোর্ট সুস্থ হয়েছে আবার,' তিক্ত গলায় বলল সুসানা। 'মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, খাবার পড়েছে পেটে—এখন শহর ছাড়ার কথা বলছে। আমি আগেই বলেছিলাম। হুইলককে ও আর মোকাবেলা করতে চাইবে না।'

সব তাস গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়েস। প্যান্টের হিপ পকেটে প্যাকেটটা গুঁজে, মাথায় হ্যাট চাপাল। 'পাঁচ মিনিট সময় দাও আমাকে,' মারফিকে বলল ও। 'তারপর তুমি গিয়ে তোমার লেকচার ঝাড়বে।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল মারফি, তাকিয়ে রইল জয়েসের গমনপথের দিকে। সাবলীল ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে ও, একেকবারে অতিক্রম করছে অনেকটা জায়গা, অথচ তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ নেই ওর মাঝে।

সোজা গ্লোভার হোটেলে গেল জয়েস। দোতলায় উঠে ডেপুটি হারকোর্টের দরজায় গেল, সাড়া না দিয়েই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আলমারির দেরাজ থেকে জামাকাপড় বের করে হারকোর্ট তার স্যাডলব্যাগে ভরছিল। দরজা খোলার আওয়াজে ঝট করে ঘুরল ও, ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ। তারপর জয়েসকে দেখে যখন উপলব্ধি করল ও হুইলকের কেউ নয় তখন ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল ভয়—তার স্থান দখল করল ক্রোধ।

'কি চাই এখানে?'

দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিল জয়েস। 'আমার নাম জেমস জয়েস। মিসেস ল্যাংলি বোধহয় আমার আসার কথা বলেছে তোমাকে।'

'বলেছে,' হারকোর্ট বিরক্ত। 'তিন দিন একনাগাড়ে মদ্যপান

করলে যা হয়, বিদঘুটে দেখাচ্ছে ওর চেহারা। তার ওপর অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় আরো খিঁচড়ে আছে মেজাজ। 'বলেছে তার ওখানে কাজ কর তুমি। তো?'

মুচকি হাসল জয়েস। 'কাজ করি না। ওর ব্যবসায়ে আমার টাকা ঢেলেছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, কোল হুইলক যদ্দিন আছে এ শহরে ততদিন ওটা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই। তাই, স্বাভাবিকভাবেই, আমি তাড়াতে চাইছি ওকে।'

'ব্যাস—যা বলেছ ওখানেই চেপে যাও।' তিরিক্ষে সুরে বলল ডেপুটি। 'আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি—এ ব্যাপারে কিছু শোনার আগ্রহ আমার একটুও নেই।'

'না শুনেই কিভাবে বললে আগ্রহ নেই?' অমায়িক কণ্ঠে প্রশ্ন করল জয়েস।

কোন জবাব দিল না ডেপুটি, মাথা নত করে রইল।

'চুপচাপ বসে সবটা শোন,' বলল জয়েস। শান্ত গলা, অথচ প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্বের সুর আছে তাতে।

হারকোর্টের একবার মনে হল ওকে ভাগিয়ে দেয়। তারপর জয়েসের দিকে তাকাল ও, নিজের মত বদলাল। খাটের কিনারে আড়ষ্টভাবে বসল সে, দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে আছে হাঁটু, দৃষ্টি দরজা লাগোয়া দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ।

'কোন লাভ নেই এতে,' নিচু, অপরাধী কণ্ঠে বলল ডেপুটি। 'তোমার যে পরিকল্পনাই থাক, আমি তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না।'

'হ্যাঁ, একমাত্র তুমিই পারবে। এখানে এখন তুমি ছাড়া আর কোন আইনের লোক নেই।'

'কিন্তু ওই কাজ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই। হুইলক চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে সেটা।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল জয়েস। 'ও শুধু এটুকুই দেখিয়েছে, তোমার চেয়ে ওর অস্ত্র বেশি।'

'না,' তিক্ত সুরে বলল হারকোর্ট। 'ও প্রমাণ করেছে ওর সাহস বেশি। আমি খুন করতে পারতাম ওকে—যদি সেই সাথে নিজেও মরতে রাজি হতাম। ও তৈরি ছিল সে জন্য। কিন্তু আমি ছিলাম না।'

'তোমার বয়েস কম, তবে এতটা অবুঝ হওয়া সাজে না। হুইলক জানত ও মরবে না। বুঝতে পেরেছিল, তুমি এত বোকা না যে শুধু শুধু নিজের প্রাণটা খোয়াবে, যেখানে তোমার মৃত্যুতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। কি লাভ হত তোমরা দুজন মরলে, হুইলকের বাকি চ্যালারা বেঁচে থাকত—আর ওই বেচারা দোকানিকেও মরতে হত।'

প্রবল আপত্তিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল হারকোর্ট, নিজেকে ও যতটা কাপুরুষ ভেবেছে তাকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে এরকম কোন কথাই যেন শুনতে রাজি নয়। 'তুমি বুঝতে পারছ না কেন, তখন ব্যাজ পরেছিলাম আমি। অথচ তার সম্মান রাখতে ব্যর্থ—'

'তুমি ব্যর্থ হয়েছ কারণ শত্রুরা তোমার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল,' ঈষৎ রুক্ষ সুরে বলল জয়েস। 'ব্যাজ ঝোলালেই যে কারোকে বাহাদুরি ফলাতে হবে এর কোন মানে নেই।'

'তুমি এসবের কি বোঝ?'

'ভাল প্রশ্ন,' হালকা চালে বলল জয়েস। 'হ্যাঁ, একসময় রেঞ্জার্স এজেন্সিতে কাজ করতাম আমি। তুমি হয়ত নাম শুনে থাকবে?'

চকিতে ওর দিকে তাকাল হারকোর্ট, দৃষ্টিতে সমীহ। 'হ্যাঁ...

নিশ্চয়ই শুনেছি।'

'এসব কাজের অভিজ্ঞতা আছে আমার। নিজে বেঁচে থাকার জন্য একটা জিনিস শিখতে হয়েছে আমাকে, হুইলকের মত লোকদেরকে একলা শায়েস্তা করা যায় না। এজন্য গোটা শহরকে দাঁড়াতে হবে তোমার পেছনে—অস্ত্র হাতে।'

'ঠিক তাই,' ভারি গলায় স্বীকার করল হারকোর্ট। 'গোটা শহর তাকিয়েছিল আমার দিকে—ভাবছিল আমি এমন কিছু করব যা ওদের সেই সাহস জোগাবে।'

অপলকে ওর পানে চেয়ে রইল জয়েস। 'ঠিক। কিন্তু তুমি যদি মারা যেতে তাহলে এর উলটো ফল হত।'

কথাটা নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল হারকোর্ট। 'কিন্তু···কিছু একটা করা কর্তব্য ছিল আমার···'

'কিছু একটা,' জয়েস সায় দিল। 'তবে সেটা আর যাই হোক—বোকামি করা না।'

টোকা পড়ল দরজায়। জয়েস খুলতে পা টেনে টেনে ভেতরে ঢুকল মারফি। জয়েস হয়ে হারকোর্টের দিকে সরে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর আগের জায়গায় ফিরে এল।

একটা কাঁধ সামান্য উঁচু-নিচু করল জয়েস, হারকোর্টকে বলল, 'এ হচ্ছে বেন মারফি। রেমসবার্গ এজেন্সিতে সহকর্মী ছিলাম আমরা। বলতে কি, ও দাবি করে আমি যা কিছু শিখেছি তার সবই ওর অবদান।'

এবার যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল তরুণ ডেপুটি। মারফি যখন আস্তে আস্তে বসল একটা চেয়ারে, ও জিজ্ঞেস করল, 'এরকম আর কজন আছে তোমাদের দলে?'

ডেপুটিকে একগাল হাসি উপহার দিল মারফি। 'আমরা এই দুজন। আর তুমি। তার মানে তিনজন।'

'তিনজন···?' হারকোর্টের চোখে-মুখে অন্ধকার ঘনাল আবার। 'এত অল্পে হুইলকের সব বন্দুকবাজকে সামলান যাবে না।'

'খাঁটি অ্যামেচারের মত কথা,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল মারফি।

চোখ পিটপিট করল হারকোর্ট, বুঝতে পারছে না কথাটা ওকে অপমান করার জন্য বলা হয়েছে কিনা। 'তার মানে?'

'সেটা বলতেই তো এসেছি, বাছা,' মারফি বলল। 'একজন প্রফেশনাল আর অ্যামেচারের মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি এইরকম: কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে, একজন প্রফেশন্যাল তার যেসব বাধা-বিঘ্ন আছে সেগুলো কিভাবে কমান যায় তার উপায় বের করে। যেমন, আমি আর জেমস—আমরা দুজনই পেশাদার। আর তুমি, বাছা—তুমি আমাদের সেই অভিজ্ঞতাকে এবার কাজে লাগাতে যাচ্ছ।'

হতভম্ব হয়ে মারফির দিকে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি হারকোর্ট, এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে, আবার সেই সাথে অন্যদিকে সরাতে পারছে না নিজের মনোযোগ। জয়েস উপলব্ধি করল এখানে তার আর না থাকলেও চলে। এখনো সন্দেহ ঘোচেনি পুরোপুরি, তবু হারকোর্টকে যদি কেউ পথে আনতে পারে, তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোক মারফি। ওর কথায় একধরনের জাদু আছে, মানুষকে আকৃষ্ট করে।

দরজা খুলে, সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এল জয়েস, পেছনে আস্তে করে টেনে বন্ধ করে দিল কপাট। গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন রাস্তায় নেমে স্টেজ স্টেশনের পথ ধরল।

ও যখন ফিরে এল রান্নাঘরে বসে একা একা কফি খাচ্ছিল সুসানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়েসের দিকে তাকাল সে. চেহারায় অনুচ্চারিত প্রশ্নটা সুস্পষ্ট।

'সবে শুরু হয়েছে মগজ ধোলাই,' সুসানাকে বলল জয়েস। 'কি হয় শিগগিরই জানতে পাব আমরা।'

'ধর, শেষপর্যন্ত জেস হারকোর্ট এল না আমাদের সঙ্গে, তখন কি করবে ?' প্রশ্ন করল সুসানা।

'অন্যভাবে সামলাব। তবে ও থাকলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা।' হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা কাপ পেড়ে জয়েস কফি ঢালল তাতে। তারপর সুসানার মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'ডিক্সনের র‍্যাঞ্চে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে ?'

'এই ছয়-সাত ঘণ্টা···কেন ?'

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে তোমার আর আমার ওখানে গিয়ে ডিক্সনের সাথে কথা বলা। চেষ্টা করে দেখব যদি হুইলকের বিরুদ্ধে টলান যায় ওকে।'

'পারলে ভালই,' সংশয়ের সুরে বলল সুসানা। 'তবে আমি নিজেও বার ছয়েক চেষ্টা করেছি, ফল হয়নি। মনে হয় এবারেও অযথা হয়রানি হবে।'

'না,' বলল জয়েস, 'তা হবে না। অন্তত ওর মনে আমরা সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিতে পারব—পরে ব্যবহারের জন্য। এবং তিন দিনের জন্য বাইরে থাকব আমরা যাতে করে ওর র‍্যাঞ্চের আশপাশটা আমি একটু ঘুরে দেখার সুযোগ—'

পেছনের ওয়াগনইয়ার্ডে একটা অস্পষ্ট শব্দ হতে মাঝপথে থেমে গেল ও।

তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সুসানা, দৌড়ে পেছনের জানালায় গেল, পর্দার ভেতর দিয়ে তাকাল বাইরে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল জয়েস। হুইলকের দুই চ্যালা—টনি লুইস আর জোড়া হোলস্টার পরা গাট্টাগোট্টা এক ছোকরা—কাঠের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওয়াগনইয়ার্ডে ঘুরঘুর করছে।

'যা ভেবেছিলাম,' শান্ত গলায় বলল জয়েস। 'অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হুইলক, তাই আরেকবার হুমকি দিতে লোক পাঠিয়েছে। ওই ছোকরার পিস্তলের হাত কেমন ?'

'কে, স্মিথ ? খুব ভাল।' সুসানা দেখল দুটো স্টেজ কোচের মধ্যবর্তী প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দুই দুর্বৃত্ত, গরিলা-সদৃশ লুইস নতুন স্টেজ কোচের দরজা খুলল, একনজর দেখল ভেতরটা, তারপর কি যেন বলল স্মিথকে। দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠল স্মিথ, পুরান স্টেজ কোচের গায়ে হেলান দিয়ে নজর রাখল বাসার ওপর।

তীব্র চোখে জয়েসের পানে তাকাল সুসানা। 'আমরা কি এবারও চুপচাপ বসে থাকব—'

'না।' শ্বাপদের মত জ্বলছে জয়েসের সবুজ চোখজোড়া। ভয়াল হাসি দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'দরজা খুলে কথা বল ওদের সাথে।'

'আমি ?' সুসানার চোখ কপালে উঠল।

'হ্যাঁ। তুমিই বললে, ওই ছোকরার হাত চালু। তবে একজন মেয়েলোককে গুলি করবে না। বাইরে যেয়ো না। স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকবে দোরগোড়ায়।' সুসানার কাঁধে একটা হাত রাখল জয়েস, দরজার দিকে ঠেলে দিল ওকে। তারপর পিছিয়ে আসতে শুরু করল জানালা থেকে।

দ্বিধা-জড়িত পায়ে, রান্নাঘরের দরজার উদ্দেশে এগোল সুসানা। থমকে দাঁড়াল নবে হাত রেখে, পেছনে তাকাল। জয়েস চলে গেছে রান্নাঘর ছেড়ে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে দরজা খুলল সুসানা, এক পা চৌকাঠের ওপর রাখল।

টনি লুইস উঠে পড়েছে নতুন স্টেজকোচের ভেতর। সুসানাকে দেখে প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল স্মিথ, তারপর যখন দেখল ওর হাত খালি এবং কেউ নেই পেছনে তখন সহজ হয়ে গেল আবার। একগাল হাসল ও, থিয়েটারি ঢঙে বলল, 'হাউডি, মিসেস ল্যাংলি। নাইস ইভনিং।'

নতুন স্টেজকোচের দরজা দিয়ে বাইরে গলা বাড়াল টনি লুইস। সুসানাকে দেখে ওর কুঁতকুঁতে চোখ দুটোয় লালসা ফুটে উঠল ক্ষণিকের তরে, তারপর আড়চোখে স্মিথের দিকে তাকাল। 'খাসা, তাই না?'

'এখানে কি করছ তোমরা,' জানতে চাইল সুসানা, যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে ওর গলা সংযত রাখতে।

'এই তোমার নতুন স্টেজ কোচটা একটু দেখছি আরকি,' স্মিথ জবাব দিল, এখনো হাসছে। 'একেবারে দফারফা করে দিয়েছে।'

'ঠিক,' ফোড়ন কাটল লুইস। 'এত সুন্দর চামড়ার সিট, সব ছিঁড়ে-ছুঁটে গেছে।' সুট করে মাথা ভেতরে টেনে নিল ও। টান মেরে কোনকিছু ছেঁড়ার শব্দ হল একটা। তারপর লুইস কোচ থেকে নেমে আসতে দেখা গেল একফালি সিটের চামড়া ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে ওর হাতে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের অজ্ঞাতসারে ওদের দিকে আরেক কদম এগিয়ে গেল সুসানা। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে! এক্ষুণি

যাও, নইলে আমি—'

'কি করবে?' ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাল স্মিথ। 'মারবে? তোমাকে ব্যথা দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই, তবে ওই শরীরটা ধরে রাখতে আনন্দই লাগবে আমার—অবশ্যই তুমি যাতে ব্যথা না পাও সেজন্য।'

'এত মন খারাপ করছ কেন তুমি?' হুঙ্কার ছাড়ল লুইস, হাসছে কুৎসিতভাবে। 'এই স্টেজ দিয়ে একটা ফুটো পয়সাও রোজগার হবে না।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল স্মিথ, সুসানার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'একেবারে রদ্দি মাল। ওকে দেখিয়ে দাও, টনি।'

'যেমন এই দরজাটার কথাই ধর,' বলে যে দরজাটা খুলেছিল সেটা দেখাল লুইস। 'বাজি ধরে বলতে পারি, কবজাসুদ্ধ এটা উপড়ে আনতে পারব আমি, একটুও কষ্ট হবে না।' কথা শেষ করেই দুহাতে দরজাটা আঁকড়ে ধরল ও।

টান দেবে এই সময় পেছন থেকে একটা শান্ত গলা সাবধান করল ওকে।

'কাজটা বোধহয় করা উচিত হবে না তোমার।'

ওই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল স্মিথ, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাত দুটো চলে গেল হোলস্টারে রাখা পিস্তলের দিকে। আঙুলের মাথাগুলো বাঁট স্পর্শ করেছে এমন সময় জমে গেল সে।

বেড়ার ভাঙা গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে জয়েস, কোমর-সমান উঁচুতে একটা কারবাইন ধরা, আঙুল ট্রিগারে।

সাত

ওয়াগনইয়ার্ডে পা রাখল জয়েস, কারবাইনের নিশানা লুইস আর স্মিথের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে তার কেন্দ্রে স্থির। ক্ষীণ হাসি খেলা করছে ওর ঠোঁটে, চোখ দুটো ভাবলেশহীন। 'গানবেল্ট ফেলে দাও,' নিচু গলায় আদেশ করল ও। 'তোমরা দুজনেই।'

নতুন স্টেজ কোচটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে টনি লুইস, প্রকাণ্ড হাত দুটো সটান ঝুলছে শরীরের দুপাশে। জয়েসের ওপর থেকে স্মিথের দিকে সরে গেল ওর দৃষ্টি।

স্মিথ নড়ল না। অন্য স্টেজ কোচটার পাশে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হাত এখনো ছুঁয়ে আছে দুই পিস্তলের বাঁট, ভ্রূকুটি করে দেখছে জয়েসকে। এক সেকেণ্ড অতিবাহিত হল নীরবে, তারপর স্মিথ বলল, 'আমাদের দুজনকে তুমি একসাথে সামলাতে পারবে না—'

'হ্যাঁ, পারব,' বিদ্রূপের সুরে বলল জয়েস, 'আর তুমি সেটা ভাল করেই জান। তুমিই মরবে আগে, অবশ্যই—কারণ ও নিশ্চয় মন্থর হবে একটু।'

কথাটা এক মুহূর্ত চিন্তা করল স্মিথ, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তাতে কি—প্রাণ নিয়ে শহর থেকে বেরোতে পারবে না তুমি।'

'সেটা আমার মাথাব্যথা। তোমার সমস্যা এই ইয়ার্ড থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া।' এক পর্দা চড়ে গেছে জয়েসের গলা, কাঁপা-কাঁপা, থরথরে শোনাচ্ছে।

স্মিথ জানে কখন এরকম হয়ে ওঠে মানুষের কণ্ঠস্বর—যখন কারোকে খুন করার অদম্য ইচ্ছে পেয়ে বসে তাকে এবং তা সংযত করার স্পৃহা সে হারিয়ে ফেলে। এবার দ্রুত নড়ে উঠল হাত, গানবেল্টের বাকলসের দিকে চলে গেল। কোমর থেকে ওর পায়ের কাছে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল হোলস্টারসমেত পিস্তল দুটো।

দেখাদেখি লুইসও তার গানবেল্ট খুলে ফেলে দিল মাটিতে।

ধীরে-সুস্থে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জয়েস, তবে স্মিথের দিকে সরে রইল কিছুটা। যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেল সুসানা, একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে জয়েসের মুখভাব। লুইস গতরাতে যে হাল করেছে রান্নাঘরের সেটা দেখার পর জয়েস যখন মদ খেতে শুরু করে তখন ঠিক এরকম চেহারাই হয়েছিল ওর।

স্মিথ ঠোঁটের কোণ ভেজাল জিভের ডগা দিয়ে। 'মিস্টার, তুমি বোধহয় জান না কি বিপদে পড়তে যাচ্ছ। এই শহরে হুইলকের কোন লোকের গায়ে কেউ হাত তুললে তার ফল—'

কথা শেষ করার অবকাশ পেল না স্মিথ। চকিতে একলাফে ওর পাশে চলে এল জয়েস, কারবাইনের ব্যারেল দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করল স্মিথের পেটে।

চোখের পলকে কারবাইনের ব্যারেলের ওপর বাঁকা হয়ে গেল স্মিথ, যেন দুটুকরো হয়ে গেছে শরীর। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে, পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, মাথা মাটিতে ঠুকে গেল। হাত-পা ছড়িয়ে উলটে যাওয়ার আগেই জ্ঞান হারাল সে।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল গরিলা-সদৃশ টনি লুইসের শরীরে। ঝট করে এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে, ডান হাত বাড়িয়ে দিল পিস্তলের দিকে। হোলস্টার থেকে প্রায় বের করে এনেছে ওটা, এই সময় কারবাইনটা ওর দিকে ঘোরাল জয়েস, ফের আঙুল চলে গেছে ট্রিগারের ওপরে।

এক সেকেণ্ড পরস্পরের পানে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর পিস্তল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল লুইস।

'ওটা লাথি মেরে এপাশে পাঠিয়ে দাও,' আদেশ করল জয়েস। ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছে গলা, চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে নগ্ন হিংস্রতা।

লাথি মেরে পিস্তলটা দূরে পাঠিয়ে দিল লুইস।

জয়েস ঠায় দেখছে লুইসকে, পলক পড়ছে না চোখের, দৃষ্টি পাথরের মত নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। রায়ানের থ্যাঁতলান মুখ ভাসছে ওর চোখে, মনে পড়ছে লুইস-ই দায়ী এর জন্য। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেল ওর। কাল রাতের ওই ঘটনার পর থেকে যে ইচ্ছেটাকে এ যাবৎ ও নিজের ভেতর দমিয়ে রাখছিল সেটা আর বন্দী হয়ে থাকতে চাইল না। সহসা জয়েস উপলব্ধি করল তার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসে গেছে।

সুসানার পানে না তাকিয়েই ওর দিকে কারবাইনটা ছুঁড়ে দিল সে। 'যাই ঘটুক, তুমি এর মধ্যে জড়াবে না।' কড়া গলায় নির্দেশ দিয়ে লুইসের দিকে তেড়ে গেল ও।

অনায়াস ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়াল লুইস, হাত তুলে ঠেকিয়ে দিল জয়েসের ঘুসি, অন্য হাতটা প্রচণ্ডগতিতে ঝাড়ল ওর মুখে। ঘুসি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল জয়েস, স্টেজ কোচের দরজার ওপর ছিটকে পড়ল। চুপ করে ওর পাঁজরে আঘাত হানল লুইসের বাঁ

হাত, পরক্ষণে কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ল আরেকটা।

শূন্যে উঠে গেল জয়েসের পা, মাটিতে কাঁধের পেছন দিয়ে লুটিয়ে পড়ল ও, চোখে সর্ষের ফুল দেখল। সহজাত অভ্যাসবশে তক্ষুণি গড়িয়ে দূরে গেল সে। লুইস নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে, ঘুসি বাগিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, নিষ্ঠুর কদাকার মুখে খেলা করছে একচিলতে আত্মবিশ্বাসী হাসি।

চোখ কুঁচকে ওর পানে তাকাল জয়েস, এখন জানে কিসের মোকাবেলা করছে সে। টনি লুইস একজন ট্রেইণ্ড বক্সার।

হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল জয়েস, দেখল রক্ত লেগে আছে। পরক্ষণে বাঁধন ছেঁড়া স্প্রিংয়ের মত মাটি ছেড়ে উঠে এল সে, লুইসের হাস্যোজ্জ্বল মুখ লক্ষ্য করে রাউণ্ডহাউস পাঞ্চ হাঁকাল।

আবার একপাশে সরে গেল লুইস, ঘুসি ঠেকাতে উঁচু করল একটা হাত। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল জয়েসের হাত, লুইস যে পাশে সরে গেছে সেইদিকে নিজের শরীর বাঁকাল ও। তারপর চকিতে লাথি ঝাড়ল একটা, বুটের হিল ঠুকে দিল লুইসের ডান গোড়ালির হাড়ে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লুইস, ঝটকা মেরে উঁচু করল ডান পা, আহত জায়গাটা চেপে ধরল।

এবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করল জয়েস। প্রতিপক্ষ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাকে আক্রমণ করল। ডান হাতে লুইসের থুতনির হাড়ে ঘুসি মারল জয়েস, ভারসাম্য নড়িয়ে দিল ওর। চিত হয়ে উলটে পড়ল লুইস, ফুরসত পেল না সরে যাওয়ার, দুহাঁটু জড় করে ওর পেটের ওপর লাফিয়ে পড়ল জয়েস, চাপ দিয়ে বের করে দিল ওর সমস্ত দম। বাতাসের অভাবে আঁকুপাঁকু করে উঠল লুইস, মুখ হাঁ করল শ্বাস টানার জন্য, মওকা বুঝে ওর নাকের বাঁশিতে দুই

পাঞ্জা এক করে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক রদ্দা ঝাড়ল জয়েস, হাড় থেঁতলে দিল। পরক্ষণে ঠিক একই জায়গায় আবার ওকে আঘাত করল সে, তারপর কপালের একপাশে লুইসের ঘুসি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

একই সঙ্গে হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, মুখোমুখি হল পরস্পরের। লুইসকে শরীর দিয়ে ধাক্কা দিল জয়েস, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল স্টেজ কোচের দিকে। কাজটা করতে গিয়ে পেট আর মাথায় দুটো প্রচণ্ড ঘুসি খেল ও, সহ্য করল দাঁতে দাঁত চেপে। তারপর লুইসকে এমনভাবে কোণঠাসা করল কোচের গায়ে যেন মুষ্টিযুদ্ধের কোন কলাকৌশল কাজে লাগাতে না পারে ও। মাথা নিচু করল জয়েস, যেন গুঁতো মারবে লুইসের পেটে। লুইস ওর মুখ লক্ষ্য করে হাঁটু তুলল। হাঁটুটা ওর কাছে পৌঁছাবার আগেই আচমকা সিধে হল জয়েস, চাঁদি দিয়ে আঘাত করল লুইসের থুতনির নিচে।

পেছনে হেলে পড়ল লুইসের মাথা। এবং ও সামলে নিতে পারার আগেই, হাতের পাশ দিয়ে সবেগে ওর গলায় আঘাত করল জয়েস। খাবি খেল লুইস, একসাথে দুহাত গলার কাছে তুলল পরবর্তী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য। পা ফাঁক করে দাঁড়াল জয়েস, দুহাতে পরপর দুটো ঘুসি মারল ওর তলপেটে। সামনের দিকে নেতিয়ে পড়ল লুইস, দুহাতে খামচে ধরল পেট। এবার হিসেব করে ইচ্ছেকৃতভাবে ওর ভাঙা রক্তাক্ত নাকে আরেকটা ঘুসি মারল জয়েস।

ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লুইস, দুহাতে জাপটে ধরল ওকে, নিজের ভার চাপিয়ে দিল জয়েসের ওপর যেন দুজনেই একসঙ্গে পড়ে যায় মাটিতে। কাত হয়ে পড়ল ওরা, এক হাতে জয়েসের

চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে অন্য-টা ওর মুখ বরাবর হাঁকাল লুইস। আগেভাগেই প্রতিপক্ষের মতলব ঠাওর করতে পেরেছিল জয়েস, বাউলি কেটে লুইসের দিকে সরে গেল ও, ঘুসিটা মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই সজোরে কামড় বসাল লুইসের গালে। বুক ফাটান একটা আর্তনাদ করে উঠল লুইস, লড়াইয়ের সমস্ত কায়দাকানুন ভুলে দুহাতে ঠেলে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল ওকে। ডান হাত নিচু করল জয়েস, আরেকটা ঘুসি মারল ওর তলপেটে।

গুঙিয়ে উঠল লুইস, অতি কষ্টে গড়িয়ে সরে গেল দূরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জয়েস, হাঁপাতে হাঁপাতে চঞ্চল প্রজাপতির মত নেচে বেড়াতে লাগল লুইসের চারপাশে, দেখছে টলতে টলতে সোজা হওয়ার চেষ্টা করছে লুইস। ওকে খানিকটা উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিল ও, তারপর লাথি ঝাড়ল পেট লক্ষ্য করে। জয়েসের পা চেপে ধরার জন্য দুই হাত বাড়াল লুইস, কিন্তু পা-টা অপেক্ষমাণ হাতের কাছে পৌঁছাল না। মাঝপথে লাথি ফিরিয়ে নিল জয়েস, দুই পাঞ্জা একত্র করে রদ্দা মারল লুইসের ঘাড়ে।

বাঁকা হয়ে গেল লুইস, তবে লুটিয়ে পড়ল না। মারটা হজম করে, উঠে দাঁড়াল এলোমেলো পায়ে, শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে আক্রমণ করল জয়েসকে। কিন্তু ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, দম ফুরিয়ে এসেছে, মন্থর এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে। এরপর যা ঘটল তাকে লড়াই বলা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় দ্রুত, অথচ নির্দয়ভাবে লুইসকে আগাপাশতলা ধোলাই করল জয়েস।

এলোপাতাড়ি হস্ত সঞ্চালন এড়িয়ে লুইসের গায়ের সাথে সেঁটে গেল ও, দুবার ঘুসি মারল মুখে। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল লুইস,

থু-থু করে দুপাটি ভাঙা দাঁত ফেলল। ফলস স্টেপ দিয়ে ওকে কাঁদে ফেলল জয়েস, বাঁ হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিল গার্ড, ডান হাতে আঘাত হানল দুই চোখ আর নাকের সংযোগস্থলে। এত জোরে যে তার প্রতিক্রিয়ায় চিনচিন করে উঠল নিজের কাঁধ। উলটে গেল লুইসের চোখ, আবার পিছিয়ে গেল সে। ওকে ধাওয়া করল জয়েস, সযত্নে হিসেব করে পাঁজরার হাড়ের ঠিক নিচে সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল দুটো, পুরু পেশীর বাধা অতিক্রম করে গভীরে দেবে গেল ওর আঙুলের গাঁটগুলো।

সামনে ভাঁজ হয়ে গেল লুইস, হাঁটু বেঁকে যাওয়ার ফলে ঘুরে গেছে আধপাক। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হল জয়েস, লুইসের চোয়ালের জোড়ে সবেগে ঘুসি মারল একটা, ধুলোয় আছড়ে ফেলল ওকে।

কিন্তু তখনও পুরোপুরি ধরাশায়ী হয়নি হুইলকের দানব। হাতের তালু আর হাঁটুতে ভর রেখে উঠল সে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল যেখানে অচেতন স্মিথের দেহ আর ওর পিস্তলটা পড়ে আছে সেদিকে।

একলাফে ওর পাশে চলে এল জয়েস, লাথি মারল মাথায়।

কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল লুইস, চোখ অংশত খোলা, তবে আলো নিভে গেছে।

মুখ হাঁ করে একবুক বাতাস টানল জয়েস, একবার অচেতন লুইসের প্রকাণ্ড দেহ আরেকবার তখনো চিতপাত হয়ে পড়ে থাকা স্মিথকে দেখল। তারপর সুসানার দিকে তাকাল ও।

কারবাইন হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক

সেকেণ্ড আগে উপলব্ধি করেছে সুসানা শুরু থেকেই একটা অসম লড়াই হচ্ছে এটা; জয়েস যে মুহূর্তে তার আক্রমণ শানিয়েছে তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে লু সের পরিণতি।

ঘুরে, শ্লথপায়ে আস্তাবলের ভেতরে ঢুকল জয়েস, হাঁটু ভেঙে ধপ করে বসে পড়ল পানির গামলার পাশে। দুহাত ডুবিয়ে আঁজলাভরে পানি তুলল ও, মাথায় আর মুখে ঢালল। আরো দুবার এভাবে পানি ছিটাল সে, তারপর হঠাৎ খেয়াল করল ওর পাশে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুসানা।

হাঁটু গেড়ে বসল সুসানা, তোয়ালের এককোনা দিয়ে মুছে দিল ওর মুখের রক্ত। জয়েস তোয়ালেটা নিল ওর কাছ থেকে, গামলায় ডোবাল। যখন ভিজে জবজবে হয়ে গেল, পানি নিংড়ে মুখ, কপাল আর ঘাড়ের পেছনে চেপে ধরল। তারপর তোয়ালেটা সুসানাকে ফিরিয়ে দিল ও, গামলার কিনারে দুহাতের ভর রেখে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

সুসানা উঠে মুখোমুখি হল ওর। পরস্পরের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা। একটু বাদে সুসানা বলল, 'আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম তুমি কেমন ধরনের মানুষ।' গলা কাঁপছে ওর, তবে আধো-অন্ধকারে মুখভাব পড়তে পারল না জয়েস। 'এখন তার উত্তর পেয়ে গেছি আমি।'

'এবং ভাল লাগেনি সেটা।'

'আমি তা বলিনি,' জবাব দিল সুসানা, ধীরে ধীরে। 'না···তা বলিনি আমি। আরেকটা কথা, তোমাকে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না, হুইলকের কোন লোকের গায়ে কেউ হাত তুললে তার কি পরিণাম হয়।'

'না,' একমত হল জয়েস, 'মনে করাতে হবে না।'

মুহূর্তের জন্য থেমে গেল সুসানার শ্বাস-প্রশ্বাস। 'তার মানে তুমি ঠিক করে ফেলেছ কি করবে এ ব্যাপারে, অর্থাৎ ওদের গায়ে হাত তোলার আগেই জানতে।'

'হ্যাঁ,' অকপটে স্বীকার করল জয়েস, 'জানতাম।

স্যালুনের ওপর তলায় নিজের অফিসে বসে সাপার খাচ্ছে কোল হুইলক এই সময় দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল টরি।

'মিসেস ল্যাংলির নতুন পার্টনার এসেছে,' শান্ত গলায় হুইলককে জানাল ও। 'তোমার সাথে দেখা করতে চায়।'

ট্রে-র ওপর হাতের কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল হুইলক, ঠেলে একটু পেছনে সরাল চেয়ারটা। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে উরুর ওপর রাখল যেন টেবিলের আড়াল পায়। তারপর টরির উদ্দেশে ঘাড় কাত করল। 'ঠিক আছে। আসতে বল।'

পাল্লা উন্মুক্ত করে ইশারা করল টরি। ওকে পাশ কাটিয়ে কামরার ভেতরে পা রাখল জয়েস, অফিসের মাঝখানে এসে থেমে ডেস্কের পেছনে বসা হুইলকের মুখোমুখি হল। দরজা বন্ধ করে দিল টরি, ঘরের এককোণে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ডান হাতের বুড়ো আঙুল পিস্তলের কাছাকাছি বেল্টের সাথে বাধিয়ে রেখেছে আঙটার মত করে, চোখ জয়েসের পিঠের ওপর নিবদ্ধ।

হুইলক তার চেয়ারের পিঠে হেলান দিল, ভাবলেশহীন মুখে একটুক্ষণ জরিপ করল জয়েসকে। 'কি মনে করে?'

'তোমার দুজন লোকের সাথে মারামারি হয়েছে আমার,' বলল জয়েস। 'এখন ওরা পেছনের গলিতে রয়েছে—ঘুমোচ্ছে।'

সংকুচিত হল হুইলকের চোখ, অতি সামান্য। 'খুব খারাপ,' মৃদু গলায় বলল ও। 'তোমার জন্য।'

'ওরা বেড়া ভেঙে মিসেস ল্যাংলির ওয়াগনইয়ার্ডে ঢুকে একটা স্টেজ কোচ তছনছ করছিল,' জয়েসের কণ্ঠে এতটুকু তাড়াহুড়োর আভাস নেই, সাদামাঠা গলায় ঘটনাটা বয়ান করছে শুধু। 'আমি ভেবেছিলাম কোন মাতাল টাতাল হবে। পিটুনি দেয়ার সময় জানতাম না ওরা তোমার লোক।'

'খুব খারাপ,' পুনরাবৃত্তি করল হুইলক।

'জানি না এতে কোন ইতরভেদ হবে কিনা,' আগের সুরেই চালিয়ে গেল জয়েস, 'তবে এমনিতেও আজ রাতে আমি আসতাম এখানে। তোমাকে জানাতে, মিসেস ল্যাংলিকে আমি শেষপর্যন্ত বোঝাতে পেরেছি, তোমার কাছ থেকে নিরাপত্তা কেনা আসলেই আমাদের জন্য খুব দরকার।'

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল হুইলক, বিনা বাক্যব্যয়ে। তারপর বলল: 'আমার শর্তে?'

জয়েস মাথা ঝাঁকাল। 'তোমার শর্তে।'

ঈষৎ নরম হল হুইলকের চেহারা। কোলের ওপর থেকে পিস্তলটা উঠিয়ে নামিয়ে রাখল ডেস্কের মাথায়। তারপর পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে সামনে ঝুঁকে এল, ডেস্কের ওপর কনুই ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ···ইতরভেদ হবে।'

'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম,' নিরীহ কণ্ঠে বলল জয়েস।

'হবে—এবারকার মত। আমরা ধরে নেব স্মিথ আর লুইস মাতাল ছিল। ওদেরকে বলব আমি, আর যেন এরকম না ঘটে।' হুইলক থামল একটু, তারপর যোগ করল, 'তোমাকেও আমি সেই একই কথা বলছি।'

বিস্ময়ের ভান করল জয়েস। 'আমার বিশ্বাস ছিল এরকমটা ঘটার কোন সুযোগই থাকবে না আর, এখন যখন তুমি বীমা করাচ্ছ আমাদের—দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে।'

খ্যাকখ্যাক করে হাসল হুইলক। 'ঠিক আছে। কবে নাগাদ সার্ভিস চালু করার কথা ভাবছ তোমরা?'

'নতুন স্টেজটা সারতে হবে আগে, রঙ করাতে হবে আবার। কাজ শুরু করার জন্য আরো কিছু টাকা লাগবে মিসেস ল্যাংলির। ডিক্সন নামে এখানে কোন্ এক ব্যাঙ্কার আছে, তার কাছ থেকে টাকাটা ধার নেয়ার কথা ভাবছে ও। সবকিছু ঠিকঠাক করতে এই দিন তিনেকের মত লাগবে—তারপর চালু করব।'

'বেশ। আমি রোজ পরীক্ষা করব তোমাদের খাতাপত্তর, একদম শুরু থেকেই।'

'আচ্ছা।' জয়েসের চোখ ডেস্কের ওপর রাখা পিস্তল থেকে উঠে হুইলকের মুখের ওপর স্থির হল। তারপর দরজার উদ্দেশে ঘোরার সময় ঝট করে একবার তাকাল কামরার একমাত্র জানালার দিকে। ওই জানালার ঠিক নিচেই পড়বে একটা গলি, এবং তার ওপাশে লিভারি স্ট্যাবলের পেছনের দেয়াল। আরো একটা মনে রাখার মত তথ্য—পরে ব্যবহারের জন্য।

দরজার নবে হাত সবে রেখেছে জয়েস এ সময় হুইলক বলল, 'আরেকটা কথা…'

জয়েস তাকাল ওর দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড ধূর্ত চোখে ওকে জরিপ করল হুইলক। 'আমি ধরে নিচ্ছি সব ফয়সালা হয়ে গেল এখানে। পরে যেন আবার অন্য-কিছু করার কথা ভেবো না। তার সুযোগ কিন্তু তোমাকে দেব না

আমি।'

'একবার কোনকিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে,' হালকা চালে অভয় দিল জয়েস, 'আমি তাতে লেগে থাকি।' ঘুরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ও।

নিচের জনাকীর্ণ স্যালুনে, কোণের একটা টেবিল একাই দখল করে বসেছিল রেড হাইলি। দ্বিতীয় দফা নিজের গ্লাসে বিয়র ঢালছে এমন সময় ও দেখল জয়েস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

যে হাত দিয়ে গ্লাস ভর্তি করছিল হাইলি নিশ্চল হয়ে গেল সেটা, কোটরগত চোখজোড়া সংকুচিত হল। এর আগে জয়েসকে দোতলায় উঠতে দেখেছিল সে, কিন্তু ভাবতে পারেনি নিজেও ধরা পড়ে যাবে। জয়েসের কাপড়চোপড় দেখে ওর পরিচয় সম্পর্কে কোনরকম সংশয় নেই হাইলির : কাল পোশাকধারী, ওই ক্যানিয়নের পেছনে সেদিন যার হাত থেকে কোনমতে নিস্তার পেয়েছে ও।

মাঝসিঁড়িতে কাল পোশাকধারী এমন ভান করল যেন এই প্রথম হাইলিকে দেখতে পেয়েছে সে। পলকের জন্য মিলিত হল ওদের চোখ, তারপর জয়েস অন্যদিকে সরিয়ে নিল দৃষ্টি, ধাপ ভেঙে নামতে লাগল আবার।

কিন্তু ওই স্বল্প দেখাতেই জয়েসের চেহারায় দুরভিসন্ধির ছাপ লক্ষ্য করতে ভুল হল না হাইলির। কিভাবে জয়েসের হাতটা আপনা-আপনি ঘষা খেল ফ্রক কোটের ডান পকেটে, ভেতরে বেঢপভাবে ফুলে থাকা বস্তুটা নড়ে উঠল, সবই চোখে পড়ল ওর।

হাইলির দিকে আর একটিবারও না তাকিয়ে, স্যালুনের মেঝে অতিক্রম করল জয়েস। ও দরজা পেরোতেই চেয়ার ছাড়ল হাইলি, রাইফেলটা তুলে নিয়ে জয়েসের পিছু পিছু রাতের রাস্তায় বেরিয়ে

এল।

ইতিমধ্যে ছুটো বাড়ি পেরিয়ে গেছে জয়েস, উলটো দিকের ফুট-পাত ধরে হাঁটছে। হাইলি এপাশ থেকে অনুসরণ করল ওকে। হনহন করে হাঁটছে জয়েস, পেছনে তাকাচ্ছে না। তবু হাইলির সতর্কতায় ঢিল পড়ল না বিন্দুমাত্র। দেয়ালের ধারে যে জায়গায় গাঢ়তর ছায়া রয়েছে বরাবর সেখানে থাকছে ও, পা ফেলার সময় কোন শব্দ করছে না বুটের।

একটা গলির মুখে পৌঁছাল জয়েস, বাঁক নিয়ে ঢুকল ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গিলে ফেলল ওকে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল হাইলি, দেখামাত্র অ্যামবুশের জায়গা চিনতে পারে ও। রুট বদলে, রাস্তা পার হল সে, একটা কাঁচামালের দোকানের কোনা ঘুরে পেছনে চলে গেল। যখন নিশ্চিত হল রাস্তা থেকে আর দেখা যাচ্ছে না ওকে, রাইফেল কক্ করে বাঁ হাতে চালান করল ওটা। তারপর বড় বউই নাইফটা ডান হাত দিয়ে বেল্টের খাপ থেকে বের করে, একসারি দালানের পাশ দিয়ে নিঃসাড়ে এগোল গলির অপর মাথার দিকে—যাতে অ্যামবুশকারীর পেছনে গিয়ে হাজির হতে পারে।

গন্তব্যে পৌঁছে আবার থামল হাইলি। উঁচু করল বাঁ হাতে ধরা রাইফেলটা, আঙুল চাপাল তর্জনীর ওপর। নিক্ষেপ করার জন্য, ডান হাতে ব্যালান্স ঠিক করল ছুরির। তারপর নিঃশব্দে কোনা ঘুরে পা রাখল গলির ভেতরে।

ইতিমধ্যে অন্ধকার সয়ে এসেছে ওর চোখে, প্রথমেই দেখতে পেল গলির মাঝখানে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে রয়েছে একটা কিছু, আর সেখান থেকে মুখ বের করে আছে একটা রাইফেলের নল। নিমেষে হিম হয়ে

গেল হাইলির রক্ত, জিনিসটা কি না দেখেই চাপ বাড়াল ট্রিগারে, তারপর বুঝতে পারল ওটা আসলে একটা খালি বাক্স, আড়াআড়ি-ভাবে তার ওপর পড়ে আছে একটা রাইফেল, মুখ ওর দিকে।

জয়েস চলে গেছে।

হাইলি জানে অ্যাপাচিরা অনেকসময় এরকম রসিকতা করে থাকে শত্রুর সাথে। ব্যাপারটা ওকে তেমন বিচলিত করছে না। ওকে যা ভাবিয়ে তুলেছে তা হচ্ছে, যেখানে ওর দেখা দেওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল সেদিকে না হয়ে রাইফেলটা তাক করা আছে উলটো দিকে।

ছুরিটা খাপে ভরে, রাইফেলের কুঁদোয় হাত বোলাল হাইলি। যা ভেবেছে, একটা বুলেটের গভীর ক্ষত রয়েছে গায়ে। ওর নিজের রাইফেল, যেটা ফেলে এসেছিল ক্যানিয়নে।

হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিল হাইলি, ফিরে চলল হুইলকের আস্তানার উদ্দেশে। দোতলায় হুইলকের পাশের কামরাটাই ওর। স্যালুন হয়ে সোজা সেখানে উঠে গেল সে। বাতি জ্বেলে, নতুন রাইফেলখানা ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর। তারপর যেটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে পরীক্ষা করে দেখল সেটা।

কুঁদোয় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, এছাড়া আপাতদৃষ্টিতে রাইফেলটা চমৎকার অবস্থায় আছে বলেই মনে হল। এমনকি লোড করা আছে সম্পূর্ণ। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে রাইফেলের দিকে চেয়ে রইল হাইলি, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। তারপর চেম্বার মেকানিজম খুলল ও, বাতির কাছে রাইফেল তুলে ব্যারেলের ভেতর তাকাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল কাল পোশাকধারীর রসিকতার মর্ম।

একখণ্ড সীসা আটকে রয়েছে ব্যারেলের মাঝপথে। এমনভাবে

ঠেসে ঢোকান হয়েছে যে বের করতে হলে ব্যারেলের বারটা বেজে যাবে। পরীক্ষা না করেই হাইলি যদি গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করত, ওর মুখের ওপর বিস্ফোরিত হত রাইফেলটা।

আট

জয়েস ফিরে এসে দেখল স্টেজ ওয়েটিং রুমের পেছনের রান্নাঘরে সুসানাসহ আরো দুজন লোক অপেক্ষা করছে ওর জন্য। মারফি এবং জেস হারকোর্ট।

ও ভেতরে ঢুকতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল সুসানা, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'সব ঠিক আছে,' ওকে বলল জয়েস। 'আরও কটা দিন সময় বাড়িয়ে নিয়েছি আমি।' ডেপুটির দিকে তাকাল ও। 'তুমি আসছ আমাদের সঙ্গে?'

'আসছি,' বলল হারকোর্ট। নিচু গলা, এখনো কিছুটা ভীত দেখাচ্ছে ওকে, তবে পাশাপাশি ফুটে উঠেছে দৃঢ়সংকল্পের ছাপ।

'আমি ভেবে দেখলাম ওকে এখানে নিয়ে আসাই ভাল,' জয়েসকে বলল মারফি। 'তোমরা যে কদিন থাকছ না, আমরা এদিকে নজর রাখতে পারব।'

'নতুন স্টেজ কোচের মেরামতও শুরু করতে পারবে,' বলল জয়েস। 'আমরা ফেরার পর রাস্তায় নামতে যাচ্ছে ওটা।' সুসানার উদ্দেশে ফিরল ও। 'তোমার বাইরে যাওয়ার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। দুরাত খোলা জায়গায় ক্যাম্প করতে হলে যা যা লাগবে সব

নিয়ো।'

'এক্ষুণি রওনা হবে ?'

মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'হুইলক আশা করছে আজ থেকে তিন দিন পর চালু হবে এই স্টেজ লাইন। এর ভেতর যতটা সম্ভব আশপাশ ঘুরে দেখতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে,' বাধ্য ছাত্রীর মত বলল সুসানা, ধীরপায়ে চলে গেল দোতলায় ওর নিজের ঘরের দিকে।

স্মিত মুখে ওর গমনপথের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল জয়েস। তারপর যখন জেস হারকোর্টের উদ্দেশে ফিরল তখনো ওর মুখে হাসি লেগে আছে। 'সামনের তিনটা দিন তোমার বোধহয় খারাপ যাবে, ডেপুটি। মারফি তার অতীতের গালগল্প করে তোমার কান ঝালাপালা করে দেবে।'

হেসে ফেলল হারকোর্ট। 'জানি। এরই মধ্যে যা বলেছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়...'

'সব সত্যি,' জয়েস বলল ওকে। 'মুশকিল হচ্ছে, ও একটু বড়াই করে। তবে তোমার বেলায় উপকারেই আসবে ওগুলো। অতীতে অন্যান্য জায়গায় এধরনের অবস্থা কিভাবে সামলান হয়েছে যত বেশি জানবে, ততই বুঝতে পারবে তুমি এখানে ঠিক কি করতে হবে আমাদের।'

'এই, মুখ সামলে কথা বল,' অভিযোগের সুরে বলল মারফি। প্রথমে বললে আমি বেশি কথা বলি, তারপর এখন বলছ ওগুলো শুনলে উপকার আছে। কোন্টা ঠিক ?'

'দুটোই।' প্রচ্ছন্ন অনুরাগের সুর বাজল জয়েসের কণ্ঠে। ব্যাপারটা একটু অভাবনীয়, কেন না ওদের কেউই, আর যাই হোক, কোনরকম

ভাবাবেগে তাড়িত হয় না। 'মারফি, আমি ফিরে আসতে আসতে তুমি তৈরি হয়ে থেয়ো। হুইলককে কিন্তু এরপর আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।'

'থাকব তৈরি,' স্পষ্ট জবাব দিল মারফি।

ট্রেইলে যাওয়ার পোশাক পরতে ওপরে নিজেদের ঘরে চলে গেল জয়েস।

সেই রাতে সোরেলে চেপে ও যখন ত্যাগ করল গ্লোরি হোল তখন ওকে মাত্র কয়েক হাত দূর থেকেও চেনার জো রইল না। ওর পরনের বাকস্কিনের শার্ট আর লেভাইসের প্যান্ট দুটোই যথেষ্ট পুরান, রঙ জ্বলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। বুট আর ফ্ল্যাট ক্রাউণ্ড স্লাউচ হ্যাটের চেহারায় অত্যাচারের ছাপ সুস্পষ্ট, রোদ-ঝড়-জলের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। হাড়ের বাঁটঅলা কোল্ট রিভলভারটা এখন আবার শোভা পাচ্ছে কোমরে ঝোলান হোলস্টারে, স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রয়েছে কারবাইন।

সুসানাও তার স্যাডল স্ক্যাবার্ডে কারবাইন নিয়েছে একটা। ওরা যখন শহরের শেষ দালানটা পেছনে ফেলে এল, ঘোড়া ছুটিয়ে সুসানার পাশাপাশি হল জয়েস, হাত বাড়িয়ে কারবাইনের কুঁদোটা স্পর্শ করল। 'কিভাবে চালাতে হয় জান ?'

'ল্যাংলির সাথে আমি শিকারে যেতাম। কখনো মিস করেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আচ্ছা...কোন মানুষকে গুলি করেছ কোনদিন ?'

'না।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'কেন? তোমার ধারণা করতে হতে পারে ?'

'পারে।'

জয়েসের দিকে ঘাড় ফেরাল সুসানা। 'এর আগে তোমার মত কোন লোকের সাথে আমি কখনো মিশিনি।' মৃদু, ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা ঢঙে হাসল ও। 'যুদ্ধের সময় হাতের কাছে যা কিছু পাও তার সবই ব্যবহার করতে চাও তুমি। এমনকি একজন মহিলাকেও বাদ দাও না।'

'তোমার যোগ্যতা না থাকলে বল, করব না ব্যবহার,' চাঁছাছোলা গলায় বলল জয়েস।

সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টভাষায় জবাব দিল সুসানা। 'এ স্টেজ লাইনটা আমার। হুইলকের লাভের জন্য এটা চালাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

গিরিপথ হয়ে উত্তরে মাইল ছয়েক এগোল ওরা, তারপর সুসানা যখন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পুবের ট্রেইল ধরতে নিল জয়েস তার রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশের নক্ষত্রালোকিত চড়াই-উতরাই জরিপ করল।

একটু বাদে আবার স্যাডলে বসল ও, সুসানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটু উত্তরে এমন কোন হোমস্টেডার আছে বিপদের সময় যাকে বিশ্বাস করতে পারব আমরা? বড়সড় একটা বার্ন থাকা চাই তার।'

'মাইল ছয়েক সামনে অ্যামোস নাইলস নামে এক কৃষক থাকে। ওকে বিশ্বাস করা যায়। তবে তুমি যদি বন্দুকবাজি করতে বল, সেটা পারবে না। নেহাত গোবেচারা।'

'না, বন্দুক ধরতে হবে না। কেবল বার্নটা ব্যবহার করতে দিলেই চলবে।'

'তা অবশ্য ওর আছে একটা,' বলে আর কোন উচ্চবাচ্চ করল না

সুসানা। গোলাঘর কি কাজে আসবে জয়েস ব্যাখ্যা করেনি ওকে, সেও গায়ে পড়ে জানতে চাইল না। ওর স্বভাবের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে সুসানা। সময় হলে জয়েস নিজে থেকেই বলবে সবকিছু খুলে।

সহসা ও উপলব্ধি করল জয়েসের উপস্থিতিতে তার সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে, ও নিজের কাজ বোঝে, সামনে যে বিপদই আসুক তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে। দুবছর বৈধব্য জীবনযাপনের পর, আবার এরকম একজন পুরুষকে পাশে পেয়ে অনেক স্বস্তি বোধ করল সুসানা।

গাছপালায় ছাওয়া, আঁকাবাঁকা, বন্ধুর একটা ট্রেইল ধরে একসাথে পুবে যাচ্ছে ওরা। চাঁদ উঠেছে আকাশে, ওদের মাথার ওপরে যেসব পাহাড়ি চূড়া রয়েছে ম্লান গা ছমছমে জ্যোৎস্নায় রাঙিয়ে তুলেছে সেগুলোকে। যত ওপরে উঠছে ক্রমশ বন্ধুর হচ্ছে ট্রেইল, বড় হচ্ছে গাছপালার আকৃতি। অবশেষে একটা খাঁজের মাথায় পৌঁছাল ওরা। এরপর আচমকা ঝপ করে নিচে নেমে গেছে রাস্তা, হারিয়ে গেছে অন্ধকার, বিশাল এক উপত্যকায়।

রাশ টানল সুসানা। 'এখান থেকে ডিক্সনের সীমানা শুরু। আগে এসেছে, এই অজুহাতে এসব জমি দখল করে নিয়েছে ও। এই খাঁজের নিচেই দুঘর ট্র্যাপার বাস করত, তবে ডিক্সন হুইলককে আমদানি করার পর থেকে আর থাকে না।'

নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে, উষ্ণ রাতের বাতাস বুকভরে টানল জয়েস। 'কাছেই পানির গন্ধ পাচ্ছি মনে হয়।'

'সামনে, বাঁয়ে ছোটখাট ঝরনা আছে একটা।'

'তাহলে আজ রাতের মত আমরা ওখানেই ক্যাম্প করব। ভোর

হওয়ার আগেই রওনা দেব আবার, কালকের দিনটা যাবে ডিক্সনের উপত্যকা দেখে।'

'কেউ যদি দেখে ফেলে আমাদের ?'

'দেখবে না,' জয়েস অভয় দিল। 'একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই হল। খেয়াল রাখতে হবে, কোথাও যেন আমাদের ট্র্যাক না পড়ে।'

জয়েস সম্পর্কে এবার আরেকটা তথ্য জানতে পেল সুসানা: এধরনের পাহাড়ি অঞ্চলে চলাফেরা করার অভ্যাস আছে ওর। ভরা দিনের আলোয় বেরোলেও কেউ দেখতে পাবে না ওকে, কিংবা ওর ট্র্যাক পড়বে না কোথাও। হাঁটুর খোঁচা মেরে বাঁ-দিকে ঘোড়া ঘোরাল সুসানা, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নেমে গেল শীর্ণ একটা ঝরনার ধারে। মাটিতে নেমে ঘেসো জমিতে ঘোড়া দুটো বাঁধল ওরা। ঝরনার পাড়ে ছোট করে আগুন জ্বালল জয়েস। এমন জায়গায় যেখানে গাছের গুঁড়ির আড়াল পাবে শিখা, ডালপালার ভেতর ধোঁয়া হারিয়ে যাবে। তারপর ক্যাম্প ফায়ারের ওপাশে বসে সুসানার রান্নার আয়োজন দেখতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর, বালু ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল জয়েস, ঝরনার ধারে গেল। গোড়ালির ওপর বসে পানি তুলল আঁজলাভরে, ঘাড় আর ক্ষতবিক্ষত মুখ সাবধানে ধুয়ে সাফ করল।

খালিপায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল সুসানা, লেভাইসের প্যান্ট হাঁটু অবধি গোটান। একটু ইতস্তত করে ঝরনায় নামল ও, আঁজলাভরে ঠাণ্ডা পানি তুলে গলায় আর মাথায় ঢালল। তারপর জয়েসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ব্যথা আছে এখনো ?' ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল সুসানার গলা।

'সামান্য।' চাঁদ এখন মাথার ওপর, নরম জ্যোৎস্নায় ওর মুখ

দেখতে পাচ্ছে জয়েস। সুসানার শার্ট ভিজে লেপটে গেছে গায়ের সাথে, ভরাট যৌবন জাহির করছে।

ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে হাত টেনে নিল জয়েস, অপলকে দেখছে সুসানাকে। একটু বাদে স্মিত হেসে ঝরনার পাড় থেকে সরে গেল ও, দশ কদম দূরে গিয়ে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে বসল তার ওপর। পা থেকে বুটজোড়া খসিয়ে, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর কনুইয়ের ওপর কাত হতেই চোখে পড়ল ঝরনা থেকে উঠে আসছে সুসানা।

কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল ও, চোখ নামিয়ে তাকাল নিজের শরীরের দিকে। 'আমার জামা ভিজে গেছে।'

'খুলে শুকাতে দাও।'

জয়েসের দিকে ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে ওর চোখ, সুসানা দেখল। মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপর গা থেকে শার্টটা খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল সে।

একদৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে রইল জয়েস, কোন কথা নেই মুখে, হাত বাড়িয়ে ছোঁবার চেষ্টা করছে না ওকে। তবু ওর কামনাকে যেন উপলব্ধি করতে পারল সুসানা, নিজের অজ্ঞাতসারে এগিয়ে গেল জয়েসের দিকে। উষ্ণ বান ডেকেছে ওর শরীরে, পা কাঁপছে। তারপর হাঁটু গেড়ে জয়েসের পাশে বসে পড়ল ও, চুল খুলে ছড়িয়ে দিল কাঁধের ওপর। ঝুঁকে পড়ে জয়েসের চোখে চোখ রাখল।

'কি দেখছ হাঁ করে,' অস্ফুট স্বরে বলল সুসানা।

'চুপ কর।' জয়েস কাছে টানল ওকে, বুভুক্ষুর মত আত্মসমর্পণ করল সুসানা।

গ্লোরি হোল ছাড়ার তৃতীয় দিনের মাথায়, দুপুরের অল্প খানিক আগে দীর্ঘ উপত্যকার শেষপ্রান্তে ডিক্সনের র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে উপ-

স্থিত হল ওরা। ইতিমধ্যে ঘুরে-ফিরে আশপাশের এলাকা মোটা-মুটিভাবে দেখে নিয়েছে জয়েস, জানে যখন সময় আসবে কিভাবে কাজ করবে সে। এই উপত্যকা আর শহরের মাঝামাঝি অংশে ছোটখাট যে বাথানটা খুলেছে হুইলক, সেটাও ওর আর্মি-ইস্যু ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দূর থেকে জরিপ করছে ও। হুইলক তার গরুবাছুরের জন্য যে মার্কাটা বাছাই করেছে সেটা দেখতে চার স্পোকের হুইলের মত। এর সাথে ডিক্সনের -ডি ব্র্যাণ্ডের একটা সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে জয়েস।

ডিক্সনের বাসাটা বিরাট, পাথরের তৈরি মজবুত একতলা দালান। বাড়ির পেছনে একপাশে বার্ন, বাংকহাউস, কামারশালা, এবং অন্যান্য আরো কয়েকটা দালানকোঠা। আরেক পাশে বিশাল কোরাল। র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে নেমে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধছে জয়েস আর সুসানা, এই সময়ে ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পোর্চে বেরিয়ে এল ডিক্সন, আন্তরিক সুরে সুসানাকে স্বাগত জানাল। ডিক্সনের বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। শক্তপোক্ত একগুঁয়ে চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, এ বয়সেও দেহে প্রচুর শক্তি ধরে লোকটা। সুসানা জয়েসের পরিচয় দিল তার নতুন পার্টনার হিসেবে। করমর্দনের সময় জয়েস বুঝল ডিক্সনের শক্তি সম্পর্কে ওর অনুমান মিথ্যা নয়। তবে সেই সঙ্গে ওর চেহারায় স্থায়ী একটা বেদনার আভাসও আছে, ডান পা-টা পঙ্গু, ফলে ক্রাচের সাহায্য ছাড়া মোটেও চলাফেরা করতে পারে না।

লাঞ্চের আগে, ঠাণ্ডা লেবুর সরবত খেয়ে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নেওয়ার জন্য ওদেরকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল ডিক্সন। সুপরিসর লিভিং রুমে আরেকজন লোক এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

হালকা পাতলা, কঠিন চেহারা, নাম রবসন, গেল দশ বছর ধরে ও ডিক্সনের ফোরম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সুসানা যখন ডিক্সনকে জানাল কি দশা হয়েছে তার নতুন স্টেজ কোচের, জয়েস লক্ষ্য করল রবসন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনল সেটা।

কিন্তু ডিক্সনের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ ফুটল। 'কাজটা হুইলকের এটা তুমি জোর দিয়ে বলতে পার না,' পাশ কাটাবার চেষ্টা করল র‍্যাঞ্চার, সুসানার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

'আমি জানি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সুসানা। 'এবং তুমিও জান, ডিক্স। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চাইছ না, কারণ হুইলক আর এখন তোমার মুঠোয় নেই।'

মাথা নাড়িয়ে প্রবল আপত্তি জানাল ডিক্সন। 'ওর ব্যাপারে আমি শুধু একটা কথা জানি, যে কাজের জন্য টাকা দিচ্ছি ওকে, সেটা ও ঠিকমত করেছে। এবং এখনও করছে। এর বাইরে যদি অন্যকিছু করে থাকে—সেটা আমার মাথাব্যথা না।'

'নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়েছে এক লোক, এটাও তোমার কাছে কিছু না?' দোকানিকে বলপূর্বক ফাঁসি দেওয়ার কথা ডিক্সনকে খুলে বলল সুসানা।

অন্ধকার হল ডিক্সনের মুখ, কিন্তু উদাসীন ভাবটা বজায় রইল। 'এগুলো আমি সমর্থন করি না তুমি তা জান, সুসানা। কিন্তু এর জন্য ওরাই দায়ী, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার আগেই বোঝা উচিত ছিল ওদের। এখন গ্লোরি হোলের লোকজন আর হুইলকের মধ্যে যা কিছু ঘটছে সেটা তাদের সমস্যা—আমার না?'

'তবে শিগগিরই তোমার সমস্যাও হয়ে দাঁড়াতে পারে,' শান্ত গলায় মন্তব্য করল জয়েস। 'হুইলকের মত লোকদের আমদানি

করার ফলাফল ভাল হয় না। সবাইকে পায়ের তলায় এনে ফেলেছে ও। নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করেছে। আর ও যে ধরনের লোক, আরো বড় হতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। এবং তা হওয়ার পথে তুমি হচ্ছো ওর একমাত্র বাধা। তোমার হাতে এখন শাঁখের করাত রয়েছে, মিস্টার ডিক্সন। শিগগিরই তোমাকেও কাটতে শুরু করবে।'

'না, কাটবে না। হুইলক জানে তার রুটির কোন্ পিঠে মাখন।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল জয়েস। 'শুরুতে বুঝতে পারবে না কাজটা ওর। কেবল বুঝবে তোমার গরুবাছুর চুরি যাচ্ছে আবার। হুইলক বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে চোর ধরতে বেরোবে, হয়ত কোন কোন হোমস্টেডারকে ঠুষবেও। তবু তোমার গরু হারানো বন্ধ হবে না।'

'আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে ও এত বোকা না,' ডিক্সন মুখিয়ে উঠল।

কিন্তু ওর ফোরম্যান রবসনকে উতলা দেখাল। মনিবের দিকে ফিরল সে। 'বস, আমার মনে হয় জয়েসের কথায় যুক্তি আছে। সত্যি বলতে কি, হুইলক যেদিন তার মার্কা হিসেবে চার স্পোকের হুইল পছন্দ করল সেদিন থেকেই কেন যেন ভয় হচ্ছে আমার।'

হাত ঝাড়া দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল ডিক্সন। 'এই মার্কা নিয়েছে ওর নামের সাথে মিল আছে বলে।'

'ঠিক...', আস্তে আস্তে বলল রবসন, '...তবে কিনা বার ডি ব্যাণ্ডকে চার স্পোকের হুইলে বদলে নেয়া খুব সহজ।'

'সে চেষ্টা করলে আমি ওকেও ছাড়ব না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ডিক্সন, 'যখন তা করবে।'

'হুইলককে তুমি একা সামলাতে পারবে না,' জয়েস বলল। 'তোমার কর্মচারীরা ভাল হতে পারে—কিন্তু ওরা কাউহ্যাণ্ড, গান-

ম্যান না। এজন্য তোমাকে হোমস্টেডার আর শহরবাসীদের সাথে হাত মেলাতে হবে। আর সেটা এক্ষুণি করা উচিত—হুইলক কোন কিছু টের পাওয়ার আগেই।'

ডিক্সনের চোখ আগুন ঝরাল। 'তারপর হুইলক যখন চলে যাবে, তখন কি হবে? আবার যেকি সেই—লোকজন দখল করে নেবে আমার জমি, গরু চুরি যাবে...'

'ওসব ছোটখাট গরু চুরি ঠেকান কোন সমস্যা না। একজন শেরিফ আর জনাকয়েক ডেপুটি হলেই পারবে।'

'হ্যাঁ, তা পারবে। শেরিফ ধরবে চোরদের। কিন্তু তাদের বিচার করতে হবে শহরে, এবং জুরিরা কেউ ওদের দোষ ধরবে না।' ডিক্সন তার পঙ্গু পায়ের ওপর ঘুসি মারল একটা। 'আমি শিখেছি—দায়ে ঠেকে।'

শ্রাগ করল জয়েস। 'এমনিতেও তোমাদেরকে একদিন একটা আপসরফায় আসতেই হবে। মানুষ চিরকাল অশান্তিতে বাস করতে পারে না। তুমি হয়ত কিছু জমি ছেড়ে দেবে, তার পরিবর্তে বন্ধ হবে তোমার গরু চুরি।'

'না,' চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করল ডিক্সন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথার মোড় ঘুরাল সুসানা। ডিক্সনকে বলল ওর কিছু টাকা ধার দরকার। 'দুটো টিম হর্স মারা যাওয়ায় এখন আমাকে নতুন করে কিনতে হচ্ছে আরো দুটো। অথচ হাতে একদম টাকা নেই। ব্যবসাটা একবার শুরু হলেই অল্প কদিনের ভেতর শোধ করে দেব।'

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় ডিক্সন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। 'অবশ্যই দেব, সুসানা। ব্যাংকে চিঠি লিখে দিচ্ছি আমি। ওরা তোমাকে দিয়ে

দেবে টাকাটা।'

টাকা ধারের ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে যেতে ওখানেই আলোচনার ইতি টানল ওরা, লাঞ্চ করতে ডাইনিং রুমে উঠে গেল।

আবার যখন ট্রেইলে নামল দুজন, স্যাডলের ওপর পেছন ফিরে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে একবার তাকাল সুসানা, তারপর জয়েসের উদ্দেশে ঘুরল। 'কোন লাভ হল না এত কথা খরচ করে,' বলল ও। 'ডিক্স কানেই তুলল না।'

'আমরা কি বলেছি ও শুনেছে,' জয়েস বলল, দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করছে ওর চোখে। 'এরপর যখন উলটোপালটা ঘটবে, ওর মনে পড়ে যাবে সব।'

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ আগে গ্লোরি হোলে পৌঁছাল ওরা। এক ঘণ্টা বাদে সুসানার চার ঘোড়াটানা নতুন স্টেজ কোচটা ঘর্ঘর শব্দ তুলে ওয়াগনইয়ার্ড ত্যাগ করল। জয়েস লাগাম ধরেছে ড্রাইভিং বক্সে উঠে, গার্ড হিসেবে পাশে আছে মারফি। স্টেজটা যখন বাঁক নিয়ে ফ্রন্ট স্ট্রীটে ঢুকল, হুইলক বেরিয়ে এল তার আস্তানা থেকে, পেছনে টবি আর হাইলি।

ওদের ঠিক সামনে এসে রাশ টানল জয়েস। 'ভাবলাম পয়লা ট্রিপে উত্তরেই যাই,' বিনীত সুরে হুইলককে জানাল ও। 'ওইসব মাইনিং ক্যাম্প থেকে অনেকেই নিশ্চয় এদিক হয়ে যেতে চাইবে রেল স্টেশনে।'

'চমৎকার আইডিয়া,' সায় দিল হুইলক। 'আশা করি সব সিট ভরে যাবে তোমাদের। তা ট্রিপ নিয়ে ফিরতে কদিন লাগবে—তিন?'

ঈষৎ সন্দিহান দেখাল জয়েসকে। 'বোধহয় আরেকটু বেশি। তবে অবশ্যই চারদিনের মধ্যে।'

ঘাড় কাত করল হুইলক। 'বেশ। তখনই দেখা হবে তাহলে।'

'আলবত,' বলে হাইলির দিকে তাকাল জয়েস। চোখাচোখি হতে আলতো করে নড করল একটা, হাসল লাজুক ভঙ্গিতে।

হুইলক দেখল লাগাম ঝাঁকিয়ে ঘোড়াগুলোকে আবার সচল করল জয়েস, রাজপথ প্রকম্পিত করে খালি স্টেজ কোচ নিয়ে বেরিয়ে গেল গ্লোরি হোল ছেড়ে। যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল স্টেজটা, ঘুরে দাঁড়াল ও, ঠোঁটের কোণে লোভের হাসি, টবি আর হাইলিকে সঙ্গে করে ফের ঢুকে গেল স্যালুনের ভেতরে।

শহর থেকে বেরিয়ে প্রায় চার মাইল সোজা উত্তরে এগোল জয়েস। তারপর থেমে তাকাল পেছন ফিরে। ঝাড়া দশ মিনিট পর যখন নিশ্চিত হল যে কেউ অনুসরণ করছে না ওদের, স্টেজ কোচ চালিয়ে অ্যামোস নাইলসের খামার বাড়িতে গিয়ে উঠল।

ডিক্সনের র‍্যাঞ্চ থেকে ফেরার পথে নাইলসের সঙ্গে আলাপ করতে জয়েস আর সুসানা থেমেছিল ওখানে। সুসানার অনুমানই ঠিক, বন্দুকবাজি ছাড়া অন্য যেকোন ধরনের সাহায্য করতে এক-বাক্যে রাজি হয়েছে নাইলস। এখন স্টেজ কোচ আর ঘোড়াগুলোকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে এল সে। তারপর কাজ শেষ হলে, মারফি আর জয়েসকে একা বসিয়ে রেখে আবার ফিরে গেল বাসায়।

দুটো বাড়তি স্যাডল হর্সসহ সুসানা আর ডেপুটি হারকোর্ট যখন হাজির হল মাঝরাত হতে তখনো তিন ঘণ্টা বাকি। ওরা আসতেই জয়েস আর মারফি ঝটপট উঠে পড়ল ঘোড়ায়। হারকোর্টের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সুসানা ধমকে উঠল, 'জেস, আল্লার ওয়াস্তে,

তোমার চেহারাটা একটু ভাল কর। ওরা নিজেদের কাজ ভালই বোঝে।'

'ওরা বোঝে,' স্বীকার করল হারকোর্ট, 'তবে আমার কথা বলতে পারছি না। জানি এখন আমি ব্যাজ পরে নেই, কিন্তু এটা তো ঠিক আমি একজন আইনের লোক। অথচ যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি। 'শুধু শুধু মন খারাপ করছ, বাছা—এছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের। হুইলকের দলবল অনেক বড়, সবাইকে একসাথে সামলান যাবে না। কাজেই কয়েকজনকে শহর থেকে কৌশলে বের করে আনব আমরা।'

'আমাকে আর বোঝাতে হবে না,' ঠোঁট ফোলাল হারকোর্ট। 'একবার যখন কথা দিয়েছি, আমি শেষ পর্যন্ত থাকব তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু তার মানে এই না, আমার সেটা ভালও লাগতে হবে।'

সশব্দে হাসল মারফি। 'আরে, বাপু, মনটা একটু হাসিখুশি কর। এই ঝামেলা চুকলে তোমাকে আমরা নতুন মার্শাল বানাব।'

দুর্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করল হারকোর্ট। 'যদি তখনো বেঁচে থাকি।'

'তা বটে,' হার মানল মারফি।

ঘোড়া নিয়ে জয়েসের পাশাপাশি হল সুসানা, হাতে হাত রাখল। জয়েসের চোখের দিকে নীরবে তাকাল ও, শক্ত হয়ে চেপে বসল মুঠি।

ওর গালে আলতো একটা আঙুল ছোঁয়াল জয়েস, কানের পাশ দিয়ে নেমে এল চোয়ালের জোড় অবধি। 'শহরের ওপর নজর

রেখ।'

'রাখব,' মৃদু স্বরে বলল সুসানা, হাত টেনে নিল। 'দোয়া করি, তোমরা সফল হও।'

পথ থেকে সরে দাঁড়াল ও, দেখল তিন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

নয়

পাহাড়ি খাঁজের ঠিক নিচে অন্ধকারের ভেতর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়েস, হাতে কারবাইন তৈরি। বেশ কিছুক্ষণ হয় ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, খাঁজের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে পাহাড়ের ওপাশে নিচের ছোট্ট লগ কেবিনটা জরিপ করছে। মাত্র দশ গজ দূর থেকেও কেউ দেখতে পাবে না জয়েসকে। ওর পাশেই যে ফার গাছটা রয়েছে তার ছায়ায় মিশে রয়েছে ও।

নিচের কেবিনে একটা দরজা আর জানালা আছে, ওগুলোর ওপর নজর রাখছে জয়েস। এটা একটা লাইন শ্যাক, ডিক্সনের দীর্ঘ উপত্যকার উত্তর প্রান্তে পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থিত। এ অঞ্চলে অসংখ্য ছোটখাট যেসব ক্যানিয়ন আর গাছপালা ছাওয়া ঢাল রয়েছে সেখানে নিয়মিত দিনের বেলায় ডিক্সনের গরুবাছুর পাহারা দেয় দুজন লাইন রাইডার। এই কেবিনে ওরা রাত কাটায়।

সুসানার সাথে এ এলাকায় চক্কর দেওয়ার সময় ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে ওই কেবিন, আর ওখানে যে দুজন রাইডার থাকে তাদেরকে এক নজর দেখে নিয়েছিল জয়েস। এরকম আরো একটা কেবিন আছে ডিক্সনের উপত্যকার পুব পাশে। তবে ওখানে হানা দেবে পরে। আজ রাতে অপারেশন চলবে এই অঞ্চলে।

উলটো দিকে ঘাড় ফিরিয়ে, যে ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে তাকাল জয়েস। ঢালের গোড়ায় একটা ফাটলের ভেতর আগুন জ্বলছে। ছোট করে ধরান হয়েছে, তবে অনায়াসে একটা ব্র্যাণ্ডিং আয়রন বা গরুবাছুরের গায়ে মার্কা দেওয়ার শিক গরম করা যাবে। আগুনের কাঁপা-কাঁপা, লালচে আভায় ও দেখতে পেল মারফি উবু হয়ে গনগনে কয়লার ভেতর থেকে একটা তাতান শিক বের করছে টেনে। কাছেই যেখানে একটা দড়ি বাঁধা ষাঁড় মাটিতে পেড়ে ধরেছে হারকোর্ট, ব্র্যাণ্ডিং আয়রন হাতে মারফি যখন সেদিকে ঘুরল, আবার কেবিনের ওপর নজর ফেরাল জয়েস।

ওর পেছনে, গরম শিকের ছ্যাঁকা খেয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ষাঁড়টা। এত জোরে যে অনেকদূর থেকে শোনা যাবে ওই শব্দ। কেবিনের ভেতর যে দুজন লাইন রাইডার আছে তাদের ঘুম নিশ্চয় খুব গাঢ়, ভাবল জয়েস। এই নিয়ে তিনবার ষাঁড়ের গর্জন শোনা গেল এরকম নিশুতি রাতে। জয়েস উপলব্ধি করল, হুইলকের পেশী-পুরুষদের ওপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে ডিক্সনের কর্মচারীরা অলস হয়ে পড়েছে।

ধারণাটা সবে বদ্ধমূল হতে শুরু করেছে ওর ভেতর এই সময় হঠাৎ খুলে গেল কেবিনের দরজা, একটা ছায়ামূর্তি পা বাড়াল বাইরের জ্যোৎস্নালোকে।

ঝট করে কারবাইন তুলেই গুলি করল জয়েস, উঁচুতে নিশানা করেছে। লাইন রাইডারের মাথার ঠিক ওপরে, দরজার চৌকাঠে আছড়ে পড়ল বুলেটটা। লাফিয়ে ভেতরে ফিরে গেল রাইডার, সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে, নিশানা সরিয়ে আবার গুলি ছুঁড়ল জয়েস। দ্বিতীয় বুলেটটা জানালার ওপরের চৌকাঠে

ঢুকে গেল। এরপর গাছের আরেক পাশে সরে গেল ও, গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখল কেবিনের দরজা-জানালার ওপর।

কেবিনের ভেতর থেকে পালটা জবাব আসবে এ আশঙ্কা করছে না জয়েস। রাইডার দুজন যদি নিতান্ত আহাম্মক না হয়, অনর্থক গুলি ছুঁড়ে অপচয় করবে না নিজেদের অ্যামুনিশন। এরকম অন্ধকার রাতে নিশানা করার মত কোনকিছু দেখতে পাবে না ওরা। মাথায় যদি সামান্যতম বুদ্ধিও থেকে থাকে, এ মুহূর্তে উপুড় হয়ে রাইফেল হাতে মেঝেতে শুয়ে আছে ওরা, অপেক্ষা করছে এরপর কি ঘটে তা দেখার জন্য, এবং কেউ যদি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে তাকে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

তবে সে চেষ্টা কেউই করতে যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে যখন আর কোন গোলাগুলির শব্দ পাবে না, স্বাভাবিকভাবেই দরজাটা আবার খোলার চেষ্টা করবে লাইন রাইডাররা। তারপর যখন কোন গুলি ছুটে যাবে না ওদের দিকে তখন কেবিনের পেছনে ওদের যে চারটে ঘোড়া বাঁধা থাকে সেগুলোর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে ওরা। কার্যোপলক্ষে লাইন রাইডারদের বিস্তর ছোটাছুটি করতে হয়, তাই সবসময় বাড়তি ঘোড়া থাকে ওদের সঙ্গে। কিন্তু এই লাইন রাইডার দুজন তাদের সবকটা ঘোড়া পাবে না। ওরা পাবে মাত্র একটাকে। ঘণ্টাখানেক আগে চুপিসারে নিচে নেমে গিয়ে জয়েস সরিয়ে ফেলেছে বাকি তিনটে ঘোড়া।

এর ফলে মোটে একজনের সুযোগ থাকবে ঘোড়ায় চড়ার। বলা বাহুল্য, রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র রাসলার ধরতে বেরোবে না সে। সেক্ষেত্রে সেই রাইডারের একটা কাজই করার আছে: সাহায্যের আশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ডিক্সনের র‍্যাঞ্চে ছুটে যাওয়া।

যা আশা করেছিল জয়েস, কেবিন থেকে কোনরকম সাড়াশব্দ এল না। আগের মতই নীরব এবং অন্ধকার হয়ে রইল ওটা। মারফি যখন ঢালের মাথায় উঠে এসে জয়েসের একটা হাত স্পর্শ করল তখন পর্যন্ত দরজাটা আর খোলেনি।

ওরা নিচের ফ্লাটে অপেক্ষমাণ হারকোর্টের কাছে নেমে এল। ইতিমধ্যে আবার স্যাডলে উঠে বসেছে ডেপুটি। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, সমস্ত ছাই নেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ধুলোবালুর সাথে। শেষ যে ষাঁড়ের গায়ে তাতান ব্র্যান্ডিং আয়রনের ছাঁকা দিয়েছে ওরা, মুক্তি পেয়ে সেটা এখন অপর দুই সঙ্গীর খোঁজে ঢুকে গেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর। ডিক্সনের র‍্যাঞ্চ থেকে লোকজন এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল হয়ে যাবে। আগে বা পরে, ওই ষাঁড়গুলো চোখে পড়বে ওদের।

স্যাডলে উঠে বসল জয়েস আর মারফি, তিনজনে মিলে রওনা হল উত্তরে, প্রত্যেকের হাতেই লাইন শ্যাকের পেছন থেকে যে ঘোড়াগুলো সরিয়ে এনেছে জয়েস তাদের একটার লাগাম রয়েছে।

হারকোর্টের দিকে ফিরে মারফি কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'বাছা, কাজটা বেআইনি হল বলে তোমার কি এখনো মন খারাপ করছে?'

'না, এখন আর ওসব ভাবছি না আমি,' জবাব দিল ডেপুটি। 'এখন জান বাঁচান ফরজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জয়েস। 'এই তো খোলতাই হচ্ছে মগজ।'

নিরেট পাথুরে একটা ট্রেইল ধরল জয়েস যেখানে ওদের কোন ট্র্যাক থাকবে না। ট্রেইলটা ওদেরকে একটা ঝরনার কাছে নিয়ে

এল, পানিতে নেমে ভাটির দিকে কিছুদূর এগোল ওরা। তারপর ঝরনার মাঝখানে রাশ টেনে নামল স্যাডল থেকে। তিনটে 'ধার করা' ঘোড়ার পিঠে ক্যানভাসের থলে বেঁধে পাথর দিয়ে ওগুলো বোঝাই করে আবার ফিরে গেল নিজেদের স্যাডলে। পানি থেকে যখন পাড়ের নরম কাদামাটিতে উঠে এল ওরা, ছয়টা ঘোড়াই এরকম ট্র্যাক সৃষ্টি করল যে দেখে মনে হবে প্রত্যেকটার পিঠে সওয়ারি আছে একজন করে।

ছজন সশস্ত্র অশ্বারূঢ় রাসলারকে মোকাবেলা করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই যারা ওদের ধাওয়া করতে আসবে, জয়েস আশা করছে, তারা সাবধানে এবং ধীরে-সুস্থে এগোবার চেষ্টা করবে। এবং এর ফলে ওদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে পালান।

এবার সরু, আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ধরে একফালি ঘেসোজমিতে এসে উপস্থিত হল তিনজনে। রাতের প্রথম ভাগে পাহাড়ের গোড়া থেকে ডিক্সনের গোটা ত্রিশেক গরুবাছুর ধরে এনে এখানে বেঁধে রেখে গিয়েছিল ওরা। গরুগুলোকে ওরা আবার জড় করল এক জায়গায়, তারপর আরো উত্তরে, দুর্গম পাহাড়ি এলাকার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। এমনভাবে এগোচ্ছে যেন পথে স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকে ট্রেইল।

এক ঘণ্টা পর গরুবাছুরের ছোট্ট পালসহ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল ওরা। পথের ওপর গাছপালার বাধা পেয়ে আপনাআপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল গরুগুলো, তিন অশ্বারোহীর দাবড়ানিতে ছুটে পালাল এদিকে-সেদিকে। এখন দিনের বেলাতেও, জঙ্গলের ভেতর থেকে ওইসব গরুবাছুর খুঁজে বের করে আনতে প্রচুর সময় লাগবে ডিক্সনের রাইডারদের।

মারফি আর হারকোর্টকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে একটা পাহাড়ি নালায় পৌঁছাল জয়েস। নালা ধরে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবার বেরিয়ে এল খোলা প্রান্তরে, দক্ষিণ-পুব দিকে বাঁক নিল।

ডিক্সন ভ্যালির পুব প্রান্তের লাইন কেবিনটা এখান থেকে বহু-দূরের পথ। ভোরের আগে কোনমতেই সেখানে পৌঁছাতে পারবে না ওরা। আর জয়েসও সেটাই চাইছে।

ডিক্সন ভ্যালির পুব দিকের লাইন শ্যাকে যে দুজন লোক থাকে কাক-ভোরে ঘুম ভাঙল তাদের। বিনা বাক্যব্যয়ে, নিজেদের শয্যা ত্যাগ করল ওরা, পায়ে বুট গলাল। এ দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। একজন একেবারে ছোকরা, সবে সতেরয় পা দিয়েছে। অন্যজন মাঝবয়সী, কাউহ্যাণ্ড হিসেবে বুড়োই বলা চলে। ফলে আগের তুলনায় বেশি সময় লাগে ঘুমের রেশ কাটতে, তাই সকালের কফি পেটে না পড়া অবধি কোন কথা বলা বা শোনার মত মনের অবস্থা থাকে না তার। ছোকরা যখন পানি আনতে একটা কাঠের গামলা হাতে করে বাইরে বেরিয়ে গেল, ধীরে-সুস্থে স্টোভ ধরাবার প্রস্তুতি নিল সে।

বিশ সেকেণ্ড পরেই ফিরে এল ছোকরা। গামলাটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখল ও, এখনো খালি। 'ছটা ঘোড়া নেই।'

চোখ পাকিয়ে মাঝবয়সী তাকাল ওর দিকে। 'নেই মানে?'

'নেই মানে নেই,' সমান তেজে জবাব দিল ছোকরা।

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের। নিমেষে তৎপর হয়ে উঠল দুজনই। অবশিষ্ট ছটা ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে

যাওয়ার আগে ঝটপট কোমরে গানবেল্ট বেঁধে তাক থেকে নিজেদের রাইফেলগুলো পেড়ে নিল।

স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে নিখোঁজ ঘোড়া ছুটোর ট্র্যাক। যে লোকটা পায়ে হেঁটে এসে চুরি করেছে ওদের তার বুটের ছাপও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। খানিকদূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে বুটপ্রিন্ট, এখান থেকে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গেছে তৃতীয় একটা ঘোড়া। ওর পিঠে একজন সওয়ারি ছিল। সোজা পুবে, অজস্র ক্যানিয়নের এক গোলকধাঁধার দিকে চলে গেছে ট্র্যাকগুলো।

যে ট্রেইল ধরে অগ্রসর হচ্ছিল লাইন রাইডাররা মাইল দুয়েক পর একটা জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল সেটা। জঙ্গলের আরেক মাথায় বেরিয়ে ট্র্যাকগুলো আর খুঁজে পেল না ওরা, তবে একটা জিনিস চোখে পড়ল: পঞ্চাশটারও বেশি গরু অল্পক্ষণ আগে ওই পথে পুবে গেছে।

মাঝবয়সী রাইডার রাশ টেনে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ট্রেইলের দিকে। সংশয়ের চোখে ওর পানে তাকাল ছোকরা। 'রাসলার?'

'আলবত। তাড়া না খেলে, ঘাস-পানি নেই এরকম জায়গায় গরুবাছুর কক্ষনো দলবেঁধে যায় না। তুমি ওই ডানের জমিটা পরীক্ষা কর। আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি ব্যাটারা কজন ছিল বুঝতে পারি কিনা।'

গরুবাছুরের দল যে চওড়া ট্রেইল সৃষ্টি করেছে তার বাঁ দিকে নিজের ঘোড়া ঘোরাল মাঝবয়সী রাইডার, মাটির ওপর চোখ রেখে এগোল ধীরকদমে। একটু বাদে, ওপাশ থেকে ছোকরা চেঁচিয়ে বলল ওকে, 'এদিকে তিনটে ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছি!'

'আমি পাঁচ,' হুঙ্কার ছাড়ল মাঝবয়সী রাইডার। 'সব মিলে আট।'

ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাটল ট্রেইলের এপাশে চলে এল ছোকরা, চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। 'আটজন রাসলার। আমাদের দুজনের জন্য একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'একদম আমার মনের কথা। চল, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাই—জলদি।'

আর একমুহূর্ত দেরি না করে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল দুজন, পশ্চিমে ডিক্সনের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ছুটে চলল।

মেসার বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ক্যানিয়নটা, মেসার আরেক মাথায় এসে পুব দিকে আবার খুলে গেছে। খুব বেশি বাঁক আর মোচড় থাকায়, গরুবাছুরের পাল নিয়ে জয়েসরা যখন ক্যানিয়নের সিকিভাগ অতিক্রম করল তখন দুপুর। এই জায়গায় শাখা ক্যানিয়ন রয়েছে একটা, দক্ষিণে স্মোক রিভার অভিমুখে চলে গেছে।

প্রথমে দুই লাইন কেবিন থেকে ধরে আনা পাঁচটা ঘোড়া ছেড়ে দিল ওরা, তারপর গরুবাছুরের পালটাকে ওই শাখা ক্যানিয়নের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। সবকটা জানোয়ার যখন শাখা ক্যানিয়নের অনেকটা ভেতরে চলে গেল, আর ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন রইল না। আরেক প্রান্তে টাটকা পানির গন্ধ পেয়ে নিজের গরজেই ছুটে চলল ওরা। গরুবাছুর আর সওয়ারিবিহীন ঘোড়াগুলো একবার যখন উপস্থিত হবে নদীর ধারে তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে আবার, ফিরে যেতে শুরু করবে ডিক্সন ভ্যালির পশ্চিম দিকে যেসব তৃণভূমি আর ঝোপঝাড় রয়েছে সেদিকে।

ডিক্সন র‍্যাঞ্চ থেকে এই শাখা ক্যানিয়নে সূর্যাস্তের আগে কোন রাইডার পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। ফলে রাসলারদের আবার ধাওয়া করতে হলে সারা রাত এখানে অপেক্ষা করতে হবে

ওদের। জয়েসের অনুমান ঠিক হলে, এ পথে যে রাইডাররা আসবে তারা হবে হুইলকের বন্দুকবাজ। উত্তরের লাইন রাইডারের মুখে হানাদার হামলার সংবাদ পেয়ে ডিক্সন তার অধিকাংশ কর্মচারীকে ওখানে পাঠাবে। পাশাপাশি প্লোরি হোলেও একজনকে পাঠাবে সে, হুইলককে বলতে যে কাজের জন্য মাসোহারা দেওয়া হয় তাকে সেটা সমাধা করতে সে যেন তার কয়েকজন বন্দুকবাজকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়।

উপত্যকার পূর্ব সীমানায় যে লাইন শ্যাক রয়েছে তার রাইডার দুজন র‍্যাঞ্চে পৌঁছাবে শহর থেকে হুইলকের ভাড়াটে গুণ্ডারা ওখানে এসে পড়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে। সুতরাং এ পথেই আসবে ওরা, রাসলারদের দ্বিতীয় দলটাকে তাড়া করে ধরতে। সেই কাজ ওদেরকে আজ রাত এবং আগামীকাল সকালের বেশ খানিকটা সময় এ অঞ্চলেই আটকে রাখবে। এরপর কতক্ষণ ওরা থাকবে এখানে সেটা নির্ভর করে রাসলারদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে কতটা কৃতসংকল্প ওরা তার ওপর।

ঘোড়া ঘুরিয়ে মূল ক্যানিয়ন ধরে যে পথে এসেছিল আবার সে পথে ফিরে চলল জয়েস। মারফি আর হারকোর্ট অনুসরণ করল ওকে। এখন আর ট্র্যাক গোপন করার ব্যাপারে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে না ওদের। পঞ্চাশটারও বেশি গরু এখান দিয়ে যাওয়ার সময় যেভাবে লণ্ডভণ্ড করেছে ক্যানিয়নের মেঝে তাতে এমনিতেই আলাদা করে কোন ট্র্যাক চেনার জো নেই। প্রায় সন্ধ্যে নাগাদ ক্যানিয়নের পশ্চিম প্রান্তে ফিরে এল ওরা। ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের কয়েক কদম আগে ছায়াচ্ছন্ন একটা জায়গায় রাশ টানল জয়েস, হাত তুলে অপর দুজনকে ইশারা করল ওর পাশে থামতে।

গলায় ঝোলান চামড়ার ফিতে বাঁধা ফিল্ড গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ধরল ও, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে মেসার পশ্চিম দিকে তাকাল।

প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না ওর। তবু চালিয়ে গেল দেখা, যেসব রাস্তায় ধাওয়াকারীদের আসার সম্ভাবনা আছে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তার সবগুলো জরিপ করল।

জয়েসকে লক্ষ্য করছিল মারফি, হঠাৎ ওর মুখের পেশীতে টান পড়তে দেখে এর কারণ অনুমান করে নিল সে। 'রাইডার?'

'হ্যাঁ।' পশ্চিম দিক থেকে একটা ধুলোর মেঘ ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে। ফিল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে ওই ধুলোর মাঝে একদল অশ্বারোহীর ক্ষুদ্রকায়, আবছা অবয়ব দেখতে পেল জয়েস। গরু-বাছুরগুলো যে ট্রেইল রেখে এসেছে সেটাই অনুসরণ করছে ওরা। বোঝা যায় এ কাজে লোকগুলো অভিজ্ঞ—কিংবা ওদের নেতৃত্বে রয়েছে দক্ষ কেউ একজন। একসঙ্গে দলবেঁধে এগোচ্ছে না ওরা। দুপাশে পাহারাদার রেখে ছড়িয়ে পড়েছে যেন কোন অ্যামবুশ হলে প্রতিহত করতে পারে। এবং পুরোভাগে রয়েছে একজন রাইডার, দলের অন্যদের থেকে বেশ অনেকটা সামনে এগিয়ে রয়েছে সে।

ডেপুটি হারকোর্ট তার ঘোড়াসহ জয়েসের পাশে চলে এল। 'চেষ্টা করলে এখনো হয়ত ওদের চোখে ধুলো দিতে পারব আমরা।'

'মনে হয় না। ওদের কাছেও হয়ত আছে একটা ফিল্ড গ্লাস।' চোখ থেকে দূরবীন নামাল জয়েস, ডানে ঘাড় ফিরিয়ে ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের ঠিক ভেতরেই পাহাড় ধসে বড় বড় পাথরচাঁই আর থামের যে স্তূপটা জমে উঠেছে সেদিকে তাকাল। 'আপাতত ওই পাথরগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দেব আমরা। ওরা এখান দিয়ে

চলে যাক আগে।'

কথা শেষ করেই স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও। মারফি আর হারকোর্টকে নিয়ে বিশালকায় পাথরস্তূপটার দিকে এগোল। ক্যানিয়নের মুখ দেয়াল আর গুটিকতক বোল্ডারের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গায় ঘোড়া তিনটে লুকিয়ে রাখল ওরা। তারপর বুকে হেঁটে ওপরে দুটো পাথরচাঁইয়ের মাঝখানে উঠে গেল জয়েস, অন্য আরেকটা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল মেসার ওপাশে।

আগুয়ান অশ্বারোহীদের দিকে আবার ফিল্ড গ্লাস সরিয়ে এনেছে ও এই সময় মারফি আর হারকোর্ট উঠে এসে ওর দুপাশে দাঁড়াল। ধাওয়াকারী দলটা বেশ কাছে এসে পড়েছে এখন—মোট এগারজন। ধীরে-সুস্থে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে ওদের সবাইকে একে একে জরিপ করল জয়েস। যা আঁচ করেছিল সে—হুইলকের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী—এবং ওদের নেতৃত্বে রয়েছে রেড হাইলি, ওর স্যাডল হর্নের ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে একটা রাইফেল।

ঝট করে ফিল্ড গ্লাস নামিয়ে আশপাশে নজর বোলাল জয়েস, নিশ্চিন্ত হল ওরা যথেষ্ট গাঢ় ছায়ার ভেতর রয়েছে, বাইরে থেকে দেখতে পাবে না কেউ—এমনকি হাইলিও নয়। আবার যখন ফিল্ড গ্লাস তুলল সে বাঁ হাতে আড়াল দিল যেন লেন্সে কোনরকম আলো পড়ে প্রতিফলিত না হয়।

ও দেখল সবাইকে থামতে ইশারা করল হাইলি, স্যাডলব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বাইনোকিউলার বের করে আনল। হাইলি ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে ফোকাস করতেই একচুল নিচু হল জয়েস। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হল এভাবে, তারপর একসময় বাইনোকিউলার নামাল হাইলি, ফের আগে বাড়াল ঘোড়া। ওর পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে

ছড়িয়ে থাকা দশজন লোক অনুসরণ করল ওকে।

ফিতেটা গলা থেকে খুলে ফিল্ড গ্লাসটা মারফির হাতে দিল জয়েস। 'সামনের লোকটাই তোমাকে গুলি করেছিল। আর উঁচুতে উঠ না। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না হাইলির সাথে।'

লেন্সের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল মারফি। ক্রুদ্ধ অথচ চাপা স্বরে বলল, 'দেব নাকি ঋণ শোধ করে?'

'এখন না,' জয়েস বলল। 'অন্য কোথাও।' ফিল্ড গ্লাসটা ফেরত নিল ও, তবে আর চোখে তুলল না। বন্দুকবাজরা এখন খুব কাছে চলে এসেছে, প্রায় রাইফেলের নাগালের ভেতরে।

জয়েসের একটা হাত স্পর্শ করলো হারকোর্ট, ফিসফিস করে শুধাল, 'আমাদের এখন ঘোড়ার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত না?'

'হ্যাঁ। আরেকটু—' আচমকা মাঝপথে চুপ করে গেল জয়েস। ফের দাঁড়িয়ে পড়েছে হাইলি, ঠিক রাইফেলের আওতার বাইরে। আবারো বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়েছে ও, ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের পাশে যে পাথরস্তূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওরা সেটা পর্যবেক্ষণ করছে।

বোল্ডারের গায়ে সেঁটে গেল হারকোর্ট। 'ও কি দেখতে পাচ্ছে আমাদের?' আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করল।

'না।'

'তাহলে কেন—'

'না দেখতে পেলেও বুঝতে পারছে ফাঁদ পাতার জন্য এটা একটা চমৎকার জায়গা,' শান্ত কণ্ঠে ডেপুটিকে বলল জয়েস। 'তাই ইতস্তত করছে।'

বাইনোকিউলার নামিয়ে ঘাড় ফেরাল হাইলি, সবচেয়ে কাছের

রাইডারকে বলল কিছু একটা। দলপতির নির্দেশে হাঁটু দাবিয়ে নিজের ঘোড়া আগে বাড়াল সেই লোক। তারপর দুজন একসঙ্গে ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের ডান পাশে সরে গেল, কোনাকুনিভাবে এগোল মেসার দিকে মুখ করে।

ওরা যখন মেসার বাইরের দেয়ালের কোনা ঘুরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, হারকোর্ট আবার তাকাল জয়েসের পানে, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

'পাহাড়ের ওপরে উঠবে হাইলি,' জয়েস বুঝিয়ে বলল, নিজের কাছেই বিস্বাদ ঠেকছে কথাগুলো। 'পায়ে হেঁটে মেসার মাথায় উঠবে যাতে ওপর থেকে ক্যানিয়নের ভেতরটা দেখতে পারে ভাল করে।'

ইতিমধ্যে ঘাড় কাত করেছে মারফি, চোখ কুঁচকে ওপর পানে তাকিয়ে দেখছে ক্যানিয়নের দেয়ালের মাথা। 'তোমার কথাই ঠিক, জেমস—কোনরকম চালাকি চলবে না হাইলির সাথে। ওখানে উঠলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে ও। তারপর দুই মিনিটও এখানে টিকতে পারব না আমরা। যেরকম হাতের টিপ—দলের আর কারো সাহায্যের দরকার পড়বে না ওর।'

দুই বোল্ডারের মাঝ দিয়ে পিছলে নিচে ঘোড়াগুলোর কাছে নেমে এল জয়েস। 'আরেকটু পেছনে গিয়ে লুকাতে হবে আমাদের,' হারকোর্ট আর মারফি নেমে আসতে ওদেরকে বলল সে। ঘোড়ার লাগাম ধরে ক্যানিয়ন হয়ে পিছু হটতে শুরু করল ও, দেয়ালের কাছাকাছি থাকছে সর্বদা যেন বাইরে অপেক্ষমাণ বন্দুকবাজরা ওদেরকে দেখে না ফেলে। মারফি আর হারকোর্টকে কথাটা ওর মনে করিয়ে দিতে হল না। একসারিতে ওকে অনুসরণ করছে ওরা,

একরকম লেপটে রয়েছে পাহাড়ের গোড়ার সাথে।

যখন ক্যানিয়নের ভেতরে প্রথম তীক্ষ্ণ মোচড়টা পেরিয়ে এল, জয়েস মনে মনে যে জায়গার কথা ভেবে রেখেছে নিজেদের স্যাডলে চেপে সেখানে চলে গেল ওরা। ক্যানিয়নের প্রায় মাইলখানেক ভেতরে পাহাড়ের বাঁ দেয়ালে ওই হাইড-আউটটা অবস্থিত। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা বিশাল একটা পাথরখণ্ড পথ করে দিয়েছে ওখানে উঠে যাওয়ার। পাথরখণ্ডের পেছন দিকে পাহাড়ের দেয়াল দেবে গেছে এক জায়গায়, একটা গুহামত সৃষ্টি করেছে। আজ বিকেলে গরুবাছুরসহ এ পথে যখন এসেছিল ওরা তখন জায়গাটা নজরে পড়েছিল জয়েসের। কিন্তু এখন সন্ধ্যার আগমনের সাথে সাথে ক্যানিয়নের ভেতরে সবখানে গাঢ় ছায়া পড়েছে, ফলে পাথরখণ্ডের পেছনে যে গুহাটা রয়েছে সেটা আর দেখা যাচ্ছে না।

গোটা ক্যানিয়নে দুপাশের দেয়ালে এরকম যত কোনা বের করা পাথরখণ্ড রয়েছে তার প্রত্যেকটা যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করে, তাহলে আশা করা যায় এই গুহাটাও এড়িয়ে যাবে হাইলির দৃষ্টি।

মাটিতে নেমে ঘোড়া হাঁটিয়ে পাথরখণ্ডের পেছনে চলে গেল ওরা, গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ওখানে বাইরে থেকে ওদের দেখা যাবে না। তেমনি ওরাও দেখতে পাবে না বাইরের কারোকে। এ মুহূর্তে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই ওদের, তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল কান খাড়া করে।

অনেকক্ষণ পর ঘোড়ার খুরের শব্দ পৌছাল ওদের কানে। জয়েসের ডান হাত তার ঘোড়ার কেশরের ওপর চেপে বসল, বাঁ

হাতে মোলায়েমভাবে আঁকড়ে ধরল ওর নাকের পাটা, আদর দিয়ে চুপ করিয়ে রাখল। মারফি আর হারকোর্টও তা-ই করছে। প্রত্যেকেই যেন নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে।

বাইরে, ক্যানিয়নের মাঝে, কাছে এগিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো। জয়েস ওদের খুরের আওয়াজের ওপর তার মনোযোগ স্থির করল। দুটো ঘোড়া।

এগিয়ে এল ওরা, মাঝারিকদমে পাশ কাটাল হাইড-আউটটাকে। ঘোড়সওয়ার দুজন ক্যানিয়নের গভীরে চলে যেতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল ওদের ঘোড়ার পদশব্দ। তারপর একসময় আবার নীরবতা নামল।

বাইরে, ক্যানিয়নের ওপর রাত জাঁকিয়ে বসতে গুহার ভেতর আরো নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠল অন্ধকার। আস্তে আস্তে কেটে গেল একটা মিনিট। আরেকটা।

তারপর আবার ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল—এবার বড় একটা দল। ঘোড়াগুলো এগিয়ে আসার সাথে সাথে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল জয়েসের শ্রবণশক্তি। এখন জোরালো শোনাচ্ছে ওদের খুরের আওয়াজ। বন্দুকবাজদের দলটা এ মুহূর্তে এই হাইড-আউটের সরাসরি উলটো দিকে রয়েছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল জয়েস, কান খাড়া।

ঘোড়ার দঙ্গলটা পেরিয়ে গেল ওদের। কিছুক্ষণ পর ওদের আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। এক মিনিট অতিবাহিত হল। আরেক মিনিট। না, কোথাও কোনরকম সাড়াশব্দ নেই।

জয়েসের দিকে তাকাল হারকোর্ট, অন্ধকারে ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না। একবার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জয়েস। আওয়াজ

থেকে ওর মনে হয়েছে দ্বিতীয় দলে সাতটা ঘোড়া ছিল। ওর গোনা যদি ঠিক হয়ে থাকে, আরো দুটো বাকি রয়েছে।

হিসেবে ভুল হয়েছে কিনা সবে এরকম ভাবতে শুরু করেছে ও এমন সময় আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ এসে পৌঁছাল ওদের কানে। জয়েসের গাল বেয়ে ঘামের ক্ষীণ একটা ধারা নামল। ধারাটা মোছার কোন চেষ্টা করল না ও। একটুও নড়াচড়া করছে না সে। গেরিলা রণকৌশল সম্পর্কে হাইলির ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ওর প্রতি জয়েসের শ্রদ্ধা এখন আরো এক মাত্রা বেড়ে গেল। রাইডারদের দল তিনটের কোন একটাকে যদি অ্যামবুশ করার চেষ্টা করত কেউ, অপর দুটি দলের ফাঁদে আটকা পড়ে যেত সে।

শেষ দুই ঘোড়সওয়ারের আওয়াজ যখন মিলিয়ে গেল দূরে তখনো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়েস। আরো তিন মিনিট ওভাবে রইল সে। তারপর একটা হাত সরাল ঘোড়ার ওপর থেকে, আস্তিনের সাহায্যে মুখের ঘাম মুছল।

'ঠিক আছে,' বলে ঘোড়া হাঁটিয়ে হাইড-আউটের বাইরে বেরিয়ে এল জয়েস। ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে হারকোর্ট, সবশেষে মারফি। অন্ধকার হয়ে আছে ক্যানিয়নের মেঝে, এত গভীরে ম্লান জ্যোৎস্না পৌঁছে দেওয়ার মত উঁচুতে চাঁদ ওঠেনি এখনো। বাকি দুজন আগে-ভাগে তাদের ঘোড়ায় উঠে বসল, শেষবারের মত চারপাশে নজর বোলাল জয়েস।

'কই, এস,' মৃদু স্বরে তাড়া দিল মারফি।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল জয়েস, রেকাবে পা দিয়ে একলাফে উঠে বসল স্যাডলে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিজেদের ঘোড়াগুলো ঘুরিয়ে নিল ওরা, ধীরকদমে ফিরে চলল ক্যানিয়নের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের

দিকে। প্রথম তীক্ষ্ণ মোচড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে এই সময় ওদের মাথার অনেক ওপরে কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, খানখান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা।

আচমকা একটা বুলেটের তীব্র ধাক্কা খেয়ে ছিটকে স্যাডল থেকে একপাশে হেলে পড়ল জয়েস।

দশ

নিচের দিকে তির্যকভাবে ছুটে এসেছিল বুলেটটা, ঘোড়ার ঘাড় ভেদ করে মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার আগে জয়েসের ডান পাশের তিনটে পাঁজরের হাড়ে ঘষা খেল।

তখনো স্যাডলের বাইরে ঝুলছে অর্ধেক শরীর এই সময় ওর গায়ের ওপর পড়ে যেতে শুরু করল ঘোড়াটা। একঝটকায় রেকাব থেকে পা ছাড়িয়ে নিল জয়েস, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল আরেকটু বাঁয়ে, হাতের তালু আর হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে নেমে এল। মৃত ঘোড়াটা ওর পাশেই লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। ইতিমধ্যে বুলেটের আঘাতের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে জয়েস, উপলব্ধি করতে পেরেছে কি ঘটেছে।

ক্যানিয়নের ওপাশে এগারটা ঘোড়া চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল ও—কিন্তু ওগুলোর একটা ছিল সওয়ারিবিহীন। হাইলি তার দলবলের কাছে আর ফিরে যায়নি। এমনিতেই অসংখ্য বাঁক আর মোচড় রয়েছে ক্যানিয়নে, তার ওপর ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছিল বন্দুকবাজরা, তাই ও ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপর দিয়ে দৌড়ে তাল বজায় রেখেছে ওদের সঙ্গে, প্রস্তুত থেকেছে কোন অ্যামবুশ হলে একটা বাড়তি চমক দেওয়ার জন্য। হাইলির অসামান্য চাতুর্যের

কারণেই সম্ভব হয়েছে এটা। জয়েসদের দুর্ভাগ্য, ওরা যখন গুপ্তাশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখনো খুব বেশি দূরে চলে যায়নি হাইলি, ফলে শুনতে পেয়েছে ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপর থেকে আবার গর্জে উঠল হাইলির রাইফেল। বুলেটটা মৃত ঘোড়ার শরীরে আছড়ে পড়তেই ঝট করে স্যাডল বুট থেকে নিজের কারবাইনটা বের করে নিল জয়েস, গড়িয়ে সরে গেল গাঢ় অন্ধকারে। পরপর ছুটো গুলির আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল হারকোর্ট আর মারফির ঘোড়া ছুটো, লাফিয়ে আগে বাড়ল ওরা, পৌঁছে গেল সামনের মোচড়ে। এবার হারকোর্ট টেনে ধরল ওর ঘোড়ার রাশ, জয়েসের কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরতে শুরু করল। কিন্তু পুরোপুরি ঘুরতে পারল না সে, হাত বাড়িয়ে ওর লাগাম চেপে ধরে মারফি নিরস্ত করল ওকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে স্পার দাবিয়ে নিজের ঘোড়া ছোটাল মারফি, ডেপুটিকে ওর পেছন পেছন টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে মোচড়ের কোনা ঘুরল।

পাহাড়ের কাঁধ একবার যখন ওদের পেছনে পড়ল নিরাপদ হয়ে গেল ওরা, মেসার মাথায় বসা রাইফেধারীর দৃষ্টির আড়াল হল। চকিতে রাশ টানল মারফি। ঘোড়া ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল—অপেক্ষা করছে, পরপর আরো দুবার রাইফেলের গর্জন শুনতে পেয়েছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল হারকোর্ট। 'এভাবে ওকে ফেলে রেখে চলে যাব?'

'পায়ে হেঁটেই বরং ওর পালাবার সুযোগ থাকবে বেশি,' রুক্ষ স্বরে বলল মারফি। 'ঘোড়া অনেক বড় টার্গেট। ওকে তুলে আনতে আমরা যদি রয়ে যেতাম, আমাদেরকেও হাঁটতে হত।'

মোচড়ের অপর পাশে আবার তীক্ষ্ণ স্বরে গর্জে উঠল রাইফেল।

যেদিক থেকে এসেছে আওয়াজ যন্ত্রচালিতের মত সেদিকে তাকাল হারকোর্ট, তারপর ঝট করে ফিরল মারফির পানে। 'কিন্তু ও যদি খুব বেশি চোট পেয়ে থাকে? নড়াচড়ার—'

'চুপ কর!'

মারফির ধমক খেয়ে গুম মেরে গেল ডেপুটি। দাঁতে দাঁত চাপল ও, বেগ পেতে হচ্ছে নিজেকে সংযত রাখতে—নিছক হাত-পা গুটিয়ে না থেকে জয়েসের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মন।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ক্যানিয়নের মোচড়ের ওপাশে আর কোন সাড়াশব্দ নেই—রাইফেলের না, জয়েসের না। মোচড়ের মুখে ক্যানিয়নের মেঝের দিকে হারকোর্ট চেয়ে আছে অপলকে, জয়েসকে ওখানে দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। আগের মতই বিরাজ করতে লাগল নিস্তব্ধতা। কারো ছায়ামাত্র দেখতে পেল না ও।

হঠাৎ মারফির মাথা একদিকে সামান্য ঘুরতেই সচকিত হয়ে উঠল হারকোর্ট। ওই দিকে তাকাল সে, দেখল পাহাড়ের গোড়ায় যেসব ছায়া পড়েছে তার একটা নড়ছে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে, দেখল মোচড়ের কোনা ঘুরে ছায়া ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তারপর ছায়াটা একসময় উঠে দাঁড়াল জয়েসে রূপান্তরিত হয়ে, বাঁ হাতে কারবাইন নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে এল ওদের কাছে।

'জলদি,' তাড়া লাগাল মারফি, রেকাব থেকে সরিয়ে নিল ওর বাঁ পা।

বিনা বাক্যব্যয়ে রেকাবে বুটের ডগা বাধাল জয়েস, দোল খেয়ে উঠে পড়ল মারফির পেছনে, মুক্ত হাতখানা পেঁচিয়ে ধরল মারফির

কোমর। নিমেষে, মারফি ঘুরিয়ে নিল তার ঘোড়া, উর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল। কিন্তু দুজন সওয়ারি বইতে হচ্ছে বলে অপর ঘোড়ার সাথে সমান তালে এগোতে পারল না ওটা। আগে চলে গেল হারকোর্ট, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব বাড়ছে ওদের মধ্যে।

ওরা যখন ক্যানিয়ন থেকে খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এল হারকোর্ট তখন দুশ গজ এগিয়েছিল। পেছনে মারফি থেমে গেছে টের পেয়ে রাশ টেনে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল, জয়েস পিছলে নেমে পড়েছে মারফির ঘোড়া থেকে, কারবাইনটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দুহাতে ভাঁজ করছে একটা ব্যাণ্ডানা।

ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে তাকাল মারফি। 'কিরকম চোট?'

'এই অল্প কিছু চামড়া তুলে নিয়ে গেছে।' শার্ট টেনে প্যান্টের বাইরে বের করল জয়েস, ব্যাণ্ডানাটা ভেতরে ঢুকিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল।

কাছ থেকে দেখার উদ্দেশ্যে আরেকটু ঝুঁকল মারফি। রাইফেলের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে শার্ট। ছুটো ছিদ্রের মাঝের অংশ ভিজে উঠেছে। 'রক্ত পড়ছে মনে হয়।'

'সামান্য। থেমে যাবে।' ইতিমধ্যে হারকোর্ট পৌঁছে গিয়েছিল ওদের কাছে। ওর দিকে তাকাল জয়েস, বলল, 'ওরা যেকোন মুহূর্তে এসে পড়বে। তোমরা চলে যাও। মিসেস ল্যাংলিকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল হারকোর্ট। 'তোমার জন্য অপেক্ষা করব মানে? তুমিও আসছ আমাদের সঙ্গে।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জয়েস। 'আমি থাকলে তোমরা জোরে ছুটতে পারবে না।'

জেদের ছাপ ফুটল ডেপুটির চেহারায়। 'আমরা যাব না—'

'হ্যাঁ, যাব,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল মারফি। হাত বাড়িয়ে জয়েসের কাঁধে তর্জনী ছোঁয়াল সে। 'দেখা হবে, জেমস।'

'নিশ্চয়ই।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে জোরকদমে মেসার উলটো দিকে চলে গেল মারফি।

হারকোর্টের উদ্দেশে চোখ পাকাল জয়েস। 'যাও! তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি লুকাতে পারব না।'

আরো এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল হারকোর্ট। তারপর স্পার দাবিয়ে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া, মারফিকে অনুসরণ করল।

ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতে কারবাইনটা তুলে নিল জয়েস, ব্যথায় চোয়াল চাপল। ডান বাহু দিয়ে ব্যাণ্ডানাটা ক্ষতস্থানে শক্ত করে চেপে ধরে দৌড়াতে শুরু করল ও, মারফি আর ডেপুটি যেদিকে গেছে তার সমকোণে সরে যাচ্ছে।

খোলামেলা প্রান্তর এটা, তবে একজন মানুষকে লুকাতে পারে এখানে সেখানে এরকম প্রচুর পাথর, জংলাঘাস আর ঝোপঝাড় রয়েছে। জয়েস এসবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষল না। যেখানে কোনরকম আড়াল নেই সেদিকে একনাগাড়ে ছুটে চলল ও। তারপর যখন ক্যানিয়নের ভেতরে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পেল, চকিতে বাঁক নিল একটা ঈষৎ ঢালু জমির দিকে, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ওভাবেই পড়ে রইল ও, কারবাইনটা জাপটে ধরেছে দেহের সাথে, মাটিতে মিশে যেতে চাইছে, দাঁতে দাঁত চেপে শান্ত করতে চেষ্টা করছে ওর নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ।

মারফি আর হারকোর্ট অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনের ভেতর এই সময় ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এল ধাওয়াকারীরা—দশজন অশ্বারূঢ় বন্দুক-

বাজ এবং একটা সওয়ারিবিহীন ঘোড়া। ক্যানিয়নের মুখে থেমে হাইলির আসার অপেক্ষায় রইল ওরা। একটু বাদে দেয়ালের মাথায় দেখা দিল সে, হাতে রাইফেল। ঝটপট নিচে নেমে এসে ঘোড়ায় চাপল ও, সদলবলে ছুটে চলল বনের দিকে।

জয়েস যেখানে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করছে ওদের, হাইলির নেতৃত্বে সেই জায়গার পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা। তবে ওর থেকে খুব বেশি দূরে গেল না। আচমকা রাশ টেনে লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল হাইলি। শুকনো মাটির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ও, চাঁদের আলোয় মারফি আর হারকোর্টের কয়েকটা ট্র্যাক পরীক্ষা করল।

ওর সাথের বাকি দশজন বন্দুকবাজ দাঁড়িয়ে পড়েছে, বিরক্ত চোখে লক্ষ্য করছে ওকে। 'বোকার মত এখানে কি খুঁজছি আমরা?' বলে উঠল একজন। 'ওদের একটা ঘোড়ায় দুজন সওয়ারি আছে—সহজেই ধরে ফেলতে পারব।'

'নেই,' নিস্পৃহ স্বরে রায় দিল হাইলি। ট্র্যাক জরিপ শেষ করে সোজা হল ও। 'আমাদের পেছনেই কোথাও নেমে গেছে তৃতীয়জন।' ঘুরে মেসার দিকে তাকাল হাইলি। আস্তে আস্তে সচল হল মাথা, কোটরগত চোখ মেলে মেসা আর ওর মাঝখানে যে একফালি চন্দ্রালোকিত জমি রয়েছে পর্যবেক্ষণ করছে সেটা, হাঁটা বা হামাগুড়ি দেওয়া বোঝায় এরকম চিহ্ন খুঁজছে।

আবার যখন মুখ খুলল সে, অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনাল। 'স্রেফ একজন করে লোক আছে ওই দুটো ঘোড়ায়। ওদের ঘটে যদি সামান্য ঘিলুও থাকে, রাতের বেলায় বেশিক্ষণ ওদের ট্রেইল করতে পারব না আমরা। ভোর হতে হতে একদম নাগালের বাইরে

চলে যাবে।

'কাছেপিঠেই যদি থাকবে আরেকজন,' তর্ক জুড়ল এক ঘোড়-সওয়ার, 'আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'আছে,' শান্ত গলায় বলল হাইলি। 'এবং খুব বেশি দূরে না।'

'হয়ত ক্যানিয়নেই ফিরে গেছে আবার,' বলল আরেকজন বন্দুক-বাজ। 'এবং—'

'সে চেষ্টা করতে পারে,' বাধা দিয়ে বলল হাইলি। যা খুঁজছে তা দেখতে পাচ্ছে না বলে, আবার স্যাডলে ফিরে গেল ও। 'ছড়িয়ে পড়। সম্ভব হলে জ্যান্ত ধরতে চেষ্টা করবে। যাতে ওর পেট থেকে কথা আদায় করে বাকিগুলোকে পাকড়াও করা যায়।'

দুশ গজ অন্তর অন্তর ছড়িয়ে পড়ল ওরা, জয়েস আর মেসা বরাবর ফিরে এল। মাটিতে একফালি গাঢ় ছায়া পড়েছিল এক জায়গায়। দুজন রাইডার ছায়ার দুপাশ দিয়ে চলে গেল, কেউই টের পেল না ওই ছায়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে একজন মানুষ।

জয়েস দেখল ওকে পাশ কাটিয়ে মেসার দিকে চলে গেল ওরা। ওর চোখ অনুসরণ করল ওদের, কিন্তু মাথার বাকি অংশ বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছে না। ও দেখল মেসায় পৌঁছে গেছে লোক দুটো, ক্যানিয়নের মুখে গিয়ে থেমেছে।

ক্যানিয়নের প্রবেশপথে দুজন রাইডারকে পাহারায় বসিয়ে অন্যদের নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হাইলি, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল জয়েস যেখানে রয়েছে সেদিকে, এবার আরো ছড়িয়ে পড়েছে। অতি কষ্টে নিজেকে স্থির রাখল জয়েস, টানটান হয়ে পড়ে আছে খোলা প্রান্তরে, মাটি আর ছায়ার অংশ করে তুলেছে নিজেকে, নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে।

একজন রাইডার কাছে চলে এল—এত কাছে যে জয়েস হাত বাড়ালেই স্পর্শ করতে পারত ঘোড়ার পা। লোকটা হাইলি হলে, এখানেই ইতি ঘটত ওর। কিন্তু ওই রাইডার হাইলি নয়—এবং সে নিচে তাকিয়ে নেই। সামনেই লম্বা লম্বা বাফেলো ঘাসের যে ঝোপ রয়েছে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে। ভাবছে, কোন লোকের গা ঢাকা দেওয়ার পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত স্থান। ঘাস ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল রাইডার, লক্ষ্য করল না আরেকটু হলেই একজন মানুষকে চাপা দিতে যাচ্ছিল ওর ঘোড়া।

চোখ ঘুরিয়ে, জয়েস দেখল সরাসরি ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল রাইডার, শেষমাথায় গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এল এ প্রান্তে। এভাবে আরো কয়েকবার যাওয়া আসা করে পুরো ঝোপটা লণ্ডভণ্ড করল ও। তারপর সম্ভাব্য আরেকটা আড়ালের দিকে চলে গেল।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে পুরো এলাকাটা চষে বেড়াল রাইডাররা, প্রতিটা পাথরখণ্ড আর স্ক্রাব পাইনের পেছনে খুঁজল, লণ্ডভণ্ড করল সমস্ত ঝোপঝাড়, গাছপালার সারি আর মাটিতে যেসব ফাটল রয়েছে সবই দেখল খুঁটিয়ে। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিল হাইলি, তার লোকজনকে ডেকে ক্যানিয়নের মুখে ক্যাম্প করতে নির্দেশ দিল। 'সকালে আবার খুঁজতে বেরোব, ওর ট্র্যাক দেখতে পাবার মত আলো ফুটলেই।'

'ততক্ষণে হয়ত বহুদূরে চলে যাবে,' মন্তব্য করল একজন।

'খুব বেশি দূরে না।' সাদামাঠা কথাটা বলতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন একঘেয়েমির সুর বাজল ওর কণ্ঠে। 'ওর ঘোড়া নেই, বোঝা গেছে? দুপুরের মধ্যেই ধরে ফেলতে পারব। খুব বেশি দেরি হলে।'

ক্যানিয়নের মুখে যে দুজন রয়েছে তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিল

ওর বাকি লোকজন, আগুন জ্বালল। হাইলি নিজে আরেক চক্কর দিল চারপাশে, ট্র্যাক না রেখে যাওয়া যাবে না যেসব জায়গা দিয়ে মাঝে-মধ্যে থেমে জরিপ করল সেগুলো। অপলকে ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল জয়েস, এ খেলায় হাইলির মত মানুষও ভুল করে এটা দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল। জয়েস যেখানে রয়েছে হাইলি ধরে নিয়েছে সেই এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তার লোকজন, তাই এবার সে ক্যানিয়ন থেকে আরো দূরে সরে গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে শেষবারের মত।

যা খুঁজছে তা না পেয়ে, অবশেষে ও নিজের লোকজনের কাছে ফিরে গেল রাতের খাবার খেতে। যখন শেষ হল খাওয়া, আগুন নিভিয়ে অধিকাংশ লোক শুয়ে পড়ল ঘুমাবার উদ্দেশ্যে। নৈশ প্রহরার পালা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিল হাইলি, তারপর নিজে প্রথম পাহারার দায়িত্ব নিয়ে উঠে গেল মেসার মাথায়।

এতক্ষণ নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়েনি জয়েস। এখনো সেভাবেই রয়ে গেল। চাঁদ এখন অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। তাই হাইলি মেসার মাথায় বসে চারদিকে নজর রাখা অবস্থায় বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করার ইচ্ছে নেই ওর।

একেবারে বিফলে গেল না এই অপেক্ষা। বহু সময় ধরে একভাবে পড়ে থাকার ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সুযোগ পেল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হাইলি যখন পাহারা শেষ করে নেমে এল নিচে তখন জখমে চেপে ধরা ব্যাণ্ডানাটাও শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। জমাট বাঁধা রক্ত লেগে শক্ত একটা দলায় পরিণত হয়েছে রুমাল, পুরো ডান পাশটা ব্যথা করছে, তবে এতে ওর ক্ষিপ্রতা তেমন একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

দলের একজনকে জাগিয়ে দিয়ে হাইলি নিজে ঘুমাবার আয়োজন করল। নতুন লোক পাহারায় বসার পর আরো পনের মিনিট অপেক্ষা করল জয়েস—যাতে অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যায় লোকটা। তারপর চলতে শুরু করল ও, এগোতে লাগল মাটিতে বুক ঘষটে। যত সময় ধরে অপেক্ষা করছে তার একটি মুহূর্ত নিজের মস্তিষ্ককে বিরাম দেয়নি ও, কোন্ পথে যাবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা খাড়া করেছে একটা। এবার সেই আঁকাবাঁকা ঘোরা পথেই এগোল জয়েস, যেখানে সম্ভাব্য প্রতিটা মাটির ঢিবি, প্রাকৃতিক ছায়া আড়াল দেবে তার চলাকে।

প্রচুর সময় লাগল এতে, তবে শেষপর্যন্ত সবচেয়ে কাছের গাছপালার সারির কাছে পৌঁছে গেল সে। থামল জয়েস, পেছনে তাকাল। মেসার ওপরে এখনো বসে রয়েছে লোকটা, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ক্যানিয়নের বাইরে যেসব লোক শুয়ে আছে তাদের মাঝে কোনরকম কর্মচাঞ্চল্যের লক্ষণ চোখে পড়ছে না। গাছপালার গভীরে ঢুকে গেল জয়েস, তারপর খাড়া হল। একটুক্ষণ ওখানে দাঁড়াল সে, আস্তে আস্তে বুকভরে শ্বাস নিল, সামনে ওর কি কি বাধা আছে সেগুলো ভাবল আর একবার।

পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে, এছাড়াও আরেকটা বিরাট অসুবিধে রয়েছে ওর। ডিক্সনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, সুসানাকে নিয়ে দুদিন ঘুরেফিরে আশপাশের অঞ্চল জরিপ করেছে সে, তবু সেই দেখায় ফাঁক রয়েছে অনেক। এত বিশাল এলাকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে দিন নয়—কয়েক হপ্তা লাগে। এখন ও যেখানে আছে সেই জায়গা আর গ্লোরি হোলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশই ওর অচেনা। আগে থেকে জানার কোন উপায় নেই, যেসব পথ বেছে

নিয়েছে ও তার প্রত্যেকটাই ওর উদ্দেশ্যের অনুকূল। তাছাড়া বহু জায়গায় অন্ধের মত চলতে হবে ওকে, বুঝতে পারবে না কিসের ভেতর পা দিতে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, এই তল্লাটের প্রতিটা ইঞ্চি দেখার জন্য এক বছর সময় পেয়েছে হাইলি। এবং তাড়া করে জয়েসকে ধরতে হলে এই জ্ঞানকে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা ওর আছে। কোথায় কোথায় পানি পেতে পারে একজন মানুষ, লুকিয়ে থাকতে পারে, সেগুলোর হদিস ও জানবে। কোন এলাকায় যদি ও জয়েসের ঢোকার চিহ্ন দেখতে পায়, আগেভাগে বুঝে ফেলবে কোথায় যেতে পারে জয়েস এবং কি অবস্থায় গিয়ে পড়বে।

তবে যেদিকেই যাক, এ সমস্যা জয়েসের থাকছেই। যেহেতু সামনে কোথায় কি ধরনের বিপদ ওত পেতে আছে অনুমান করতে পারছে না, সময়ে সেগুলোকে মোকাবেলা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর।

তাই, শেষমেষ, ও ঠিক করল ওর মূল পরিকল্পনামাফিকই এগোবে: আগামী রাত নাগাদ পৌঁছাবার লক্ষ্যে সোজা এগিয়ে যাবে ডিক্সন ভ্যালির দিকে, তারপর অন্ধকারে আত্মগোপন করে খোলা উপত্যকা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চে যাবে। একবার যদি সকলের অগোচরে পৌঁছাতে পারে ওই পর্যন্ত, আর কোন বিপদ থাকবে না ওর। ডিক্সনকে বলবে বেড়াতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছিল ওর ঘোড়া, একটা পা ভেঙে গেছে। তারপর বাকি পথটুকু পাড়ি দেওয়ার জন্য ধার নেবে আরেকটা ঘোড়া।

গাছপালার ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর যখন একটা ঘেসো-জমির কিনারে পৌঁছাল, নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে দিকনির্ণয়

করল জয়েস। তারপর পশ্চিমে যাত্রা করল ও, সাবলীল, দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোচ্ছে, একেকবারে অনায়াসে অতিক্রম করছে অনেকটা পথ। পেছনে তাকাচ্ছে না ও। তার কোন প্রয়োজন নেই আর। এখনো না। অন্তত কাল ভোরের আগে পর্যন্ত নয়।

যখন ভোর হল জয়েস দেখতে পেল অসংখ্য ক্যানিয়ন আর পাহাড়ি নালার এক গোলকধাঁধার ভেতরে রয়েছে ও। রাতে সঙ্কীর্ণ একটা গিরিখাতে ঢুকেছিল সে, মনে হয়েছিল ওই ক্যানিয়ন ওর গন্তব্যে নিয়ে যাবে ওকে। প্রায় ছ'ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে ওর ভেতর দিয়ে এগোয় সে, তারপর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে গিরিখাতটা কানা। এরপর খাড়া চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে যায় জয়েস, দেখতে পায় সে পাথর আর পাহাড়ের এক গোলকধাঁধার মাঝে রয়েছে, ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই পাথর আর পাথর।

নতুন করে পথ খুঁজবে তার সময় তখন ছিল না, সেটা হত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই একটা পশ্চিমমুখী ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ে জয়েস, দেখে আশা করে ওই পথে ওটা ডিক্সন ভ্যালিতে গিয়ে পড়েছে।

সত্যি সত্যি পশ্চিমে এগোল ক্যানিয়ন, তারপর একবার যখন এর গভীরে ঢুকে পড়ল ও তখন একমাত্র পেছনে ফিরে যাওয়া ছাড়া এখান থেকে বেরোবার আর কোন উপায় ওর রইল না। দুপাশের দেয়াল খাড়া হয়ে সোজা উঠে গেছে আকাশ পানে, বেয়ে ওঠা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। ভোর হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে পাথরে পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল জয়েস, ওই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় ক্ষুদ্র একটা ঝরনার দেখা পেল। কিছুক্ষণ ওখানে বিশ্রাম নিল সে, থেকে থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি

খেল। শুধু তৃষ্ণা নিবারণ তা নয়, সারা রাত কিছু খাওয়া হয়নি ওর, সামনেও বেশ কিছু সময় পারবে না—তাই সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পানি খেয়ে খেয়ে পেট বোঝাই করে নিল ও। তারপর এক-সময় আবার হাঁটতে শুরু করল জয়েস, সারা রাত যেভাবে হেঁটেছে তেমনি দীর্ঘ পদক্ষেপে।

জয়েসের মনে হচ্ছে এ ক্যানিয়ন যেন অন্তহীন দীর্ঘ, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুদিকের দুরারোহ দেয়াল, কোথাও কোন ফাটল বা বহির্মুখী ট্রেইলের চিহ্নমাত্র নেই। রাতের আকাশে যখন ভোরের প্রথম আলো ফুটতে শুরু করল তখনো সে ওই একই ক্যানিয়নে রয়েছে। এগিয়ে চলল জয়েস, বরাবরের মত সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছে। তবে এখন টনটন করতে শুরু করেছে পা, পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছে। আগের গতিবেগ বজায় রাখতে গিয়ে মেহনত করতে হচ্ছে অল্পবিস্তর।

ফিকে অন্ধকারে, ও দেখতে পেল অদূরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একটা কিছু। কাছে যাওয়ার আগেই বুঝতে পারল কি হতে পারে ওটা, তারপর আকাশ আরেকটু ফরসা হতে দেখল: ওর এক মাইল সামনে আচমকা শেষ হয়ে গেছে ক্যানিয়ন।

এতটুকু শিথিল হল না জয়েসের হাঁটা। এখন আবার ক্যানিয়নের মুখে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে দশগুণ বেড়ে যাবে ওর বিপদ, সমূহ সম্ভাবনা থাকবে ধাওয়াকারীদের খপ্পরে পড়ার। প্রথমে ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চাইল, এ মাথায় বেরোবার কোন পথ নেই। ক্যানিয়নের শেষপ্রান্ত থেকে আর আধমাইল দূরে আছে এই সময় ও স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল বুকে। যে দেয়ালটা ক্যানিয়নের মুখ বন্ধ করে রেখেছে সেটা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। ক্যানিয়ন দুপাশ থেকে

চেপে গেছে ওখানে, পাথর আর বোল্ডারের প্রকাণ্ড এক স্তূপ জমে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। বহুযুগ আগে যে নদীটা প্রবল তোড়ে বয়ে গিয়েছিল এ ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে, সম্ভবত তার স্রোতেই ভেসে এসেছে ওইসব পাথর। দেয়ালটা যথেষ্ট উঁচু এবং খাড়া, তবে অতিক্রম করা যাবে।

ও যখন দেয়ালের কাছে পৌঁছে উঠতে শুরু করল তখন প্রায় সকাল। সোজা উঠে যাওয়া অসম্ভব। মাথার ওপরে এখানে-সেখানে বাইরের দিকে কোনা বের করা ঝুলন্ত পাথর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোথাও-বা আলগা হয়ে রয়েছে পাথর, ফলে ধস এড়াবার জন্য ঘুরপথে এগোচ্ছে জয়েস। যতটা ওপরে উঠছে, রাস্তা খুঁজতে গিয়ে এপাশে-ওপাশে তার দ্বিগুণ ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে ওকে। বেশ কয়েকবার খানিকটা পথ নিচে নেমে এসে নতুন রুটের সন্ধান করতে হল। তবে এই পরিশ্রমের পর অন্তত একটা সান্ত্বনা পাচ্ছে ও: হাইলি আর তার বন্দুকবাজরা যদি ওর ট্রেইল খুঁজে পেয়ে এ ক্যানিয়নে ঢোকেও, ঘোড়াসহ পাথরস্তূপ ডিঙাতে পারবে না ওরা।

মাথায় পৌঁছাতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল ওর। ইতিমধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে জয়েস, ক্ষতের মুখ সামান্য খুলে গেছে আবার। তেমন একটা রক্তপাত হচ্ছে না, তবে দপদপ করছে পুরো ডান পাশটা, কাঁধ থেকে কোমরের নিচ অবধি।

দেয়ালের ওপাশে যা দেখল তাতে একটু আশাবাদী হয়ে উঠল জয়েস। দূর-নিচে পাহাড়ি ঢালে ঘেরা ছোট্ট উপত্যকা রয়েছে একটা। দৈর্ঘ্যে প্রায় আধমাইল, প্রস্থে সিকি। প্রচুর ঘাস আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালা রয়েছে ওখানে। এবং এর একপাশে

ছয়টা গরু চরছে। গরুগুলো দেখে জয়েস বুঝতে পারল এই উপত্যকা থেকে ডিক্সন ভ্যালিতে যাওয়ার একটা রাস্তা না থেকেই পারে না।

পাথরস্তূপের মাথা থেকে সম্ভাব্য দুটো পথ চোখে পড়ল জয়েসের। একটা বাঁ দিকে, উপত্যকার কিনারে: আরেকটা ক্যানিয়নের মুখ রয়েছে ওখানে, দেখে মনে হয় দক্ষিণে চলে গেছে ওই ক্যানিয়ন। অন্যটা সরাসরি ওর উলটো দিকে, যেখানে ঘেসোজমি ওপরমুখী হয়ে একটা নচের ভেতর দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে মিশেছে। জয়েস তার রুট হিসেবে নচটাকেই বেছে নিল।

ওপরে ওঠার চেয়ে, পাথরের স্তূপ থেকে নিচে নামা খানিকটা সহজতর হল। অর্ধেক সময়ে উপত্যকার মেঝেতে পৌঁছে গেল ও, লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে নাক বরাবর এগোল। কিন্তু ইতিমধ্যে ওর পা দুটো ভারি হয়ে এসেছে, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে শরীর, উপলব্ধি করছে আর এগোবার আগে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ওর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

যে রকম জায়গা খুঁজছিল, উপত্যকার শেষপ্রান্তের চড়াইয়ের মাথায় উঠে তা পেয়ে গেল ও। মাটি এখানে অল্প কিছুদূর সমান, তারপর ফের চড়াই ধরে উঠে গেছে নচের পানে। এই সমতল জমির দুপাশেই অনেক গাছপালা রয়েছে।

ডানে যে গাছপালাগুলো রয়েছে, একটা ন্যাড়া পাথুরে পথ ধরে সেদিকে এগোল জয়েস, সজাগ দৃষ্টি রাখল কোথাও যেন ওর ট্র্যাক না পড়ে। গাছপালার কিনারে পৌঁছে পেছন ফিরে তাকাল ও, যে পথে এসেছে সেই পথ আর চারপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করল।

একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট বের করে ধরাল জয়েস, একমুখ ধোঁয়া টেনে গিলে ফেলল। খিদেটা ফের চনচনে

হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ধোঁয়া দিয়ে প্রয়াস পেল তাকে ঠাণ্ডা করার। ধূমপান করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথায়, হিসেব করছে সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছা-বার জন্য আর কতটা সময় তার হাতে আছে।

অবশেষে, সবদিক বিবেচনা করে দেখল ঘুমের জন্য দুঘণ্টা সময় ব্যয় করা চলে। সিগারেট শেষ করে গোড়ালির নিচে পিষে ওটা নিভিয়ে ফেলল সে, একটা নিচু জুনিপার গাছের গোড়ায় সাবধানে পুঁতে দিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল গাছগাছালির নিচে একটা ঝোপের ভেতর, ছড়ান-ছিটান পাইন পাতার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে তক্ষুণি ঘুম আসার জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করল।

ঠিক দুঘণ্টা পর জাগল সে। চোখ খোলামাত্র সজাগ হয়ে উঠল পুরোপুরি, বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত পশুরা যেমন হয়ে ওঠে। কারবাইনটা তুলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল, জয়েসের চোখে তন্দ্রার লেশমাত্র নেই। পা দুটো বিশ্রাম পেয়েছে, দূর হয়েছে ক্লান্তিজনিত অবসাদ। তবে গাছপালার ভেতর দিয়ে নিঃসাড়ে এগোবার সময় অনুভব করল ডান পাশটা আড়ষ্ট হয়ে আছে, ব্যথা করছে।

বনের কিনারে এসে শেষ গাছটার পেছনে থামল জয়েস, তারপর একপাশে সামান্য সরে গিয়ে তাকাল নিচের ক্ষুদ্র উপত্যকার পানে। শেষ যেমনটা দেখেছিল, অবিকল তেমনি আছে। কেবল গরুবাছুর-গুলো এখন আরেক জায়গায় সরে গিয়ে ঘাস খাচ্ছে। কোন মানুষ-জন নেই উপত্যকায়, কারো যাতায়াতের চিহ্নও চোখে পড়ছে না। পাথরস্তূপের মাথা আর অন্য যে ক্যানিয়নটা রয়েছে তার প্রবেশমুখ পর্যবেক্ষণ করল জয়েস। এরপর, আবার নজর ফেরাল ছোট্ট উপত্য-

কার দিকে। এবার বেশ সময় নিয়ে জরিপ করল ও। তারপর আশপাশের এলাকা এবং নচের দিকে চলে যাওয়া চড়াইটা দেখল, ধীরে ধীরে।

শেষমেষ, সন্তুষ্ট হয়ে, গাছের পেছন থেকে পা বাড়াল জয়েস, ফাঁকায় বেরিয়ে এল। ওখানে দাঁড়াল সে, আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মনে হলেও লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কিছুই ঘটল না। একটুক্ষণ কান পেতে রইল ও; পাখির কিচিরমিচির ছাড়া অন্যকিছু শুনতে পেল না। তবু ওর উদ্বেগ দূর হল না।

ঈষৎ ভুরু কুঁচকে, অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল জয়েস, খাড়াই ধরে এগোল দুই ঢালের মধ্যবর্তী নচের দিকে। ক্রমশ খাড়া হতে হতে একসময় দুরারোহ হয়ে উঠল চড়াই, জয়েসের মনে সংশয় জাগল সত্যি সত্যি এ পথেই ওই গরুগুলো নিচের ছোট্ট উপত্যকায় এসেছে কিনা।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে, চড়াইটা যখন অবশেষে ঈষৎ সমান হল তখন পথশ্রমে হাঁপাতে শুরু করেছে জয়েস। একটু জিরিয়ে নিতে থামল সে, পেছন ফিরে তাকাল যে পথে এসেছে সেদিকে। বনের ভেতর যেখানে ঘুমিয়েছিল, আর দূর-নিচের ছোট্ট উপত্যকা দুটোই এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। জয়েস দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে, ফের যাত্রা শুরু করার আগে নিজেকে খানিকটা বিশ্রাম দিচ্ছে। যখন স্বাভাবিক হয়ে এল দম, আবার জেগে উঠল ওর খিদে, এবার আরো তীব্র হয়ে। ঠোঁটের কোণে আরেকটা সিগারেট গুঁজে দিল ও, হাতের তালু দিয়ে ম্যাচের শিখা আড়াল করে ধরাল।

ঝাড়া দিয়ে সবে কাঠিটা নিভিয়েছে এই সময় নিচের মুখ-খোলা

ক্যানিয়ন থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে এল একজন ঘোড়সওয়ার, তারপর ওর পেছনে আরো দুজন অশ্বারোহী দেখা দিল, তাদের পেছনে আরেক জোড়া।

সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামাল জয়েস, ইতিমধ্যে অন্যরাও বেরিয়ে এসেছে নিচের ঘেসোজমিতে, গরুবাছুরগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তিক্ত মনে এক এক করে ওদের গুনল সে। সবাই আছে ওখানে—এগারজনই।

হাইলি এবং তার খুদে খাস বাহিনী।

এগার

চকিতে একটা ঝাঁকড়া দেবদারু গাছের ছায়ায় আত্মগোপন করল জয়েস, নিচের লোকগুলোর ওপর নজর রাখছে। সিগারেটটা ফের ঠোঁটের কোণে গুঁজে দিল ও। ম্যাচের কাঠিটা ভেঙে টুকরো করে প্যান্টের হিপ পকেটে ভরে রাখল। সিগারেটে কষে একটা টান দিল ও, নাক-মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে শুরু করল ধোঁয়া যেন গাছের পত্রবহুল শাখা-প্রশাখার ভেতর মিলিয়ে যায়।

নিচের ঘোড়সওয়ার দলের দশজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপরজন নেমে বোল্ডারস্তূপের নিচে যেসব পাথরখণ্ড পড়ে রয়েছে সেগুলো জরিপ করছে। জয়েস অনুমান করল ওই লোক নিশ্চয়ই হাইলি, ওর ট্র্যাক সন্ধান করছে।

অতীতেও বহু লোক ট্রেইল করেছে জয়েসকে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে তাদের কেউই হাইলির সমকক্ষ ছিল না। অনুসরণ করা যায়, রাতের দীর্ঘ পথচলায় এরকম কোন স্পষ্ট ট্রেইল রেখে আসেনি জয়েস। অথচ হাইলি ঠিকই খুঁজে বের করেছে সামান্য যা কিছু রয়ে গিয়েছিল—এবং যেসব জায়গায় ট্রেইলের নামগন্ধও ছিল না সেখানে প্রায় নির্ভুল অনুমান করেছে কোন্ দিকে গেছে জয়েস। সন্দেহ নেই, দীর্ঘ ক্যানিয়নে ওর ঢোকার চিহ্ন খুঁজে

পেয়েছিল হাইলি—এবং এ মাথার প্রতিবন্ধকের কথা জানা থাকায় অপর ক্যানিয়ন হয়ে এখানে আসার জন্য আরেকটা রাস্তা ধরেছিল। বোঝা যায়, শর্টকাট কোন পথ হবে ওটা।

জয়েস দেখল, বোল্ডারস্তূপ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে হাইলি, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোচ্ছে ঘেসোজমি জরিপ করতে করতে।

ধীরে-সুস্থে সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে, বন্দুকবাজদের ওপর নজর রাখার পাশাপাশি নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করতে বসল জয়েস। ওরা যখন এতদূর অবধি ওকে ট্রেইল করে এসেছে তখন আর আগের পরিকল্পনামাফিক এগোন সম্ভবপর নয়। ধাওয়াকারী দল আর ওর নিজের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো করে এখন আর কোন লাভ হবে না। সমতল জমিতে হাইলির ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না সে।

ওরা যেহেতু এত কাছে এসে পড়েছে, উভয়ের মধ্যে শুধু ব্যবধান বাড়িয়ে ফল হবে না। এখন ওর বাধার সন্ধান করতে হবে—এমন সব প্রতিবন্ধক যা একজন মানুষ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে পারলেও, ঘোড়া পারবে না। এভাবে যদি ওদের দেরি করিয়ে দিতে পারে ও, গতিবেগের ক্ষেত্রে ওরা যে সুবিধে পাচ্ছে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। প্রয়োজনে, ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত, তখন হাইলি আর খুঁজে বের করতে পারবে না ওর ট্র্যাক।

তবে রাত আসতে এখনো বহু বাকি। ওর সামনে এখনো প্রায় গোটা দিন পড়ে রয়েছে, এর পুরোটা সময় ওকে দুটো বিপদ সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হবে : কোথাও কোণঠাসা হওয়া চলবে না, সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ওদের কাছে ধরা দিতে হবে তাকে; এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন খোলা জায়গায় শত্রুর নজরে পড়ে না যায়, তাহলে

ঘোড়া উঠতে পারবে না এমন কোন প্রতিবন্ধকের কাছে পৌঁছাতে পারার আগেই ওকে দাবড়ে ধরে ফেলবে ওরা।

সুখটান দিয়ে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দিল জয়েস, বুটের তলায় পিষে নিভিয়ে ফেলল। গোড়ালির ওপর বসে ওটা তুলে নিল সে, হিপ পকেটের ভেতর ম্যাচের ভাঙা কাঠির সাথে রেখে দিল। অল্পকিছু ছাই পড়েছিল মাটিতে। আঙুলের মাথা দিয়ে সেগুলো নেড়ে ধুলোবালুর সাথে মিশিয়ে দিল।

আবার স্যাডলে চেপেছে হাইলি, বাকি দশজন বন্দুকবাজসহ ঘেসোজমি পেরিয়ে এগিয়ে আসছে জয়েস যে পথে এসেছে সেই চড়াইটার দিকে। এই উচ্চতায় পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল জয়েসের। ওর ধাওয়াকারীদের আরো বেশি লাগবে। যেভাবে ও উঠেছে, ওদেরও তেমনিভাবে পায়ে হেঁটে উঠতে হবে দুরারোহ চড়াইয়ের মাথায়। আর সঙ্গে নিজের ঘোড়াগুলো টেনে তুলতে হবে বলে অনেকটা মন্থর হবে অগ্রগতি।

উঠে ঘুরে দাঁড়াল জয়েস, হনহন করে বাঁ দিকের ঘন গাছপালার সারির ভেতর ঢুকে গেল। যখন বনের গভীরে পৌঁছে গেল, ওপরে উঠতে শুরু করল আবার। ক্রমশ দুরারোহ হয়ে উঠছে পাহাড়ের গা। যেসব গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ও, সেগুলো ক্ষুদ্রকায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। হঠাৎ মাটি এক জায়গায় সমান হয়ে যেতে থমকে দাঁড়াল জয়েস, দেখল ও একটা পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, সামনে এগোবার পথ নেই।

ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল জয়েস, যতদূর দৃষ্টি যায় দুপাশে বিস্তৃত হয়ে গেছে পাহাড়ের মাথা। সামনে ঝপ করে প্রায় এক'শ ফুট নিচে নেমে গেছে পাহাড়ের ভাঙাচোরা গা, তারপর সেখান থেকে গাছপালায়

ছাওয়া একটা সমতল ভূমি পাহাড়ের উঁচু উঁচু দুই কাঁধের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

কিনারে গিয়ে গোড়ালির ওপর বসল জয়েস, ঢালটা জরিপ করল। তারপর নামতে শুরু করল একশ ফুট বাঁয়ে সরে গিয়ে। তেমন কঠিন হল না নামা, সারা পথেই অজস্র কোনা বের করা ছোটখাট পাথর আর ফাঁক-ফোকর রয়েছে, সেগুলোয় পা বাধিয়ে মিনিট কয়েকের ভেতর পৌঁছে গেল নিচে। তবে এ পথে কোন ঘোড়া নামতে পারবে না। দুপাশে যতদুর দেখতে পাচ্ছে জয়েস, এমন কোন ট্রেইল বা সারিবদ্ধ পাথুরে তাক নেই যেখান দিয়ে ঘোড়া নামান যেতে পারে। এই অসুবিধেটা ওর আর ধাওয়াকারীদের মধ্যে প্রথম বাধার সৃষ্টি করল। তবে ও যে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারল না তা হচ্ছে পাহাড়ের ওপাশে যেতে কতটা পথ ঘুরতে হবে হাইলির দলবলকে।

পাহাড় থেকে সরে এল জয়েস, ঘুরে গাছপালার ভেতর দিয়ে পশ্চিমে এগোল।

এক ঘণ্টা পর ছোট্ট একটা ফাঁকা জমিতে পৌঁছাল ও, চোখ কুঁচকে তাকাল ওপর দিকে। সূর্য সরাসরি মাথার ওপর রয়েছে। দিনের অর্ধেক চলে গেছে—এবং এখনো বেঁচে আছে সে। কিন্তু আরো অর্ধেক বাকি আছে যাওয়ার।

আরো আধমাইল সামনে গিয়ে শেষ হয়ে গেল সমতল ভূমি। এখানে পাহাড়ের তিনটে কাঁধ একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে ওপর থেকে নেমে এসে। সবচেয়ে নিচু কাঁধটায় চড়ল জয়েস, যেটা ওর আর পশ্চিমের মাঝে বাধার দেয়াল তুলেছে। মাথায় পৌঁছে দম নিতে থামল ও, চোখ মেলে দেখল কি আছে পশ্চিমে।

ঢালু হয়ে চওড়া একটা ঘেসোজমিতে নেমে গেছে পাহাড়, তারপর

আবার তির্যক ভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে তীক্ষ্ণমুখ, আকাশছোঁয়া সব চূড়ার দিকে। নিজের অবস্থান সম্পর্কে জয়েসের ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে, ওই চূড়াগুলোর ঠিক পেছনেই ডিক্সন ভ্যালি।

ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাক ট্রেইল জরিপ করল জয়েস। পাহাড়ের যে ভাঙাচোরা দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে ও পুবে দেখতে পেল সেটা। এতদুর থেকে তেমন উঁচু মনে হচ্ছে না পাহাড়টাকে। এখন সে যেখানে রয়েছে পাহাড়ের সেই দেয়াল আর ওই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গাছপালায় ছাওয়া সমতল ভূমি, আগাছাপূর্ণ ঢাল আর ন্যাড়া পাহাড়ি খাঁজগুলো এবার যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করল ও। প্রচুর সময় নিয়ে তন্নতন্ন করে না খুঁজলে, খুব সহজেই এ এলাকা দিয়ে আত্মগোপন করে চলাফেরা করতে পারবে মানুষ।

সময় নিল জয়েস। একেকবারে একেকটা অঞ্চল জরিপ করল, সম্ভাব্য যেসব রাস্তা রয়েছে এখানে আসার বিশেষভাবে মনোযোগ দিল সেগুলোর প্রতি। ব্যাক ট্রেইলের এক মাইল ওপাশের একটা ঝোপঝাড় জরিপ করছে, এই সময় গাছপালার মাথার ওপরে ধুলো উড়তে দেখল সে।

জমে গেল জয়েস, অপলকে চেয়ে আছে। ধুলো উড়ছে এখনো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ও যেখানে আছে সেদিকে। ঝুরিবহুল ঘন ডালপালার ভেতর দিয়ে এছাড়া অন্যকিছু চোখে পড়ছে না ওর। তবে ওখানে ধুলো কেন উড়ছে তার কারণ সম্বন্ধে কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই ওর মনে। একদল ঘোড়া আসছে ওই পথ ধরে।

ঝট করে উলটো দিকে তাকাল জয়েস, পশ্চিমের ঘেসো জমিটার ওপাশে।

চকিতে ধড়াস করে উঠল ওর বুক।

উত্তরের বনের ভেতর থেকে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এসেছে ঘেসোজমিতে, দুশ গজ পরপর ছড়িয়ে পড়ে জয়েস যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে আসছে।

হাইলি তার শিকারী বাহিনীকে ভাগ করে দিয়েছে আলাদা আলাদা দুটো দলে, এবং তাদের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে জয়েস।

ডানে ঘুরল জয়েস, নেমে পড়ল দেয়ালের মাথা থেকে। নিবিড় একটা পাইন বনের ভেতর দিয়ে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত উঁচু পাহাড়ি দেয়াল-টার দিকে এগোল। দেয়ালের কাছে পৌঁছে ঝটপট বাইতে শুরু করল ও, তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার জন্য ওর লম্বা লম্বা দুটো পায়ের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করছে। ধাওয়াকারীদের ঘোড়া আর ওর মাঝে দাঁড় করাবার মত আরেকটা প্রতিবন্ধক খুঁজে পেতে হবে ওকে। যা প্রয়োজন তা যদি না পায় এদিকে, শিগগিরই আবার তাকে ফিরে আসতে হবে। উলটো দিকে খোঁজার জন্য চেষ্টা করতে হবে দুই দল বন্দুকবাজের মাঝ দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যাওয়ার।

ধাওয়াকারীদের মাঝে যদি হাইলি না থাকত, এক্ষেত্রে জয়েসের কৌশল হত একেবারে অন্যরকম। এধরনের একটা জঙ্গলে এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবে সে—বেশির ভাগ লোকের চোখ থেকে। কিন্তু যেখানে হাইলি রয়েছে সেখানে একথা প্রযোজ্য নয়। এখন যদি সে চলা বন্ধ করে হাইলি ধরে ফেলবে তাকে—আগে বা পরে।

পাহাড়ি দেয়ালের মাথায় জয়েস যখন পৌঁছাল অবসাদে ওর পা কাঁপছে। ব্যথা করছে বুকের ডান পাশ, পরস্পর চেপে বসা দুপাটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হুসহুস করে বাতাস ঢুকছে, বেরোচ্ছে। তবে

সামনে ও যা দেখতে পেল তাতে সার্থক হল এই পরিশ্রম। দেয়ালের মাথা থেকে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে মাটি, তারপর একটা দীর্ঘ, উঁচু খাঁজের নিরেট পাথুরে দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার তির্যকভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে। ওই খাঁজের মাথায় সম্ভবত উঠতে পারবে না কোন ঘোড়া। তবে দেখে মনে হয় একজন মানুষ পারবে।

নিশ্চিত হতে, পিছলে ঢালের নিচে নেমে এল জয়েস। দশ মিনিটের মধ্যে আকাশছোঁয়া পাথুরে খাঁজের গোড়ায় পৌঁছে গেল। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, কাছে আসতে দেখা গেল দেয়ালটা তত খাড়া নয়, তবু ঘোড়ার পক্ষে ওঠা সম্ভবপর হবে না। ঝড়-বাদলে খাঁজের গায়ে ওপর নিচ আর ডানে-বাঁয়ে গভীর সব ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, বিশাল বিশাল পাথুরে থাম প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ডের মত জড়াজড়ি করে হেলান দিয়ে আছে দেয়ালে, প্রায় খাঁজের করাত-সদৃশ চূড়া অবধি উঠে গেছে ওগুলোর মাথা।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজের রুট ঠিক করল জয়েস, তারপর উঠতে শুরু করল। মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে ও দেখল এরপর ওকে সরু একটা কারনিস ধরে এগোতে হবে। কারনিসটা কোথাও কোথাও চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চিও হবে না, আগাগোড়া আলগা সব পাথুরে আবর্জনায় ঢেকে আছে। নিচে নেমে গিয়ে নিরাপদ একটা রাস্তা খুঁজতে যে সময় নষ্ট হবে তার ঝুঁকি আর কারনিস থেকে পা ফসকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কার মধ্যে বিপদের পাল্লা কোন্ দিকে ভারি মনে মনে তা যাচাই করল জয়েস। পাহাড়ের যে কাঁধটা টপকে এসেছে চকিতে একবার সেদিকে তাকাল ও। ধাওয়াকারীদের এখনো দেখা যাচ্ছে না, তবে যেকোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। ও দেয়াল বেয়ে ওঠার সময় যদি ওরা আসে, ওদের রাইফেলের সহজ টার্গেট হতে

হবে তাকে।

কারনিস ধরেই এগোবার সিদ্ধান্ত নিল জয়েস, এবং সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। খুব হিসেব করে পা ফেলছে ও, প্রাণটাকে মুঠির ভেতর নিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। প্রতি কদমে ওর পায়ের নিচে সরে যাচ্ছে আলগা পাথরগুলো। ছোট ছোট নুড়িপাথর খসে পড়তে শুরু করেছে কারনিস থেকে, গড়িয়ে চলে যাচ্ছে খাঁজের নিচে। তবু একনাগাড়ে এগিয়ে চলল জয়েস, প্রায় খাঁজের মাথায় পৌঁছে গেছে এই সময় যা আশঙ্কা করছিল ঠিক সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাই ঘটল।

ওর পায়ের তলা থেকে আচমকা পিছলে সরে গেল পাথুরে আবর্জনার একটা অংশ। নিজের জায়গায় অটল হয়ে থাকার জন্য ঝট করে দুপায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভর চাপিয়ে দিল জয়েস, দেয়ালে সেঁটে গিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল একটা ফাটল। ও পড়ল না। কিন্তু পাথুরে আবর্জনাগুলো গেল, কারনিসের কিনার থেকে খসে সশব্দে আছড়ে পড়ল খাঁজের নিচে। পাহাড়ে পাহাড়ে জোর প্রতিধ্বনি তুলল সেই আওয়াজ।

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করল জয়েসের। পাথর খসের আওয়াজে যে-কজন ধাওয়াকারী কাছেপিঠে রয়েছে তাদের সবাই এখন একযোগে ছুটে আসবে এখানে।

কারনিসের বাকি অংশটুকু অতিক্রম করল জয়েস, তারপর তাকাল পেছন ফিরে। হাইলির রাইডারদের দেখা নেই এখনো। খাঁজের মাথায় পৌঁছাতে এরপর আর মিনিট কয়েক লাগল ওর। শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে জয়েস দেখল, খাঁজটা দুদিকেই মাইল দুয়েক লম্বা। এর অপর পাশে ঘন গাছপালায় ছাওয়া চড়াই, উতরাই—এবং তার মাইল কয়েক সামনে ডিল্লন ভ্যালির প্রান্তবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল জয়েস। অশ্বারোহীদের দেখা যাচ্ছে না, তবে শব্দ থেকে বোঝা যায় ওরা পাহাড়ের ওই কাঁধের ওপাশে রয়েছে। শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল, ঠোঁটের দুই কোণে টান পড়ল, ভীষণ হয়ে উঠেছে চেহারা। পিছনে খাঁজের অপর পাশে খানিকটা নেমে গেল সে।

মাথা থেকে টুপি খুলে পাশে নামিয়ে রাখল জয়েস। দুহাতে কারবাইনটা তুলে নিয়ে একটা আঙুল চাপাল ট্রিগারের ওপর। তারপর ঈষৎ মাথা জাগাল ও, তাকাল খাঁজের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে—কামনা করছে রাইডারদের মধ্যে যেন হাইলি থাকে। হাইলিকে নিকেশ করতে পারলে, অন্যদের খসাতে ওর পুরো একটা ঘণ্টাও লাগবে না।

যে চূড়ার দিকে নজর রাখছে ও, সেখানে চারজন অশ্বারূঢ় বন্দুকবাজ দেখা দিল। হাইলি নেই ওদের মধ্যে। কিন্তু জয়েসের চেহারা এতটুকু ভাবান্তর হল না এতে, যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেল সে। রাইডার চারজন এমন বেপরোয়া ভঙ্গিতে নেমে এল ঢালের নিচে যেন কোন নিরীহ প্রাণীকে তাড়া করছে। ওদের একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার, ভাবল জয়েস, যেন ভবিষ্যতে একটু সমঝে চলে। তাছাড়া পুরো একটা রাত আর দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ও, কিন্তু একবারও পালটা আক্রমণ করেনি। এবার সেই ক্ষতি, সামান্য হলেও, পুষিয়ে নিতে চাইল সে।

রাইডাররা কারবাইনের আওতায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর সোজা হল দুইাটুর ওপর, কারবাইনের কুঁদো চোয়াল আর কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে ঠেকাল।

খাঁজের মাথায় নড়াচড়ার আভাস পেল সবচেয়ে কাছের রাইডার,

চেঁচিয়ে অন্যদের সাবধান করল সে। লোকটা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে এই সময় সাইটে ওকে পেয়ে গেল জয়েস। গর্জে উঠল কারবাইনটা, ওর কাঁধে পিছু ধাক্কা মারল। রাইডারের টুপি ভেদ করে নিচের দিকে নেমে গেল বুলেট, খুলিতে ঢুকে গেল, স্যাডল থেকে উড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল ওকে।

ইতিমধ্যে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিতে শুরু করেছিল অপর তিন রাইডার। ঝটপট লিভার টেনে ফায়ারিং চেম্বারে আরেকটা কার্তুজ পাঠাল জয়েস, পরবর্তী কাছের টার্গেটের দিকে নিশানা সরাল। দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে টার্গেট, ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে রাইডার। নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই চট করে ওর দিকে গুলি ছুঁড়ল জয়েস। মাথা নিচে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়া, শাঁই করে শূন্যে উঠে গেল রাইডার, ডিগবাজি খেল একটা। মুখ আর বুক দিয়ে ধুলোয় আছড়ে পড়ল সে, হাঁচড়ে-পাচড়ে একটা বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে লুকাল। কারবাইনের লিভার টেনে বাকি দুজন রাইডারের সন্ধান করল জয়েস। নাগালের বাইরে চলে গেছে ওরা, চড়াই টপকে পালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রূর হাসিতে সরু হয়ে গেল জয়েসের ঠোঁট। শিরদাঁড়ার নিচে নেমে গেল ও, মাথায় হ্যাট চাপাল। তারপর উঠে খাঁজের বাকি পথটুকু নেমে এল। ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আচমকা বেরিয়ে যাওয়ায় পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর মাথা। নিচের জঙ্গলের দিকে এগোতে এগোতে ও ভাবল আরেকবার কৌশল বদলাবার সময় হয়েছে। আর হাঁটাহাঁটি ভাল লাগছে না ওর। এবার একটা ঘোড়া দরকার।

হাইলি যদি আগের পদ্ধতি বজায় রাখে, তার লোকজনকে আবার সে দুটো দলে ভাগ করবে—এক দল ডান ধার দিয়ে খাঁজের ওপাশে

যাবে, অন্য দল বাঁ দিক দিয়ে। জয়েসের কাজ হবে, এর একটা দলকে আরো ছোট ছোট কয়েকটা উপদলে বিভক্ত করা।

লম্বা লম্বা পাইনের সারির মাঝ দিয়ে এগোবার সময় পানি গড়ানোর আওয়াজ শুনতে পেল ও। ওই শব্দ লক্ষ্য করে এগোল জয়েস, পাহাড়ের ঢালে সরু একটা ঝরনার দেখা পেল। বিনা দ্বিধায় পানিতে নেমে পড়ল ও। মাঝ-ঝরনা ধরে ভাটিতে রওনা হল।

ঝরনাবক্ষের কাদায় পাথর জমা হয়েছিল। জয়েস স্রোত ভেঙে এগোবার সময় ওর বুটের লাথি খেয়ে এর বেশকিছু ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। মিনিট কয়েক পর এমন একটা জায়গায় এল সে যেখানে দুই তীরের উইলো গাছের দুটো শাখা সরু ঝরনার ওপর ঝুলন্ত সবুজ সেতু রচনা করেছে একটা। মুখের সামনে কারবাইনটা ধরে, ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল জয়েস। তারপর থেমে ঘুরে দাঁড়াল। ওর কাঁধের ধাক্কায় ঝরনার পানিতে পাতা ঝরে পড়েছে কিছু, ছোট ছোট দুটো ডাল মচকে গেছে।

উবু হয়ে উইলো শাখা দুটোর নিচ দিয়ে ফিরে এল জয়েস, এবার আর স্পর্শ করল না ওদের। উজানে ফিরে চলল ও, হুঁশিয়ার রয়েছে যেন ঝরনাবক্ষের কোন পাথর স্থানচ্যুত না হয়।

ট্র্যাকিংয়ে হাইলি যে রকম অভিজ্ঞ তাতে এসব চিহ্ন ওর নজর এড়াবে না। এগুলোর অর্থ, যে লোককে ও খুঁজছে সে ভাটিতে গেছে। তবে হাইলি অসম্ভব চতুর লোক, তার শিকার উজানে গেছে কিন্তু তাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পেছনে ফেলে রেখে গেছে এইসব চিহ্ন, এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবে না সে। কাজেই সঙ্গে যে-কজন লোক রয়েছে তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করবে হাইলি; এক দল এগোবে ভাটিতে, অন্য দল উজানে। তারপর, কোথায়

গিয়ে জয়েস ত্যাগ করেছে ঝরনা তার চিহ্ন খোঁজার জন্য এই দল-গুলোকে আবার আরো ছোট ছোট উপদলে ভাগ করতে হবে। একটা উপদল এগোবে ঝরনার এপাড় ধরে, অন্যটা ওপাশ দিয়ে। এই কৌশল থেকে জয়েস কতটা ফায়দা লুটতে পারবে তা নির্ভর করছে একেকটা উপদলে কজন করে বন্দুকবাজ থাকবে তার ওপর।

শুরুতে যেখানে ঝরনায় নেমেছিল সেই জায়গাটা পেরিয়ে গেল ও, একটানা এগোতে লাগল উজানে। ক্রমশ দুরারোহ হয়ে উঠছে চড়াই, তার ওপর স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে হওয়ায় বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওকে। তবে যা চাইছিল, মাইলখানেক উজানে যাওয়ার পর সেটা পেয়ে গেল সে: ঝরনার দুই তীরে ঘন হয়ে জুনি-পারের ঝোপঝাড় জন্মেছে।

ডানে এগোল জয়েস, গোড়ালি-পানিতে গিয়ে থামল। হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে পাড়ের উদ্দেশে লাফ দিল ও, নিচু একটা জুনি-পার ঝোপের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। হাইলির মত চালু কোন লোক যদি তীরের প্রতিটা ঝোপ তন্নতন্ন করে না খোঁজে, ঝরনা থেকে ওর সরে যাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়বে না কারো।

এবার এরকম একটা রাস্তা বাছাই করল জয়েস যেখানে ওর ট্র্যাক বিশেষ পড়বে না, তারপর ঝরনা থেকে দূরে সরে গিয়ে ঘোরাপথে ঢালের নিচে নেমে যেতে শুরু করল। আধো-অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ও, কান খাড়া। ঝরনা আর ওর মাঝখানে একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়াল জয়েস, গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

খানিক বাদে যখন নিশ্চিত হল একটামাত্র ঘোড়া রয়েছে, নিঃসাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ওই শব্দের দিকে এগোল সে। কাছাকাছি

গিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসল ও, ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। ডোরাকাটা বাদামি একটা ঘোড়া, ধীরকদমে হাঁটছে। স্যাডলে বসা লোকটা হাইলি নয়। বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, এক হাত লাগামে, অন্য-টায় পিস্তল। কাছেপিঠে আর কেউ নেই।

পিছু হটল জয়েস। ঘোড়া আর রাইডার চোখের আড়াল হতেই, উঠে পড়ল ও, দ্রুতপায়ে ফিরে গেল ঝরনাতীরের জুনিপার ঝোপ-ঝাড়ের কাছে। এবার ঝরনার দিকে পেছন ফিরল সে। সামনেই নরম মাটি রয়েছে এক জায়গায়, জুনিপার ঝোপ আর কচি কচি একসারি ফার গাছের মাঝখানে। ইচ্ছেকৃতভাবে, বুটের গোড়ালি দাবিয়ে নরম মাটির ওপর দিয়ে ওপাশে হেঁটে গেল ও।

যখন নরম মাটির আরেক প্রান্তে পৌছাল, ঘুরে আবার ঝরনার ধারে ফিরে এল জয়েস, ঘাপটি মেরে বসে পড়ল একটা জুনিপার ঝোপের ভেতর। কারবাইনখানা মাটিতে নামিয়ে রাখল ও, বাঁ আস্তিনের ভেতর থেকে বের করল লুকানো বউই নাইফটা। তারপর ছুরি বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা আগুয়ান ঘোড়ার শব্দ আসতে দেরি হল না বেশি। শ্বাস আটকে রাখল জয়েস, সমস্ত স্নায়ু টানটান। একদম নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। যাতে আর কেউ টের না পায়, নইলে আরো মারাত্মক বিপদে পড়বে ও। খুব কাছে এসে পড়ল ঘোড়া, থেমে গেল। ঝোপের ভেতর থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জয়েস। এখন তাকে পুরোপুরি নিজের শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

খসখস একটা শব্দ হল স্যাডল লেদারের। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল জয়েস, কান খাড়া। একটু বাদে বাঁ হাত লম্বা করে দিল ও, একপাশে সামান্য সরাল একটা জুনিপারের ডাল।

ঘোড়ার পাশে গোড়ালির ওপর বসে রয়েছে বন্দুকবাজ, পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে জয়েসের দিকে, নরম মাটিতে ফুটে থাকা বুটের ছাপগুলো পরীক্ষা করছে। খানিক পর, সোজা হতে শুরু করল সে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জয়েস, দীর্ঘ শব্দহীন দুই কদমে পৌঁছে গেল ওর কাছে। বাঁ হাতে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরল সে, কণ্ঠমণির ওপর তীব্র একটা চাপ দিয়ে রোধ করল শ্বাস যেন চেঁচাতে না পারে। ঠিক একই সময়ে, লোকটার ডান হাতের আঙুলের গাঁটে ছুরির ঘাই মারল ও। আলগা হয়ে গেল বন্দুকবাজের মুঠি, ট্রিগার টিপতে পারার আগেই খসে পড়ল পিস্তল।

সামনের দিকে নেতিয়ে পড়েছে বন্দুকবাজ, দুহাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে জয়েসের নাগপাশ ছাড়াবার, ঘড়ঘড় করছে গলা। ছুরি ফেলে দিল জয়েস, হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তল বের করে প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল ওর মাথার একপাশে।

ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার হাঁটু, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছিল ওর ঘোড়া, হাত বাড়িয়ে খপ করে লাগাম চেপে ধরল জয়েস, তারপর পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল ছুরি, আবার গোপন খাপে পুরে রাখল।

ঘোড়াসহ জুনিপার ঝোপের কাছে গেল ও, কারবাইনটা তুলে নিল। তারপর ঘোড়া হাঁটিয়ে অনেকটা দূরে সরে গেল সে। যখন নিশ্চিত হল ঝরনাতীর থেকে শোনা যাবে না খুরের আওয়াজ তখন স্যাডলে চেপে এগোতে শুরু করল ধীরকদমে।

বার

একটা ঘোড়া পাওয়ায় আমূল বদলে গেল পরিস্থিতি। এক ঘণ্টারও কম সময়ে ডিক্সন ভ্যালিতে পৌঁছে গেল জয়েস, র‍্যাঞ্চ হাউসের বহুদূর দিয়ে ঘুরে গ্লোরি হোলমুখী উত্তরের গিরিপথের দিকে এগোল।

ও জানে হাইলি আবারো খুঁজে পাবে ওর ট্রেইল, যেমন প্রতিবারই পেয়েছে। তবে এবার আর আগের মত নেই অবস্থা। জয়েস সামান্য যা কিছু ট্র্যাক পেছনে ফেলে এসেছে, হাইলির মত একজন দক্ষ ট্র্যাকারের পক্ষেও তা খুঁজে পেতে যথেষ্ট সময় লাগবে। এর আগে, প্রতিবার ওরা সময়ের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পেরেছে তার কারণ ওদের শিকার পায়ে হেঁটে দ্রুত বেশিদূরে পালাতে পারছিল না।

কিন্তু এবার জয়েসেরও ঘোড়া আছে একটা। এবং ওদের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে পারবে সে। সারা পথে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বিস্তর সময় লাগছে ধাওয়াকারীদের। এখন শুধু একটি কাজ করলেই চলবে জয়েসের: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে ওর আর হুইলকের বন্দুকবাজদের মাঝে দুস্তর ব্যবধান বাড়ান।

ওকে ট্রেইল করে উপত্যকায় পৌঁছাতে কমপক্ষে দুঘণ্টা লাগবে হাইলির। এর এক ঘণ্টা পর অন্ধকার হয়ে যাবে, ফলে আবার

খাওয়া শুরু করার জন্য সারা রাত অপেক্ষা করতে হবে হাইলির দলবলকে। সকাল নাগাদ এমনকি হাইলির মত লোকও নাকাল হয়ে যাবে জয়েসের নিশানা খুঁজে পেতে, অন্যান্য ঘোড়সওয়ার আর শত শত গরুবাছুরের ট্রেইলের ভিড়ে হারিয়ে যাবে ওর ট্র্যাক।

জয়েস যখন গ্লোরি হোলের চার মাইল উত্তরে নাইলসের খামার বাড়িতে পৌঁছে বার্নের ভেতর ঢোকাল ওর ঘোড়া তখন রাতের প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে। ক্লান্ত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ও স্টেজ কোচের পাশে মাটিতে বসে পড়তেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ওর দিকে ছুটে এল তিনটে ছায়ামূর্তি। সবার আগে পৌঁছাল সুসানা ল্যাংলি। এমনভাবে দৌড়ে আসছিল যেন ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু সামনে এসে নিজেকে সংযত করল ও, থমকে দাঁড়িয়ে অপলকে চেয়ে রইল জয়েসের দিকে।

হারকোর্ট মাথা নাড়াল, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে বাধছে। 'তাহলে এসেছ শেষপর্যন্ত।'

'আমি তো বলেইছিলাম তোমাকে,' বিরক্ত, একঘেয়ে সুরে বলল মারফি। চোখ কুঁচকে জয়েসকে মাপল ও। 'চোট কেমন?'

'ব্যথা আছে।' সুসানার দিকে ফিরল জয়েস। 'শহরের কি খবর?'

কথা শুরু করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল ওর। 'ইতিমধ্যেই তুমি যা জান,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল সুসানা। 'ডিক্সনের লোক এসে খবর দেয়ার পর একদল বন্দুকবাজ সঙ্গে করে বেরিয়ে গেছে হাইলি।'

'আর কিছু না? হুইলক আর ডিক্সনের মধ্যে মন কষাকষির ব্যাপারে কিছু শোনোনি?'

'না। কেন, তুমি সেরকম কিছু আশা করছ?'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'ডিক্সনের কয়েকটা গরুবাছুরের মার্কা আমরা বদলে দিয়েছি হুইলকের মার্কায়, এমনভাবে যেন দেখলেই বোঝা যায়। এতক্ষণে ডিক্সনের লোকদের চোখে পড়ার কথা ওগুলোর একটা।'

'ডিক্সকে এত সহজে বোকা বানান যাবে না,' সুসানা বলল, একটু-ক্ষণ বাদে।

'হুইলককে এখানে এনেছে ডিক্সন,' সাদামাঠা গলায় জবাব দিল জয়েস। 'এখন তাড়াবার সময় ওর দায়িত্বটুকু ও পালন করলেই চলবে। আমাদের জন্য হুইলকের সাথে লড়বে ডিক্সন এ আশা আমি করছি না। কেবল এটুকু নিশ্চিত হতে চেয়েছি, লড়াইয়ের সময় ডিক্সন যেন কোন সাহায্য না করে হুইলককে।'

'যা অবস্থা, তাতে কারো সাহায্য লাগবে না হুইলকের। শহরে এখনো ওর যে-কজন বন্দুকবাজ আছে তারাই সামলাতে পারবে তোমাদের তিনজনকে।'

মৃদু স্বরে হাসল মারফি। 'জানি। তারও একটা বিহিত করব আমরা।'

সুসানা তাকাল ওর দিকে। এখনো জয়েসের ওপর সেঁটে আছে ওর চোখ, এবার হঠাৎ করেই ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল সে। 'তোমার চোট কতটা খারাপ,' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সুসানা। 'দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি পড়ে যাবে।'

'খুব ক্লান্ত। এবং ক্ষুধার্ত।'

'ওহ্...' জয়েসের অন্তত একটা উপকারে আসতে পারে ও একথা মনে হতেই ব্যাকুল হয়ে উঠল সুসানা। 'বাসা থেকে তোমার জন্য

এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।'

'বেশি করে এন। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য একটা পরিষ্কার কাপড়।'

সুসানা পা চালিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে যেতে, মারফির উদ্দেশে ফিরল জয়েস। 'আমাকে একটু ঘুমাতে হবে। এর পরের কাজটা তুমি আর হারকোর্ট মিলে সামলাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি। 'ঠিক আছে। দরকার হলে, আমি একাই করতে পারতাম।'

জয়েস আর মারফির মুখ দেখছিল হারকোর্ট, দৃষ্টিতে সংশয়। 'কি কাজ?'

'মিসেস ল্যাংলির কথা অনুযায়ী,' মারফি বলল ওকে, 'হুইলকের র‍্যাঞ্চে দু চারজনের বেশি বন্দুকবাজ কখনই থাকে না। আজ রাতে ওদের ওখানে হামলা হবে।'

ভ্রূকুটি করল ডেপুটি। 'আমরা করব?'

'হ্যাঁ। আমরাই। হুইলকের র‍্যাঞ্চ হাউসের ওপর গুলি ছুঁড়ব। তাহলেই ওখানে যারা আছে হুইলককে খবরটা জানাতে তারা শহরে ছুটবে।'

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল হারকোর্টের মুখে। 'আর তখন ওখানে আরেক দল বন্দুকবাজ পাঠাবে সে—এবং শহরে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই, বাছা। পছন্দ হয়েছে?'

'হুইলকের বিরুদ্ধে···হ্যাঁ, হয়েছে।'

হো-হো করে হেসে ডেপুটির পিঠ চাপড়ে দিল মারফি। 'ঠিক আছে, ডেপুটি, তাহলে চল।'

ওরা বিদায় নেওয়ার পর, খালি একটা স্টলে ঘোড়া বেঁধে রাখল জয়েস। জিন খসিয়ে ঘোড়ার গা মালিশ করল, দানাপানি খেতে দিল। তারপর চোখ ফেরাল নিজের দিকে। বুটজোড়া খসাল টান মেরে, জামাকাপড় খুলে দিগম্বর হয়ে গেল পুরোপুরি। একটা স্টলের খুঁটির গায়ে প্যান্ট শার্ট আছাড় মেরে ট্রেইলের ধুলো ঝাড়ল। তারপর বার্নের পেছনে চাপকলের কাছে গেল।

গামলা ভরে ওটা উঁচু করল সে, মাথায় আর গায়ে পানি ঢালল। বারকয়েক এভাবে পানি ঢালার পর কলের তলায় হাঁটু গেড়ে বসল ও, কল চেপে জখমে আটকে থাকা ব্যাণ্ডানাটা ভেজাল। যখন ভিজে নরম হয়ে গেল রক্তমাখা রুমাল, সাবধানে টেনে তুলে ফেলল। সযত্নে ক্ষত সাফ করল জয়েস, তারপর আবার গোসল করল। কলতলা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে ও এই সময় বার্নের বাইরে পা রাখল সুসানা, চমকে উঠে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জয়েসের দিকে।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল জয়েসের, ফলে সুসানার চমকে ওঠার কারণ বুঝতে একটুক্ষণ সময় লাগল। ওকে পাশ কাটিয়ে বার্নে ঢুকে গেল সে, প্যান্ট পরে বেল্ট বাঁধল। জয়েসের পেছন পেছন সুসানাও এসেছে ভেতরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছিল, এবার হাতের কাপড়টার কথা মনে পড়ায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে এগিয়ে গেল। যখন শেষ হল কাজ, সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'জেস আর মারফি কোথায়?'

সুসানাকে জানাল ও, তারপর বলল, 'গন্ধ পাচ্ছি। কোথায়?'

'মাচানের ওপর। ভাবলাম খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি হয়ত একটু ঘুমাতে—'

'তাই।' মই বেয়ে মাচানে উঠে গেল জয়েস, দেখল খড়ের গাদার

পাশেই কাঠের মেঝের ওপর ট্রে রাখা আছে একটা। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করেছে সুসানা। দুগ্লাস দুধ আর এক প্লেট ভাপ ওঠা হ্যাম আর ছয়টা ডিম ভেজে এনেছে। খড় বিছিয়ে তার ওপর বসে পড়ল জয়েস, তারিয়ে তারিয়ে খেতে শুরু করল।

মই বেয়ে ওপরে উঠে এল সুসানা, জয়েসের খাওয়া দেখছে। একটু বাদে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি তোমার জন্য সত্যিই খুব চিন্তায় পড়েছিলাম, জেমস।'

'আমিও,' বলল জয়েস। তারপর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সুসানাকে নির্দেশ দিল শহরে ফিরে গিয়ে কি কি করতে হবে তাকে।

চুপ করে ওর সমস্ত কথা শুনে গেল সুসানা। তারপর জয়েস যখন খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল একটা, হাত-পা ছড়িয়ে শুইয়ে পড়ল, শান্ত গলায় সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'এক্ষুণি ঘুমাবে?'

'কাহিল লাগছে।' মাথার পেছনে দুহাত বেঁধে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল জয়েস। 'অনেকক্ষণ কোণঠাসা অবস্থায় ছিলাম তো, খিল ছাড়তে সময় লাগবে।'

টোল পড়ল সুসানার গালে। জয়েসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর চোখে চোখ রাখল। 'আমি হয়ত সাহায্য করতে পারব—তুমি বললে।'

হাত উঠিয়ে ওর ঘাড় চেপে ধরল জয়েস, লম্বা লম্বা আঙুলে সুসানার রেশমি কোমল চুল পেঁচাচ্ছে। 'জানি,' সায় দিল ও, 'পারবে।'

আরো ঘন হয়ে বসল সুসানা, জয়েসের ক্লান্তি দূর করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সুসানা যখন বিদায় নিল জয়েস তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

ঘোড়ায় চেপে গিরিপথ ধরে ছুটতে ছুটতে সুসানা ভাবল শহরে পৌঁছে প্রথমেই তাকে কড়া এক কাপ কফি খেতে হবে। ওভাবে একজন লোককে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ও নিজেই কাহিল হয়ে পড়েছে, ঝিমুনি আসছে। কিন্তু ওকে জেগে থাকতে হবে। খোলা রাখতে হবে চোখ-কান। প্রচুর কাজ রয়েছে আজ রাতে।

মারফি আর হারকোর্ট নাইলসের বার্নে ফিরে দেখল স্টেজ কোচের ড্রাইভিং বক্সে বসে আছে জয়েস, সিগারেট ফুঁকছে, অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

'কাজ হল?' মারফিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'নিখুঁতভাবে,' বলল হারকোর্ট, উত্তেজনায় খই ফুটছে মুখে। 'র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের ঘরে বাতি জ্বলছিল। টিলার ওপর থেকে জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম আমরা। এত তাড়াতাড়ি কোন বাতি নিভতে আমি জীবনে কখনো দেখিনি। ব্যাটাদের আচ্ছা ভয় পাইয়ে দিয়েছি।'

'ওরা গেছে গ্লোরি হোলের দিকে?'

'দুজন,' নিরুত্তাপ স্বরে জানাল মারফি। ঘোড়াগুলোকে খানিক বিশ্রাম দিতে হারকোর্ট আর ও নামল স্যাডল থেকে। 'একজন ভুল করে পাশের দরজাটা খুলে আমাদেরকে পালটা গুলি করার পাঁয়তারা করেছিল। হারকোর্ট ওর পায়ে গুলি করেছে। মনে হয় ও ব্যাটা এখনো ভেতরেই আছে। বাকি দুজন পেছনের জানালা গলে ভেগেছে ঘোড়ায় চেপে।'

আবার হারকোর্টের দিকে তাকাল জয়েস। 'মনে হচ্ছে তুমি বেশ উপভোগ করেছ ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, দারুণ,' অকপটে স্বীকার করল ডেপুটি।

হারকোর্টকে একগাল স্নেহের হাসি উপহার দিল মারফি, তারপর জয়েসকে বলল, 'আমাদের ডেপুটিকে নিয়ে তুমি কিছু ভেব না, জেমস। কাজ হবে ওকে দিয়ে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।' জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিল জয়েস, বুটের তলায় নিভিয়ে স্যাডল চাপাতে গেল 'ধার করা' ঘোড়ার পিঠে।

নিজের স্যাডলব্যাগ থেকে একটা বাড়তি কোল্ট বের করল মারফি, বেল্টের নিচে গুঁজে রাখল, তাড়াহুড়োর সময় গুলি ফুরিয়ে গেলে ব্যবহার করবে। 'আজ উপভোগ করার মত রাত কাটবে একটা,' উৎফুল্ল কণ্ঠে আপনমনে বলল সে। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে এক ধাক্কায় ওর বয়েস যেন দশ বছর কমে গেছে।

বার্ন থেকে ঘোড়ায় চেপে একসঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন, গিরিপথ ধরে ছুটল গ্লোরি হোল অভিমুখে।

শহর থেকে আধমাইল উত্তরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল সুসানা। ওরা পাশে এসে থামতেই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটা ওদেরকে জানাল সে: 'এইমাত্র হুইলক তার র‍্যাঞ্চের দিকে গেছে—ছজন বন্দুকবাজ নিয়ে। টরিসহ আরো দশজন এখনো আছে শহরে। খুব একটা সুবিধা বোধহয় তোমরা করতে পারবে না, জেমস।'

কিন্তু জয়েস ভুরু কুঁচকে অন্যকিছু চিন্তা করছিল। 'হুইলকও গেছে?' ও আশা করেছিল আজ রাতে খেলার শুরুতেই হুইলককে কাবু করার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। একবার পালের গোদাকে আটকে ফেলতে পারলে, আপনা থেকেই কেটে পড়বে ওর ভাড়াটে সাঙ্গপাঙ্গরা, অন্য কোথাও অন্য কাজের সন্ধানে চলে যাবে।

'তাতে কি?' সান্ত্বনা দিল হারকোর্ট। 'ও আবার ফিরে আসবে।'

ডেপুটির দিকে তাকাল জয়েস। 'নিশ্চয় আসবে। আর সবাইকে নিয়ে। এবং সবকিছু জেনেশুনে—যদি কেউ পালিয়ে গিয়ে ওকে খবর দেওয়ার সুযোগ পায়।'

মৃদু স্বরে হাসল মারফি। 'আমরা ততক্ষণ বেঁচে থাকব কিনা তাই জানি না। কাজেই অতদূরের চিন্তা করে কি লাভ? টরি সম্পর্কে তোমার কাছে যা শুনেছি, ও একটা জাত খুনী। ওর সঙ্গের বাকি দশজনও নিশ্চয় অ্যামেচার না।'

এবার আরেকটা তথ্য জোগাল সুসানা: 'এখানে আসার পথে ডিক্সের ফোরম্যানের সাথে আমার দেখা হয়েছে। মরগ্যান্সভিলে যাচ্ছিল—শেরিফকে টেলিগ্রাম করতে।'

সুসানার দিকে ঘুরল জয়েস। 'ওই গরুগুলো চোখে পড়েছে ওদের?'

'হ্যাঁ। কাজেই তুমি শেরিফ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা···'

মাথা নাড়াল জয়েস। 'অনেক দেরি হয়ে যাবে। হুইলক তার সব লোককে এক করে ফেলবে আবার। শেরিফ আর আমরা মিলেও সামলাতে পারব না। এ মুহূর্তে হুইলকের লোকজনকে তিন ভাগে তিন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি আমরা। সুতরাং যা করার এখনই করতে হবে।'

'তাহলে শুরু করা যাক,' হাই তুলল মারফি, গিরিখাতের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল।

গ্লোরি হোলের সীমান্ত অবধি একসাথে থাকল ওরা। ওখানে রাশ টানল পুরুষ তিনজন, সুসানা অন্য পথে শহরে ঢোকার জন্য আরেক রাস্তায় চলে গেল। শেষমুহূর্তে নতুন করে ওকে আর কিছু নির্দেশ দেওয়ার দরকার হল না। আগামী কয়েক ঘণ্টায় এই শহরে

যা ঘটতে যাচ্ছে তাতে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সজাগ।

ও যখন দালানকোঠার মাঝে হারিয়ে গেল, হারকোর্টের উদ্দেশে জয়েস বলল, 'ঠিক আছে, ডেপুটি, তাড়াহুড়ো করবে না কোন ব্যাপারে। ওদেরকে এক-এক করে ধরব আমরা। কিন্তু ওদের কেউ আমাদের দেখে ফেললেই তার সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। এবং এখন থেকে যেকোন মুহূর্তে ধরা পড়তে পারি আমরা। কাজেই লক্ষ্য রাখবে প্রতিটা দরজা-জানালার ওপর···'

'ছাত,' জয়েসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যোগ করল মারফি। 'আর সেই সাথে প্রত্যেকটা গলি আর ফুটপাতের ছায়া।'

'এসব আমি জানি,' বিরক্তি প্রকাশ করল হারকোর্ট। 'এবার চল!'

রওনা হল ওরা। রাস্তার প্রস্থে যতটা কুলোয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শহরে ঢুকল—বাঁ প্রান্তে, সবার আগে রয়েছে মারফি, পনের গজ পেছনে থেকে মাঝরাস্তা ধরে ওকে অনুসরণ করছে জয়েস, আর সবশেষে, রাস্তার ডানে, রয়েছে হারকোর্ট। প্রত্যেকেই কড়া নজর রাখছে অন্ধকার গলি, জানালা, দোরগোড়া আর ছাতের ওপর।

শহরের সেন্ট্রাল প্লাজার কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা, খোলামেলা আলোকিত চত্বর অতিক্রম করার ঝুঁকি এড়াতে পাশ দিয়ে ঘুরে পেছনে চলে গেল। যখন জেলভবনের পেছনের দেয়াল দৃষ্টিগোচর হল, স্যাডল থেকে নেমে পড়ল তিনজনই, একটা রেইলের সাথে বাঁধল ঘোড়াগুলো।

আচমকা জয়েসের উদ্দেশে ঘুরল হারকোর্ট, ফিসফিস করে বলল, 'এই অংশটা আমি সামলাতে চাই।'

ওর দিকে ভ্রুকুটি করল জয়েস। 'আগেই ঠিক হয়েছে মারফি—'

'আমি করব,' শান্ত গলায় পুনরাবৃত্তি করল ডেপুটি।

মারফির উদ্দেশে একটা ভুরু নাচাল জয়েস। মারফি ঘাড় কাত করল। 'ঠিক আছে তবে মনে রেখ—সুমসাম।'

জেলখানার পাশের গলি ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোল ওরা, স্যাডল বুটে রেখে এসেছে নিজেদের কারবাইনগুলো। যখন আরেক মাথায় পৌঁছাল, মারফি আর জয়েস দাঁড়িয়ে পড়ল। হারকোর্ট একা কোনা ঘুরে এগোল জেলখানার খোলা সদর দরজার দিকে, ভেতরে ঢুকে গেল।

ছোট্ট অফিস-কামরায় গদি আঁটা চেয়ারে নিতম্ব ডুবিয়ে ডেস্কের ওপর পা তুলে বসেছিল হুইলকের এক বন্দুকবাজ, হাত দুটো পেটের কাছে বাঁধা। চৌকাঠ পেরিয়ে হারকোর্ট ওর দিকে এগিয়ে যেতে, ঘাড় ফেরাল লোকটা, কে এসেছে না দেখেই দম দেয়া পুতুলের মত গৎবাঁধা বুলি আউড়াতে শুরু করল: 'তোমার বন্দুক ওপাশের ওই তাকের ওপর রেখে—' তারপর যখন চিনতে পারল হারকোর্টকে, দুই কানে গিয়ে ঠেকল ওর ঠোঁট। 'বেশ, বেশ, ডেপুটি হলে রাখার দরকার হবে না। দেখতে এসেছ আমরা কেমন চালাচ্ছি তোমার ছোট্ট—'

ইতিমধ্যে ওর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল হারকোর্ট। বন্দুকবাজ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে বের করল নিজের পিস্তল, বাঁট দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করল বন্দুকবাজের চাঁদিতে। পেছনে হেলে পড়ল লোকটা, সশব্দে আছাড় খেল মেঝেতে—চেয়ারসমেত।

দরজার ভেতরে পা রাখল জয়েস, চোখ নামিয়ে তাকাল বন্দুকবাজের অচেতন মুখের দিকে। 'চলবে। যদিও শব্দ হয়েছে একটু।'

'শব্দটা ভাল লাগল,' মৃদু গলায় বলল হারকোর্ট, 'খুউব ভাল।' হোলস্টারে পিস্তল ভরে রাখল ও, পকেট থেকে ডেপুটির টিনের তারা বের করে পিন দিয়ে আটকাল বুকে। অভূতপূর্ব এক হিমশীতলভাব জেগে উঠেছে ওর চেহারায়। আর নাবালকটি মনে হচ্ছে না।

কি বিচিত্র এই সংসার, হঠাৎ করে দার্শনিকের মত ভাবল জয়েস, একই ঘটনা একেক মানুষের ভেতর একেক রকমের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন এখানে বাড়িয়ে দিয়েছে হারকোর্টের বয়স, মারফিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার যৌবন।

অচেতন বন্দুকবাজের গানবেল্ট খুলে নিল ও, শেলফের দিকে ছুঁড়ে ফেলল। 'ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলল হারকোর্ট, ওর সাকুল্য সম্বল চার জোড়া হাতকড়ি বের করল। প্যান্টের চার পকেটে ওগুলো ভরল সে, তারপর বন্দুকবাজের ভারি দেহটা বয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করল জয়েসকে। ঝটপট বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, কোনা ঘুরে জেলখানা-সংলগ্ন অন্ধকার গলিতে ঢোকার আগে মুহূর্তের জন্যেও থামল না কোথাও।

গলির মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল মারফি, দেখে মনে হবে বিশ্রাম নিচ্ছে; কিন্তু ওর চোখ সারাক্ষণ নজর রাখছিল প্লাজার ওপর। জয়েস আর হারকোর্টের পেছন পেছন গলিতে ফিরে এল সে, ওদের সঙ্গের বোঝাটা দেখে শিস বাজাল উৎফুল্ল সুরে। 'একটা গেল। আরো দশটা যাবে।'

জেলখানার কয়েকশ গজ পেছনেই রয়েছে একটা রোদে পোড়া ইটের দালান, একসময় ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম বিক্রি হত ওখানে। হুইলককে খেরাজ দেওয়ার বদলে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা ঢের ভাল, এই মনে করে হপ্তা কয়েক আগে দোকানি গ্লোরি হোল ছেড়ে চলে

যাওয়ার পর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ওই দোকানঘর। লাথি মেরে নড়বড়ে কাঠের দরজাটা ভেঙে ফেলল মারফি, অচেতন বন্দুকবাজকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে অন্ধকার দোকান ঘরের ভেতর ঢুকল ওরা। কাউন্টারের একটা ভারি পায়ার সাথে হাতকড়ি পরিয়ে মেঝের ওপর ফেলে রাখল ওকে।

দোকান-ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ওরা তিনজন, কারবাইনগুলো বের করল। তারপর অন্ধকার গলিঘুঁচির ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল হুইলকের আস্তানার দিকে, কোন আলোকিত স্থান পেরোবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ধারেকাছে অন্য কেউ নেই। একটা কারণে এখন খানিকটা সুবিধেজনক অবস্থায় আছে ওরা : ভোর হতে আর মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি আছে, রাস্তা-ঘাটে লোকজন বিশেষ নেই। শহরবাসীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, স্যালুন আর পতিতালয়গুলো রাতের মত ঝাঁপ ফেলার প্রস্তুতি নেয়ায় শোবার আয়োজন করছে বেশির ভাগ বহিরাগত সওদাগর আর পর্যটক।

হুইলকের সদর দফতর থেকে এক ব্লক আগে অন্ধকার ফুটপাতের এককোণে জয়েস তার কারবাইন লুকিয়ে রাখল। হুইলকের আস্তানার পাশেই যে স্ট্যাবল রয়েছে, তার পেছনের কোরালে এসে থামল ওরা। কোরালের নিচু রোদে পোড়া ইটের দেয়ালের গোড়ায় মাটির ওপর হারকোর্ট তার কারবাইনটা রেখে দিল। এর এক ব্লক সামনে একটা অন্ধকার গলির ভেতর ডাস্টবিনের পেছনে মারফি লুকিয়ে রাখল তার কারবাইন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সাথে জড়িত অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই পালন করে থাকে এই কৌশল। তারা জানে, যেখানে গোলমাল হওয়ার

আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি তার আশেপাশে বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে হয়, যেন প্রয়োজনের সময় হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় ওগুলোর সাহায্য। অনেক সময় আদপেই হয়ত দরকার পড়ে না এর। কিন্তু যদি কখনো পড়ে, এই একটা অস্ত্রই ফয়সালা করে দিতে পারে বাঁচামরার প্রশ্নকে।

প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যখন সারা হল, ঘোরা পথে জেলভবনের পেছনে ফিরে এল ওরা। মিনিট কয়েক পর হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওখানে এসে উপস্থিত হল সুসানা।

'ফ্রন্ট স্ট্রীটের আরেক মাথায় যে পতিতালয় আছে, সেখানে পাহারা দিচ্ছে একজন,' জয়েসকে বলল ও। 'আরেকজন প্লামার স্ট্রীট হয়ে প্লাজার দিকে আসছে। কেবল এ দুজনকেই আমি দেখেছি রাস্তায়। বললে আরো—'

'না। তুমি যাও, হুইলকের আড্ডার ওপর নজর রাখগে।'

সুসানা চলে যেতেই ওরা তিনজন উলটো দিকে ঘুরল, এ গলি সে গলির ভেতর দিয়ে এগোল প্লামার স্ট্রীট অভিমুখে।

প্লামার স্ট্রীটের বন্দুকবাজ আস্তানায় ফিরে গিয়ে টরির কাছে রিপোর্ট করার জন্য শেষবারের মত নজর বোলাচ্ছিল চারদিকে। প্লামার আর ট্রেইল স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে সে এই সময় ওর কিছুদূর সামনে ট্রেইল স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। একটা স্যালুনের বাতিতে মুহূর্তের জন্য ধরা পড়ল লোকটা। তারপর মোড় ঘুরে উলটো দিকে রওনা হল, অন্ধকার ফুটপাত ধরে একসারি বন্ধ দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

বন্দুকবাজ জয়েসকে চেনে না, কিন্তু জয়েস মোড় ঘোরার সময় ওর কোমরে ঝোলান পিস্তলটা তার ঠিকই চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে, মোড় পেরিয়ে অন্ধকার ফুটপাতে উঠে জয়েসের পিছু নিল। 'এই যে—তুমি!'

জয়েস থেমে বন্দুকবাজের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমাকে বলছ?'

গটগট করে ওর কাছে এগিয়ে এল বন্দুকবাজ। 'কি ব্যাপার, শহরের ভেতর পিস্তল ঝুলিয়েছ কেন?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ও।

বোকার মত ওর পানে চেয়ে রইল জয়েস। 'আমি মাত্র এসেছি। কেন, অস্ত্র সাথে রাখার নিয়ম নেই এ শহরে?'

'তুমি পড়তে জান না? সব জায়গায় নোটিস ঝোলান আছে, এখানে থাকা অবস্থায় তোমার অস্ত্রপাতি জেল-অফিসে জমা রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে—এজন্য এতটা উত্তেজিত হওয়ার কি আছে।' গান-বেল্ট খুলল জয়েস, শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে রাখল হাতে। 'তা এই জেলখানাটা কোথায় যেখানে জমা দিতে হবে?'

'ওই দিকে।' ইশারায় ওঅটর স্ট্রীট দেখাবার জন্য ঘুরতে শুরু করল বন্দুকবাজ। 'প্লাজায় পৌঁছে বাঁয়ে—'

গানবেল্টটা চাবুকের মত ঘোরাল জয়েস, অপরজনের মুখ বরাবর হাঁকাল। বন্দুকবাজের দুই চোখের সংযোগস্থলে আঘাত করল হোলস্টারে ভরা কোল্ট, থরথরিয়ে কেঁপে উঠল হুইলকের পেশী-পুরুষ, কাত হয়ে ছিটকে পড়ল হিচ রেইলের ওপর। এক হাতে রেইল ধরে ঝুলে রইল সে, চোখে সর্ষের ফুল দেখছে, কম্পিত হাতে বের করার চেষ্টা করছে নিজের পিস্তল। গানবেল্টটা আবার চাবুকের মত ঘোরাল জয়েস; ওপর থেকে সবেগে নামিয়ে আনল নিচে। বন্দুকবাজের খুলির পেছনে আছড়ে পড়ল হোলস্টারে ভরা কোল্ট।

রেইল থেকে খসে গেল ওর হাত, জয়েসের পায়ের কাছে ময়দার বস্তার মত লুটিয়ে পড়ল সে।

জয়েসের পেছনের একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল হারকোর্ট, অচেতন বন্দুকবাজকে গলির ভেতর টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে পা চালিয়ে রাস্তা পার হল। অচিরেই অন্ধকারের মাঝে অদৃশ্য হল ওরা, আরেকটা গলির মুখ থেকে বেরিয়ে রাস্তার অপর পাশে পা রাখল মারফি, পিছু নিল ওদের। অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে, কিন্তু নজর রয়েছে আশপাশের দালানকোঠার ওপর। ও যখন জয়েস আর হারকোর্টের কাছে পৌঁছাল ততক্ষণে ওরা বন্দুকবাজের হাত তুলে নিয়েছে কাঁধের ওপর, জেলভবনের পেছনে ফিরে যাচ্ছে। অসাড় দেহটা ঝুলছে দুজনের মাঝখানে, বুটের ডগা আঁকিবুঁকি কাটছে ধুলোর বুকে। শেষবারের মত ট্রেইল স্ট্রীটটা একনজর দেখে নিল মারফি, তারপর খানিক-তফাতে থেকে অনুসরণ করল ওদের, একজন পাহারাদার লুকিয়ে থাকতে পারে এরকম প্রতিটা জানালা, অন্ধকার কোণ জরিপ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

দ্বিতীয় বন্দুকবাজকে পরিত্যক্ত সেই দোকান-ঘরে নিয়ে এল ওরা, প্রথমজনের পাশে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। তারপর আবার বেরিয়ে এল বাইরে। জয়েস আর মারফির মাঝে রয়েছে হারকোর্ট, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে আজকের রাতটা যদি সে টিকে যায় বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে যাবে তার ভেতর। যেভাবে ওরা প্রতিপক্ষের সুবিধাগুলোকে একে একে ছেঁটে ফেলছে তাতে নিজেকে সে তিন-জন মানুষরূপী একটা দক্ষ যন্ত্রের অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। এই উপলব্ধি এখন ওর মাঝে জাগিয়ে তুলেছে এক অসীম ক্ষমতার অনুভূতি, যা আগে কোনদিন সে অনুভব করেনি। তবে পাশাপাশি,

অন্য দুজনের মত, সেও জানে ওদের এই সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করছে ভাগ্যের ওপর। চকিতে জয়েসের সাবধানবাণীর কথা মনে পড়ে গেল ডেপুটির: ভাগ্য জিনিসটা ইলাস্টিকের মত, ছিঁড়ে যাওয়ার আগে বহুদূর অবধি প্রসারিত হতে পারে।

মিনিট কয়েক পর হুইলকের একজন বন্দুকবাজ বেরিয়ে এল একটা পতিতালয় থেকে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ঝাড়া দিয়ে ম্যাচের শলা নিভিয়ে ফেলল ও, পরের বাড়িটার দিকে এগোল। একটা গলির কাছে এসে আপনাআপনি ওর হাত চলে গেল হোলস্টারের ওপর, হাঁটার গতি কমে এল। প্রায় গলির মুখে এসে পড়েছে সে এই সময় রাস্তার ওপাশের একটা অন্ধকার দরজা থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, এগোতে শুরু করল ওর পানে।

লোকটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বন্দুকবাজ, পিস্তলের বাঁটের ওপর হাতের পাঞ্জা চেপে বসেছে। আগুয়ান লোকটার যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই ওর চোখে পড়ল তা হচ্ছে ওর কাছে পিস্তল রয়েছে একটা। তারপর ওর শার্টে আঁটা টিনের তারায় আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল। এবং তারপর, লোকটা যখন আরেকটু কাছে এল, ওকে চিনতে পারল সে—ডেপুটি জেস হারকোর্ট।

বন্দুকবাজের সামনে এসে দাঁড়াল হারকোর্ট, শান্ত গলায় বলল, 'শহরের ভেতর পিস্তল ঝুলিয়েছ তুমি।'

বাঁ হাতে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামাল বন্দুকবাজ, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল ডেপুটির দিকে। 'তো?'

'তোমাকে গ্রেফতার করা হল।'

প্রায় হেসে ফেলল বন্দুকবাজ। 'কি?'

পেছনের গলি থেকে বেরিয়ে এল মারফি, বন্দুকবাজকে বলল,

'ওর কথা তুমি শুনতে পেয়েছ।' লোকটার খুলিতে কোল্টের বাঁট দিয়ে সজোরে বাড়ি মারল ও, ঠিক কানের পেছনে।

ভাঁজ হয়ে গেল বন্দুকবাজের হাঁটু, হারকোর্টের অপেক্ষমাণ দুই বাহুতে ঢলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মারফির পাশ দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে অন্ধকার গলির ভেতরে ঢুকে গেল হারকোর্ট। যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেল মারফি, সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তার উলটো দিকের দালানকোঠা পর্যবেক্ষণ করছে।

যে অন্ধকার দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছিল হারকোর্ট, রাস্তার অপর পাশে এতক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করছিল জয়েস, নজর রাখছিল যে গলির মুখে মারফি অপেক্ষা করছে তার দুপাশের জানালা-দরজার ওপর।

রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছেছে ও এই সময় ডান দিকে ঘুরেই পিস্তল বের করল মারফি, জয়েসের পেছনে একটা পতিতালয়ের দোতলার জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। একজন লোকের আর্তনাদ শুনতে পেল জয়েস, পরক্ষণে কর্কশ শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান, ওর মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল তপ্ত সীসা, সামনেই রাস্তার ধুলো ওড়াল।

পাঁই করে ঘুরে গেল জয়েস, পিস্তল বের করে বসে পড়ল এক হাঁটুর ওপর। আবার গুলি করল মারফি। জয়েস দেখল দোতলার একটা জানালা গলে হুমড়ি খেয়ে বাইরে পড়ে গেল এক লোক, তার শটগান হাত থেকে ছিটকে চলে গেল অন্যদিকে। জানালার নিচেই বারান্দার ছাতের ওপর অনেকটা শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে সশব্দে আছাড় খেল সে, তারপর গড়িয়ে নিচের রাস্তায় পড়ল।

বাড়ির ভেতর তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল এক মেয়ে। নিভে

গেল সমস্ত জানালার বাতি, আরো কয়েকটা মেয়ের চিৎকার শোনা গেল। উঠে দাঁড়াল জয়েস, ওই দালানের ওপর চোখ রেখে পিছিয়ে গেল মারফির দিকে।

প্রতিপক্ষকে নিঃশব্দে ঘায়েল করার পালা ওদের শেষ হয়েছে। ছিঁড়ে গেছে ভাগ্যের সুতো।

তের

হুইলকের সদর দফতরের প্রায় সরাসরি বিপরীত দিকে, রাস্তার এপাশে একটা অন্ধকার দালানের কোণে গুটিসুটি মেরে বসেছিল সুসানা। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফেরাল ও, ধরা পড়ার ভয়ে ধক করে উঠল বুক। তারপর দেখল ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে জয়েস, পেছনে মারফি আর হারকোর্ট।

ওরা কাছে আসতে উঠে দাঁড়াল সুসানা। 'মিনিটখানেক আগে হুইলকের এক বন্দুকবাজ হন্তদন্ত হয়ে ওই স্যালুনে ঢোকে। নাম, অগাস্টিন। পরক্ষণেই বেরিয়ে আসে ও—টরি, স্মিথ আর লুইসকে সাথে করে। ওরা ওআটর স্ট্রীটের দিকে গেছে।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওপাশের স্যালুনের দিকে তাকাল মারফি। 'তার মানে ওখানে রেখে গেছে কয়েকজনকে—তবে তিনের বেশি হবে না।'

'তিনের বিরুদ্ধে তিন,' ব্যগ্র গলায় ফিসফিস করে বলল হারকোর্ট। 'চল, অন্যরা এসে পড়ার আগেই—'

'সিঁড়ির মাথায় সাধারণত একজন থাকে,' বাধা দিয়ে বলল জয়েস। 'বড্ড মারাত্মক পজিশন। আমি ওকে সাবাড় করার পরপরই তোমরা ঢুকবে।' হারকোর্টের কাঁধে আলতো করে একটা হাত ছোঁয়াল ও। 'তুমি নজর দেবে শুধু বারটেণ্ডারের ওপর, আর কোন-

দিকে না। ওই বারের পেছনে একটা শটগান থাকে।' সুসানার উদ্দেশে ফিরল জয়েস। 'তুমি এবার বাসায় ফিরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। আর বাইরে বেরোবে না, যা-ই ঘটুক।'

'আর কিছু—'

'যাও। আমাদের হাতে সময় নেই বেশি, অন্যদের নিয়ে টরি যেকোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে।'

দালানের দেয়াল ঘেঁষে দ্রুতপায়ে চলে গেল সুসানা। ও দৃষ্টির আড়াল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জয়েস। তারপর রাস্তা পেরোতে শুরু করল, কোনাকুনিভাবে সরে যাচ্ছে হুইলকের স্যালুন থেকে। যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেল মারফি আর হারকোর্ট, দেখল স্যালুনের পাশে যে লিভারি স্ট্যাবল আছে তার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে ও।

পৌনে এক মিনিট পর আবার দেখা গেল জয়েসকে, লিভারি স্ট্যাবলের ছাতে।

উবু হয়ে ছাতের ওপাশে এগোচ্ছে সে, ডান হাতে শক্ত করে ধরে রয়েছে ওর কোল্ট, বাঁ হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিরাট মোটা ক্যানভাসের থলে। ছাতের কিনারে পৌঁছে থামল ও, গলির ওপাশে দোতলায় হুইলকের অফিস-কামরার জানালার দিকে তাকাল।

বন্ধ। ঘরের ভেতরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার মানে দরজাও বন্ধ। খুশি হল জয়েস, এর ফলে সে সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় বাড়তি কিছু সময় পেয়ে যাবে।

ধড় আর মাথায় ক্যানভাসটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ছাতের কিনারে সুস্থির হয়ে দাঁড়াল ও, ওপাশের জানালা আর নিচের দুরন্ত মাপল। তারপর গলির উলটো দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে গা

ভাসাল জয়েস, তির্যকভাবে নিচে নেমে যাওয়ার সময় ক্যানভাসটা টেনে দিল মুখের ওপর। জানালার শার্সি ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল ওর বুটজোড়া, শরীরের বাকি অংশ হুড়মুড় করে অনুগামী হল ওগুলোর, উড়ন্ত কাচের আক্রমণ থেকে মুখ-হাত রক্ষা করল মোটা ক্যানভাসের আচ্ছাদনটা।

বাঁ নিতম্ব আর কাঁধ দিয়ে ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল জয়েস, প্রবল ধাক্কার চোটে ওর ভেতরের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল, দেহের সম্মুখগতি ডেস্কের কিনারে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওকে। ক্যানভাসটা ছুঁড়ে ফেলে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে জয়েস এমন সময় হাট হয়ে খুলে গেল অফিস-ঘরের দরজা—পেছনের স্যালুনের আলোয় দোর-গোড়ায় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল একজন কারবাইনধারীর অবয়ব।

জয়েস যখন গুলি করল ওকে তখনো লোকটা ঠাহর করতে পারেনি কে ঢুকেছে ভেতরে। ওর মাঝ বরাবর নিশানা করল জয়েস, বাঁ তালুর গোড়ালি দিয়ে কোল্টের হ্যামারে ধাক্কা মারল পরপর দুবার, বদ্ধ ঘরে কানে তালা লাগিয়ে দিল বিকট আওয়াজ দুটো।

দুটো বুলেটই আঘাত করল লোকটার বুকে, উড়িয়ে নিয়ে গেল ওকে দোরগোড়ার বাইরে। সিঁড়ির মাথায় রেলিংয়ের সাথে ধাক্কা খেল ওর পিঠ, টপকে নিচে স্যালুনের মেঝেতে গিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ল। আর মোটে তিনজন লোক রয়েছে স্যালুনে—বারটেণ্ডার এবং দুজন বন্দুকবাজ। কাটা শটগানের উদ্দেশে হাত বাড়াল বার-টেণ্ডার, অন্য দুজন ছুটল স্যালুনের পেছন দরজার উদ্দেশে, ওদের চোখ আর পিস্তলের মুখ ওপর পানে চেয়ে আছে হুইলকের অফিস কামরার দিকে।

ঠিক ওই সময় ওদের পেছনে ব্যাট-উইং দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল

মারফি আর হারকোর্ট।

পাঁই করে পেছন ফিরল একজন বন্দুকবাজ, পিস্তল তাক করার প্রয়াস পেল। মারফির পয়লা বুলেট দ্বিখণ্ডিত করল ওর ডান ভুরু, খুলি ভেদ করে ঢুকে গেল মগজে।

অপর বন্দুকবাজেরও ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া হল, তবে একটু বুদ্ধি খেলাল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা গোকার টেবিলের ওপর, উলটে ফেলল টেবিলটা, তার আড়ালে ঠাঁই নিল।

হারকোর্ট আর মারফির দিকে কাটা শটগানটা ঘোরাতে শুরু করেছে বারটেণ্ডার, এই সময় ওর বুকে গুলি করল ডেপুটি। একটা আর্তচিৎকার করে উঠল বারটেণ্ডার, অদৃশ্য হল বারের পেছনে।

ইতিমধ্যে ওলটান টেবিল লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল মারফি, প্রতিটা গুলির পর বাঁ দিকে সরে যাচ্ছিল পায়ে পায়ে। যখন ক্লিক করে হাতুড়ির ঘা পড়ল কোল্টের ফাঁকা চেম্বারে, ওটা ফেলে দিয়ে বেল্টে গোঁজা বাড়তি পিস্তলটা বের করে নিল সে। পাশাপাশি, বাঁ হাত লম্বা করে দিল ও, আঁকড়ে ধরল একটা চেয়ার, ছুঁড়ে মারল সর্বশক্তিতে। চেয়ারটা আছড়ে পড়ল ওলটান টেবিলের গায়ে, ধাক্কা খেয়ে একপাশে সরে গেল টেবিল, পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বন্দুকবাজকে দেখা গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে গোলাগুলি শুরু করেছিল মারফি সেই দিকে নিজের পিস্তল তাক করেছিল ও।

নিশানা সরাতে আধ সেকেণ্ডের মত লাগল বন্দুকবাজের। ওইটুকু সময়ের ভেতর, ওকে গুলি করল মারফি। বন্দুকবাজ যখন ট্রিগার টিপছে ঠিক তখনই ওর পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করল মারফির বুলেট। ফলে নড়ে গেল লক্ষ্য, মারফির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, আবার গুলি করল মারফি, ওকে নিকেশ করল।

এর মাঝে বারের আরেক প্রান্তে বুক ঘষটে সরে গেছে বারটেণ্ডার, প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তবু শটগানটা ঠিক ধরে আছে আঁকড়ে। দৃষ্টির আড়ালে থেকে, বারের কোনা ঘুরল ও, আঙুল তুলে দিয়েছে জোড়া ট্রিগারের ওপর। হুইলকের দোতলার অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল জয়েস, গুলি করল নিচের দিকে, বারটেণ্ডারের দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ঢুকে গেল বুলেট। হুমড়ি খেয়ে শটগানের মাথলের ওপর পড়ে গেল বারটেণ্ডার, একই সময়ে টিপে দিয়েছে দুটো ট্রিগারই। জোড়া বিস্ফোরণ মেঝে থেকে কয়েক হাত ওপরে তুলে ফেলল ওকে, শূন্যে একটা ডিগবাজি খেল সে, লুটিয়ে পড়ল চূর্ণবিচূর্ণ বিরাট একটা পুতুলের মত।

এবং তারপর অখণ্ড নীরবতা নামল।

বারটেণ্ডারের ওপর থেকে জয়েসের দিকে সরে গেল হারকোর্টের চোখ। এরপর ঈষৎ ঘোলাটে দৃষ্টিতে নিহত দুই বন্দুকবাজকে দেখল সে, এবং সবশেষে মারফির পানে তাকাল।

ওকে এক্গাল হাসি উপহার দিল মারফি। 'এই বয়েসেও বেশ চালু আছি, তাই না?'

জেল-অফিসে দাঁড়িয়ে ডেস্কের পেছনে উলটে পড়া চেয়ার ও ফাঁকা সেলগুলো দেখল টরি। তারপর ওর সঙ্গের দীর্ঘকায় স্বর্ণকেশী বন্দুকবাজের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'অগাস্টিন, মেয়েটা ঠিক দেখেছে ওদের মধ্যে জেস হারকোর্টও ছিল?'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল অগাস্টিন। 'হ্যাঁ। মেয়েটা বলল, বাকি দুজনকে সে চেনে না, তবে ডেপুটিকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে, এমনকি ওর ব্যাজটাও।'

'ডেপুটি এবং আরো দুজন,' নিচু গলায় স্বগতোক্তির ঢঙে বলল টরি। 'হয়ত আরো আছে যাদেরকে দেখতে পায়নি।'

আবার ওলটান চেয়ারটা দেখল সে, তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

জেলখানার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর নজর রাখছে স্মিথ আর টনি লুইস। এখনো বীভৎস হয়ে আছে লুইসের চেহারা, যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে কেউ আক্রমণ করেছিল। ভাঙা, ফুলে ওঠা নাক বাধ্য করছে ওকে হাঁ করে শ্বাস নিতে, ফলে ফোকলা মাঢ়ী আর ভাঙা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। স্মিথ তার ওজন হারিয়েছে কিছু, দেখে মনে হয় সবে কঠিন কোন অসুখ থেকে উঠেছে। ভালমত খেতে পারে না ও, কারবাইনের ব্যারেল দিয়ে ওর পেটে যে আঘাত করেছিল জয়েস তার ব্যথা যায়নি এখনো।

প্লাজার অপর প্রান্তে, হুইলকের সদর দফতরে গোলাগুলির আওয়াজ যখন শুনতে পেল ওরা তখন টরির পেছন পেছন জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসছে অগাস্টিন।

এক্ঝটকায় হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তল বের করে নিল টরি, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল খোলা চত্বরের ওপর দিয়ে। ওকে অনুসরণ করল স্মিথ, ওর দুটো পিস্তলই উঠে এসেছে হাতে। অগাস্টিন আর লুইস পিছু নিল ওদের, উভয়ের হাতে রয়েছে একটা করে রাইফেল।

মোড় ঘুরে ফ্রন্ট স্ট্রীটে ঢুকেছে ওরা, সামনেই দেখতে পাচ্ছে হুইলকের আস্তানা, এই সময় শেষ গুলিটা হল এর ভেতরে। ততক্ষণে ওরা যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে, ফলে গোলাগুলির আওয়াজ কোত্থেকে আসছিল বুঝতে অসুবিধে হল না।

জীবনে বহুবার এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে টরি, তাই নিজের রণকৌশল স্থির করতে এখন একটুও দেরি হল না ওর। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা রাস্তা আছে ওই দালান থেকে বেরোবার। সামনে স্যালুনের প্রবেশপথ; এবং হুইলকের অফিস ঘরের জানালার ঠিক নিচে, ওদের সদর দফতর আর লিভারি স্ট্যাবলের মাঝ দিয়ে যে গলিটা চলে গেছে তার মুখ। বাড়ির পেছন দিকে, ওই একই গলির শেষমাথায়, তিনটে জানালা রয়েছে দোতলায়। কোন খিড়কি দরজা বা পাশের দরজা নেই।

স্মিথ আর লুইসকে ইশারা করল টরি। 'স্যালুনের পেছনে চলে যাও,' নিচু, শান্ত গলায় নির্দেশ দিল ও। 'লুকিয়ে থাকবে, গলি, আর পেছনের জানালাগুলোর ওপর নজর রাখবে।'

অন্ধকার লিভারি স্ট্যাবলের দিকে ছুটে গেল স্মিথ আর লুইস। ওরা অদৃশ্য হতেই, একটা অন্ধকার দালানের কোনা দেখিয়ে অগাস্টিনকে সেখানে যেতে বলল টরি। গলির সামনে দিয়ে কেউ বেরোতে চেষ্টা করলে অগাস্টিন তার রাইফেলটা ব্যবহার করতে পারবে ওখান থেকে। টরি নিজে অবস্থান নিল রাস্তার এপাশে, স্যালুনের উলটো দিকের একটা অন্ধকার দোরগোড়ায়, আলতো মুঠিতে ধরে রয়েছে পিস্তল, ব্যাট-উইং আর গলির মুখ দুটোর ওপরেই ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে সমভাবে।

দালানের ভেতরে, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে মারফি আর হারকোর্ট রিলোড করে নিল ওদের পিস্তলগুলো। জয়েস নিজের কোল্ট হোলস্টারে রেখে হুইলকের অন্ধকার অফিস-ঘরে ঢুকল, নিহত বন্দুকবাজের কারবাইনখানা কুড়িয়ে নিল মেঝে থেকে। মারফি আর হারকোর্ট ভেতরে আসতে আঙুল তুলে ওদেরকে ভাঙা

জানালাটা দেখাল সে। 'লাফিয়ে নেমে পড়বে গলিতে, তারপর পেছন দিয়ে চলে যাবে। তোমরা নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত আমি কাভার দেব। এরপর তোমরা দেবে আমাকে।'

ভাঙা জানালার দিকে এগোল ওরা। জয়েস দোতলার করিডোরে বেরিয়ে এসে পেছনের একটা শোবার ঘরের দরজা খুলল। ছোট্ট কামরা, দুটো বাংক আর একটা চেয়ার-টেবিল রয়েছে; ঘরের একমাত্র জানালাটা খোলা। ঘর অন্ধকার রাখতে দরজা চাপিয়ে দিল ও, তারপর উবু হয়ে মেঝে অতিক্রম করে জানালার কাছে গেল। এক হাঁটুর ওপর বসে উঁকি মারল চৌকাঠের ওপর দিয়ে।

দালানের পেছনে, বাঁয়ে, খানিকদূরে একটা রেস্তোরাঁর খিড়কি দরজা। সরাসরি জয়েসের উলটো দিকে একটা হার্ডওয়্যার স্টোরের পশ্চাৎভাগ। কোন দালানেই বাতি নেই, আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে সরু একটা গলির অন্ধকার মুখ। হার্ডওয়্যার স্টোরের পেছনে ছোটখাট উঠন রয়েছে একটা, নিচু কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রেস্তোরাঁর পেছনটা দখল করে আছে কিছু আবর্জনার বাক্স আর বাতিল মালপত্র। জয়েস যে জানালায় রয়েছে তার নিচেই ছড়িয়েছিটিয়ে আছে কিছু খালি মদের পিপে। ডান দিকে, লিভারি স্ট্যাবলের পেছনে, রোদে পোড়া ইটের দেয়ালে ঘেরা কোরাল। একটা ফ্রেইট ওয়াগন আর কয়েকটা ভুসির বস্তা ছাড়া অন্যকিছু নেই ওখানে।

পেছনের পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করল জয়েস, দেখতে পেল না কারোকে। তবে ও জানে, এর মানে এই নয় যে কেউ নেই ওখানে। চাঁদ এখন পাহাড়চূড়ার ওপাশে হেলে পড়েছে। কেবল তারার আলোয় দেখতে হচ্ছে, এবং যেসব এলাকা ও জরিপ

করেছে তার অধিকাংশই ঢাকা পড়েছে আশপাশের বাড়িঘরের ছায়ায়।

নিচে, স্যালুন আর লিভারি স্ট্যাবলের মাঝ দিয়ে গলির শেষ-মাথায় পৌঁছাল মারফি আর হারকোর্ট, একটু থেমে হুইলকের সদর দফতরের পশ্চাৎবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার দিকে তাকাল। কারোকে চোখে পড়ল না ওদের, ধরে নিল কেউ থাকলে এতক্ষণে অবশ্যই দেখতে পেত জয়েস এবং গুলি করত। একবুক শ্বাস টানল মারফি, ছুটে বেরিয়ে এল গলি থেকে।

দুটো বন্দুক গর্জে উঠল ওর উদ্দেশে—একটা রেস্তোরাঁ আর হার্ডওঅ্যার স্টোরের মধ্যবর্তী গলির ভেতর থেকে, অন্যটা রেস্তোরাঁর পেছনে যেসব আবর্জনার বাক্স রয়েছে সেগুলোর আড়াল থেকে।

যে অন্ধকার ছায়া দুই বন্দুকবাজকে লুকিয়ে রেখেছে ওপাশে সেই একই ছায়া ওই প্রথম গুলি দুটো থেকে মারফিকে রক্ষা করল। রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, গড়িয়ে ওপাশের গাঢ়তর অন্ধকারে ঢুকে গেল। হুইলকের আস্তানার দোতলায়, জানালার চৌকাঠের ওপর কারবাইন তুলল জয়েস, ওপাশের রেস্তোরাঁ আর হার্ডওঅ্যার স্টোরের মধ্যবর্তী গলি বরাবর অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল। স্যালুনের পেছনের কোনায় এক হাঁটুর ওপর বসে পড়ল হারকোর্ট, আবর্জনার বাক্সগুলো লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল একনাগাড়ে।

যে উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সফল হল তা। আবর্জনার বাক্সগুলোর পেছনে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়ল লুইস, আরেকটা সুবিধেজনক অবস্থানে সরে গেল যাতে নিজের গা বাঁচিয়ে

গুলি ছুঁড়তে পারে। জয়েসের কারবাইনের আওতা থেকে সরে যাওয়ার জন্য গলির অনেকটা ভেতরে পিছিয়ে গেল স্মিথ। এর ফলে মূল্যবান খানিকটা সময় হাতে পেল মারফি, বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল হার্ডওঅ্যার স্টোরের উঠনের বেড়ার দিকে, ভেতরে গা ঢাকা দেবে।

যতক্ষণ কারবাইনের চেম্বার খালি না হল, সমানে গুলি চালিয়ে গেল জয়েস। তারপর কারবাইনটা ফেলে দিয়ে কোল্ট বের করল সে, লাফিয়ে পড়ল খোলা জানালা থেকে, ওর উদ্দেশে এলোপাতাড়ি একটা গুলি ছুঁড়ল লুইস। পা নিচে দিয়ে জয়েস নেমে এল মাটিতে, গড়িয়ে সরে গেল একটা বিয়রের পিপের পেছনে।

আবর্জনার বাক্সগুলোর দিকে আরো একটা গুলি ছুঁড়ল হারকোর্ট। তারপর ক্লিক করে উঠল কোল্ট। আবর্জনা বরাবর আরেক পশলা গুলি করল জয়েস, সেই অবসরে ডেপুটি তার পিস্তল রিলোড করতে শুরু করল। বেড়া টপকে উঠনে ঢুকল মারফি, পেছন থেকে লুইসকে কাবু করার জন্য ওপাশে রওনা হল।

ওদিকে, স্যালুনের বাইরে, রাস্তার উলটো দিকে অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টরি, কান পেতে শুনছে দালানের পেছনে যে গোলাগুলি হচ্ছে তার আওয়াজ, ব্যাট-উইং দোরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ভেতরে ঢুকবে কিনা। কেউ বেরোয়নি ওই দরজা দিয়ে, একটু বাদে টরি বুঝল কেউ বেরোবেও না। মুহূর্তের জন্য, একবার ওর মনে হল ঢুকে পড়ে। পরক্ষণেই উপলব্ধি করল ঝুঁকি আছে এতে। ডেপুটি হারকোর্টের সাথে কজন লোক আছে জানে না সে। তাদের কেউ একজন স্যালুনের ভেতর ওত পেতে বসে থাকা বিচিত্র না, সামনের দরজা দিয়ে কোন লোক ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে খতম করবে তাকে।

শেষমেষ, রাস্তা পেরিয়ে স্যালুনের দিকে হাঁটা দিল টরি, ইশারায় অগাস্টিনকে নির্দেশ দিল গলিতে যেতে।

হার্ডওঅ্যার স্টোরের পেছনে, উঠনের অপর প্রান্তে বেড়ার যে গেট রয়েছে হামাগুড়ি দিয়ে মারফি সেখানে গেল। বাঁ হাতে ঠেলে গেটটা সামান্য ফাঁক করল ও। ডান হাতে কোল্ট বাগিয়ে চকিতে উঁকি দিল স্মিথ যে গলি থেকে গুলি ছুঁড়েছিল তার ভেতরে। গলিতে কেউ নেই এখন। স্মিথ চলে গেছে।

ঈষৎ ভ্রূকুটি করল মারফি, চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দোকানের পেছনের দরজা-জানালার দিকে তাকাল। কোনরকম নড়াচড়ার আভাস পেল না। তবু, সাবধানীর মার নেই বলে, গেটটা আরেকটু খুলে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মারফি, দোকান আর ওর মাঝে বেড়ার আড়াল তুলল। তারপর আবর্জনার বাক্সগুলোর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল সে।

পিপের আড়ালে বসে জয়েস যখন বেড়ার গেট খুলে যেতে দেখল, এর অর্থ বুঝতে পারল সে। মারফিকে জায়গামত যাওয়ার জন্য আরো তিন সেকেণ্ড সময় দিল ও, তারপর একদৌড়ে বেরিয়ে এল পিপের পেছন থেকে, কোরালের নিচু দেয়াল বরাবর এগোল।

লুইসের দশাসই বপু উঁচু হল একটা আবর্জনার বাক্সের পেছন থেকে, ছুটন্ত জয়েসের দিকে রাইফেল তাক করল। ও ঠিকমত নিশানা করতে পারার আগেই, উঠনের বেড়ার পাশ থেকে গর্জে উঠল মারফির কোল্ট। লুইসের বুকের একপাশে ঢুকে গেল বুলেট, বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর। টলতে টলতে পা ফাঁক করে দাঁড়াল লুইস, কোনমতে টাল সামলে রাইফেল ঘোরাতে চেষ্টা করল মারফির

দিকে। মারফির দ্বিতীয় গুলিটা ওর মুখে লাগল, কোনাকুনিভাবে ওপরে উঠে গিয়ে বেরিয়ে গেল চাঁদি ভেদ করে।

স্যালুনের পেছনে রিলোডিং শেষ করে হারকোর্ট দেখল কোরালের দেয়ালের কাছে জয়েস পৌঁছে গেছে। ওর কাছে যাওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছে ডেপুটি এই সময় শুনতে পেল ওর পেছনে কেউ একজন ঢুকল গলিতে। পাঁই করে ঘুরেই গুলি করল হারকোর্ট, একই সময়ে অগাস্টিনের রাইফেল গর্জে উঠল ওর উদ্দেশে। হারকোর্টের টুপি উড়ে গেল। অগাস্টিনের বাঁ হাত ভেঙে দিল ডেপুটির বুলেট, ছিটকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে, রাইফেলটা হাতছাড়া হল।

পতনের সময় ভাঙা হাত দেহের নিচে বেকায়দায় আটকে যাওয়ায় একটা বুকফাটা চিৎকার করে উঠল সে—তবে যতটা না ব্যথায়, আতঙ্কে তার চেয়ে বেশি। ক্রল করে ফুটপাতের কিনারে চলে গেল অগাস্টিন যাতে গলির ভেতর থেকে কেউ আর গুলি না করতে পারে ওকে। এক সেকেণ্ড ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে রইল সে, হাঁপাচ্ছে জিভ বের করে, এপাশে-ওপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোলাটে মগজ সাফ করার চেষ্টা করল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল আর এসব নয়—এবার কারো একজনের গিয়ে হুইলককে জানান দরকার গ্লোরি হোলের হালহকিকত। আচমকা উঠে দাঁড়াল ও, ভাঙা বাঁ হাতটা চেপে ধরে রাস্তার ও প্রান্তে ছুটে গেল একটা ঘোড়ার সন্ধানে।

স্যালুনের পেছনে, দৌড়ে নিচু, রোদে পোড়া ইটের দেয়ালের কাছে চলে গেল হারকোর্ট, হাঁটু গেড়ে বসল জয়েসের পাশে। 'এরপর?' ফিসফিস করে শুধাল ও।

জবাব দেওয়ার ফুরসত পেল না জয়েস। দড়াম করে খুলে গেল

হার্ডওঅ্যার স্টোরের পেছনের দরজা, অন্ধকার দোকান-ঘরের ভেতর থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল স্মিথের ছুটো পিস্তল।

স্মিথের নিশানা ভাল হতে পারে, কিন্তু বোকার মত নিজের অবস্থান জানিয়ে দিল সে। দেয়ালের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা জয়েস আর হারকোর্টকে দেখতে পাচ্ছে না ও, কেবল আন্দাজের ওপর নির্ভর করে গুলি ছুঁড়ছে। একটা বুলেট মাটিতে লেগে খানিকটা ধুলো ছিটাল জয়েসের মুখে। আরেকটা ওর আর ডেপুটির মাঝ দিয়ে গিয়ে দেয়ালে বিঁধল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার চলতে শুরু করল জয়েস, সোজা সামনে ছুটল দেয়াল ঘেঁষে, সবসময় লুকিয়ে থাকছে এর ছায়ায়। কিন্তু হারকোর্ট ভাবল ওর আর স্মিথের পিস্তল ছুটোর মাঝে দেয়ালের আড়াল তোলাই ভাল। সোজা হয়ে নিচু দেয়ালটা টপকাতে নিল সে।

প্রায় দেয়ালের ওপাশে পৌঁছে গেছে ডেপুটি এই সময় লিভারি স্ট্যাবলের ভেতর থেকে গুলি করল টরি। হারকোর্টের ডান কাঁধে ঢুকে গেল বুলেটটা, ধাক্কা মেরে দেয়ালের বাইরে ফেলে দিল ওকে। মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ডেপুটি, অন্ধকার দ্রুত গ্রাস করল ওর চেতনাকে।

জয়েস থামল না পেছন ফিরে দেখার জন্য। রোদে পোড়া ইটের দেয়াল ধরে ছুটছে সে, দোকান-ঘরের অন্ধকার খিড়কি দরজা লক্ষ্য করে গুলি করছে। দেয়ালের অর্ধেকের বেশি দৈর্ঘ্য পেরিয়ে গেছে ও এই সময় ক্লিক করে উঠল ওর কোল্ট। আরো ছুবার ট্রিগার টিপল জয়েস, প্রতিবারই একই ফলাফল হল।

হার্ডওঅ্যার স্টোরের ভেতর থেকে ওই ফাঁকা আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল স্মিথ। এর কারণ বুঝতে কষ্ট হল না ওর। দৌড়ে খিড়কি

দরজার বাইরে বেরোল সে, জয়েস আবার গুলি ভরতে পারার আগেই পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জে ওর মুখোমুখি হওয়ার জন্য উঠনের এপাশে ছুটে এল।

খালি পিস্তলটা ফেলে দিল জয়েস, রাতের প্রথম ভাগে দেয়ালের গোড়ায় যে কারবাইনখানা লুকিয়ে রেখেছিল ওরা সেটা তুলে নিল। ব্যারেলটা উঁচু করল সে, স্মিথ ওর মুখোমুখি বেড়ার মাথায় ওঠামাত্র গুলি করল।

স্মিথের পাঁজরের ঠিক নিচেই ঠাঁই নিল কারবাইনের বুলেট, ঝটকা মেরে হার্ডওঅ্যার স্টোরের উঠনে ফেলে দিল ওকে। পেট চেপে ধরে বুক ঘষটে চলতে শুরু করল স্মিথ। তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা হচ্ছে ওর ভেতরে, ককাচ্ছে, তবু অন্ধকারের ভেতর আঁতিপাঁতি করে খুঁজে একটা পিস্তল উদ্ধার করল। জয়েসকে মরণকামড় দেওয়ার আশায় প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হচ্ছে ও এমন সময় উঠনের ভেতর পা রাখল মারফি, গুলি করল স্মিথের মাথায়।

টরি যখন লিভারি স্ট্যাবলের ভেতর থেকে মারফির উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল তখনো স্মিথের পতন শেষ হয়নি।

এতদূর থেকে, তাও আবার রাতের বেলায়, পিস্তল দিয়ে লক্ষ্য-ভেদ করা অসম্ভব। তবু, প্রায় সেই অসাধ্যসাধন করে ফেলল টরি। মারফির ডান কানের লতি ফুটো করে বেরিয়ে গেল ওর বুলেট। খিস্তি করে উঠল মারফি, লাফিয়ে সরে গেল পেছনে, অন্ধকার দোকান-ঘরের ভেতর গা ঢাকা দিল। ওখান থেকে লিভারি স্ট্যাবলের পশ্চাৎভাগ লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ও, প্রতিবার এক গজ করে সরে যাচ্ছে নিশানা। আস্তাবলে যে লোক লুকিয়ে আছে তাকে আঘাত করতে পারবে এ আশায় গুলি ছুঁড়ছে

তা নয়, আসলে ওই লোককে ব্যস্ত রাখছে সে—জয়েসকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।

সুযোগটা গ্রহণ করল জয়েস, দেয়াল টপকে কোরালের ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওকে মারার চেষ্টায় কোন বুলেট অপচয় করল না টরি, কারণ কোরালের আরেক প্রান্তে রয়েছে জয়েস, ওর আর স্ট্যাবলের মাঝে ফ্রেইট ওয়াগনের আড়াল পাচ্ছে।

চাকায় ভর রেখে সামান্য উঁচু হল জয়েস, পায়ে পায়ে ওয়াগনের আরেক মাথায় চলে গেল। এরপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার ওপাশে ভুসির বস্তার পাহাড়। বাঁ পা আগে বাড়িয়ে ঈষৎ সামনে ঝুঁকল ও, দেহের সমস্ত ভর চাপাল দুই পায়ের পাতার ওপর। তারপর বস্তার পাহাড় লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

দুবার গুলি ছুঁড়ল টরি, এত দ্রুত যে শোনাল প্রায় একটার মত। প্রথম বুলেটটা জয়েসের বাঁ পাটি বুটের গোড়ালি খসাল, দ্বিতীয়টা নিরীহভাবে মুখ লুকাল ভুসির ভেতরে। জয়েস বস্তাগুলো টপকে পিছলে নেমে এল কাঁধ দিয়ে।

বুকভরে শ্বাস টানল জয়েস। আস্তে আস্তে ছেড়ে, আবার টানল। তারপর সোজা হল হাঁটুর ওপর। মাথা না জাগিয়ে সাবধানে লম্বা করে দিল বাঁ হাত, একদম ওপরের সারির পাশাপাশি দুটো বস্তা বিচ্ছিন্ন করল সামান্য। এতে দুই বস্তার মাঝে যে ফাঁক সৃষ্টি হল তার ভেতরে কারবাইনটা ঢুকিয়ে দিল ও, সাইটে চোখ রেখে তাকাল স্ট্যাবলের অন্ধকারাচ্ছন্ন অভ্যন্তরভাগের দিকে।

এরপর অপেক্ষা করতে লাগল। গুলি করার মত কারোকে দেখতে পাচ্ছে না সে এখনো। সামনে দিয়ে বেরোতে পারবে না টরি, রাস্তার বাতিতে ধরা পড়বে ওর অবয়ব। এখন পরের চাল দেওয়ার দায়িত্ব

মারফির।

প্রায় এক মিনিট পর আবার দেখা গেল মারফিকে। স্টোর আর রেস্তোরাঁর মাঝখানের গলি থেকে বেরিয়ে এল ও, এমন জায়গায় যেখানে ওকে আস্তাবলের ভেতর থেকে দেখা যাবে না। ওর দুহাতে চিমনি বসান দুটো কেরোসিনের ল্যাম্প রয়েছে। কোরালের কাছাকাছি এসে মাথা নিচু করল মারফি যেন দেয়ালের আড়ালে ওর নড়াচড়া ঢাকা পড়ে যায়। দেয়ালে ধারে পৌঁছে, বুকে হেঁটে প্রায় লিভারি স্ট্যাবলের পেছনে চলে গেল সে।

ওখানে দেয়ালের গোড়ায় মাটিতে বসল মারফি, পকেট থেকে ম্যাচের বাক্স বের করল একটা। ল্যাম্প দুটো ধরিয়ে ওগুলোর সলতে পুরোমাত্রায় উসকে দিল সে, আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। এরপর লম্বা করে একটা শ্বাস টানল ও, চেপে রাখল, মাথা না জাগিয়েই দেয়ালের ওপর দিয়ে প্রথমে একটা ল্যাম্প উঁচু করে ছুঁড়ে দিল আস্তাবলের ভেতরে, তারপর অন্যটা।

আস্তাবলের মাঝখানে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল একটা ল্যাম্প, ভেতরের সমস্ত তেল ছড়িয়ে পড়ল আশপাশে, নীলচে আভায় জ্বলতে লাগল। অন্যটা ভাঙল একবোঝা শুকন খড়ের ওপর, নিমেষে আগুন ধরে গেল খড়ের গাদায়, তেল মিশে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

গা ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশে একটা ফাঁকা স্টল লক্ষ্য করে লাফ দিল টরি, ক্ষণিকের জন্য কম্পিত শিখায় রেখায়িত হয়ে উঠল ওর শরীর। সম্পূর্ণ হল না ওর লাফ। গুলি করল জয়েস, লিভার টানল, আবার গুলি করল।

হোঁচট খেয়ে থেমে গেল টরি, বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে চিবুক,

যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এক পায়ের ওপর আস্তে আস্তে ঘুরে জয়েসের মুখোমুখি হল সে, টলতে টলতে এগোল এক কদম, ডান মুঠিতে ধরা কোল্টটা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আগুনের ভেতর।

সব শেষ। অন্তত এখনকার মত—হুইলক ফিরে না আসা অবধি।

চোদ্দ

ভোরের প্রথম আলো যখন ফুটল গ্লোরি হোলের বাসিন্দারা ভীরু-পায়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে, কি ঘটেছে তাই দেখতে চাইছে। প্রথমে এক-দুই করে এবং পরে, খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, দলে দলে লোকজন ছুটে এসে ভিড় জমাল শহরের সেন্ট্রাল প্লাজায়। শুরুতে নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে চাইল না ওরা, তারপর উল্লসিত হয়ে উঠল।

গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগে যে তিনজন বন্দুকবাজকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করা হয়েছিল তারা চত্বরের মাঝখানে রয়েছে এখন। পরস্পরের সাথে হাতকড়ি পরান অবস্থায়, গোল হয়ে বসে আছে ওক গাছের গুঁড়ির চারপাশে। গাছের দুধারে লম্বালম্বিভাবে শোয়ান আছে টরি এবং আর যারা নিহত হয়েছে তাদের লাশ।

জয়েস দাঁড়িয়ে রয়েছে জেলভবনের সামনে, তিরস্কারের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে উপস্থিত জনতাকে। শহরের সবচেয়ে উঁচু দালানের মাথায় রয়েছে মারফি, যেসব পথে সদলবলে হুইলকের শহরে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি নজর রাখছে সেগুলোর প্রতি।

সুসানা যখন বেরিয়ে এল জেল-অফিস থেকে, ওর দিকে আড়-

চোখে তাকিয়ে জয়েস জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে হারকোর্ট?'

'খারাপ। শুয়ে থাকতে রাজি হচ্ছে না ডাক্তারের কথামত।'

'ডাক্তারকে গিয়ে বল,' রুক্ষ স্বরে বলল জয়েস, 'নিজের চরকায় তেল দিতে।'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে এল ডেপুটি হারকোর্ট, ডান কাঁধ আর বাহুর ঊর্ধ্বাংশে পুরু একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, হাত স্লিংয়ে ঝুলছে। সুসানার কথাই ঠিক; ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে। থপথপ করে পা ফেলছে, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে, চোখ দুটো লাল, ঘোলাটে। আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে ব্যথা চাপার, পরস্পর চেপে বসেছে দুই চোয়াল।

ওর পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এল ডাক্তার, আপত্তি জানাচ্ছে বিরক্তির স্বরে। 'পাগলামি করে না, জেস, তোমার এখন হাঁটাচলা করা উচিত না। শুয়ে থাকো—'

'শোব,' রুক্ষ স্বরে বলল হারকোর্ট। 'পরে—যখন পারব।'

কড়া কথা বলতেই এবার মুখ খুলেছিল ডাক্তার। কিন্তু হারকোর্টের গলায় নতুন একটা সুর ধ্বনিত হতে একদম চুপ করে গেল। ধীরে ধীরে মুখ বন্ধ করল ডাক্তার, হতভম্ব দৃষ্টিতে একটুক্ষণ চেয়ে রইল ডেপুটির দিকে। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল সে, আর একটি কথাও না বলে শ্লথপায়ে চলে গেল ওখান থেকে।

জয়েসের দিকে ঘুরল হারকোর্ট, অভিযোগের সুরে বলল, 'ডান কাঁধেই চোটটা লাগল শেষপর্যন্ত। বাঁ হাতে আমি ঠিকমত গুলি ছুঁড়তে পারি না।'

'কাটা দোনলা শটগান দিয়ে পারবে,' অভয় দিল জয়েস। 'যেকোন টার্গেটকে সাফ করে দেবে, কাছ থেকে।'

'তা বটে।' বুদ্ধিটা মনে ধরল ডেপুটির। সুসানার দিকে তাকাল ও। 'যাও, হুইলকের স্যালুন থেকে আমার কাটা বন্দুকটা নিয়ে এস। সম্ভব হলে বাড়তি একটাও আনবে। আর এক বাক্স গুলি।'

সুসানার চোখের পাতা নড়ে গেল, হারকোর্টের গলায় কর্তৃত্বের সুর বেজে ওঠায় অবাক হয়েছে। তারপর বলল, 'নিশ্চয় এনে দেব, জেস।' ডেপুটির হুকুম তামিল করতে পা চালিয়ে বিদায় নিল ও।

চত্বরের মাঝখানে একজন শহরবাসী ভেংচি কাটল হাতকড়ি পরান তিন বন্দুকবাজকে। আরেকজন হেসে উঠল, তাতে সুর মেলাল অন্য একজন।

'দেখেছ।' তিক্ত স্বরে বলল হারকোর্ট। 'ওনারা এখন তামাসা মনে করছেন ব্যাপারটাকে।'

'আমরাও চাই তাই মনে করুক,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জয়েস। 'হুইলকের লোকদের ওখানে কেন বেঁধে রেখেছি বুঝতে পারছ না? মানুষ যদি একবার কোনকিছু দেখে হাসতে শুরু করে, আর সেই জিনিসকে ততটা ভয় পায় না।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়াল হারকোর্ট। 'নিরস্ত্র, মরা মানুষ দেখে হাসা এক কথা। হুইলকের বেলায় তা হবে না।'

'ওরা হুইলককেই বিদ্রূপ করছে। কারণ এখন দেখতে পাচ্ছে হুইলকের লোকদের পরাস্ত করা যায়। এটা ওদের কাছে নতুন। ওরা এখন পেকে আছে, ডেপুটি। যাও, কথা বল ওদের সঙ্গে।'

'কি বলব?'

'বল, শহরের ভেতর অস্ত্র বহন করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তুমি তা তুলে দিচ্ছ। বলবে, ওরা ওদের শহর ফিরে পেয়েছে। আমরা ওদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি, একেবারে বড় থালায় সাজিয়ে।

এখন তাকে ধরে রাখা ওদের দায়িত্ব—যদি রাখতে চায় তা।'

'চায়,' একটুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল হারকোর্ট। 'তবে লড়তে রাজি হবে কিনা এজন্য তা জানি না।'

মৃদু হাসল জয়েস, আবার তাকাল জনতার দিকে। 'ওরাও জানে না। জানতে হলে তার একটা সুযোগ পাওয়া দরকার ওদের। এই শহরটা যে ওদের এখন ওরা সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এবার অস্ত্রও তুলে দাও ওদের হাতে, নেড়েচেড়ে একটু অভ্যস্ত হয়ে উঠুক নতুন করে। তারপর দেখা যাবে, বিনা যুদ্ধেই নিজেদের অধিকার ওরা ছেড়ে দেয় কিনা।'

একসময় সকাল হল, কিন্তু হুইলক এল না। ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে বেলা—তবু অপেক্ষায় থাকে গ্লোরি হোল, ক্রমশ বাড়ছে উত্তেজনা।

মারফিকে ছুটি দিয়ে চত্বরের উলটো দিকের হোটেলের ছাতে যে খামার মালিক পাহারা দিতে উঠেছিল, দুপুরের এক ঘণ্টা পর চোখ থেকে বাইনোকিউলার নামাল সে, নিচে জেলখানার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল: 'তিনজন রাইডার আসছে দক্ষিণ থেকে। আর একটা বাগি।'

জেলখানার সামনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল জয়েস। পাহারাদারের হুঁশিয়ারি শুনতে পেয়ে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল সে, কনুইয়ের ভাঁজে শোভা পাচ্ছে একটা কারবাইন। চত্বরের চার-পাশে নজর বোলাল ও, দেখল প্রতিটা দরজা-জানালায় সশস্ত্র লোকজন অপেক্ষা করছে। এতদূর থেকে ওদের চেহারা দেখতে পেল না জয়েস, অবশ্য পেলেও কোন লাভ হত না তাতে। ওদের মুখ দেখে সে বুঝতে পারবে না যখন সময় হবে, ওরা লড়বে না হার মানবে। এমনকি ওরাও তা বলতে পারবে না এখনই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন

হলে, হয়ত এবারও অজানা রয়ে যাবে উত্তরটা, নির্ঝঞ্ঝাটে সুরাহা হয়ে যাবে সব সমস্যার।

ছাতের ওপর দাঁড়ান পাহারাদার আবার হেঁড়ে গলায় বলল: 'মনে হচ্ছে বুড়ো ডিক্সন রয়েছে বাগিতে। আর ওর তিনজন কাউহ্যাণ্ড।'

জয়েসের কাঁধ নিচু হল খানিকটা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে প্লামার স্ট্রীটের নাক বরাবর উত্তরের গিরিপথটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অচিরেই গিরিপথের মুখে দেখা দিল বাগি, উত্তর থেকে প্লামার স্ট্রীটে ঢুকছে, তার পেছনে তিনজন ঘোড়সওয়ার। সোজা চত্বর অভিমুখে এগিয়ে এল ওরা। যখন ঢুকল চত্বরে, একটু থেমে হাতকড়ি পরান তিন বন্দুকবাজ আর লাশগুলো দেখল। তার-পর ধীরগতিতে এগিয়ে এল জেলখানার উদ্দেশে।

ডিক্সন রাশ টানল তার ঘোড়ার, বাগির সিট থেকে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে চোখ ছোট ছোট করে জয়েসের দিকে তাকাল। 'কি ব্যাপার?'

'ডেপুটি হারকোর্ট হুইলকের কবজা থেকে এই শহরকে উদ্ধার করেছে,' জয়েস জানাল।

'জেস হারকোর্ট? আর কে—তুমি?'

'আমার আরেক বন্ধু। আর মিসেস ল্যাংলি।'

ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকাল ডিক্সন। 'সুসানা? সেও—আছে নাকি এসবের মধ্যে?' চত্বরের মধ্যবর্তী গাছটার উদ্দেশে একটা বুড়ো আঙুল নাচাল র‍্যাঞ্চার।

'হ্যাঁ।'

ভাঁজ পড়ল ডিক্সনের কপালে, চিন্তিত ভঙ্গিতে থুতনি চুলকাল। 'তা কোল হুইলক কিভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটা?'

'সেটা জানার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা,' ভাবলেশহীন গলায় জবাব দিল জয়েস। 'তা, তুমি গ্লোরি হোলে কি মনে করে, মিস্টার ডিক্সন?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল পঙ্গু র‍্যাঙ্কার, তারপর আস্তে আস্তে বলল: 'আমি এসেছি শেরিফের জন্য অপেক্ষা করতে। কাল রাতে আমার ফোরম্যান দক্ষিণে গেছে, শেরিফকে টেলিগ্রাম করতে।' খানিক ইতস্তত করল ডিক্সন, তারপর অভিযোগের সুরে শেষ করল বাকিটুকু, 'হুইলক আমার গরুবাছুরের গায়ে তার ছাপ লাগাতে শুরু করেছে।'

'আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে,' বিনীতভাবে বলল জয়েস।

'তোমার কাছে আমাকে শিখতে হবে নাকি,' হুঙ্কার ছাড়ল ডিক্সন। 'আমি এমনিতেই বুঝতে পারছিলাম ইদানীং। কেবল সেটা মানতে···' পরের অংশটুকু উহ্য রাখল র‍্যাঙ্কার, জয়েসের ঘাড়ের পাশ দিয়ে তাকাল জেলখানার দরজার দিকে। 'জেস হারকোর্ট কোথায়?'

'ঘুমাতে গেছে। মিসেস ল্যাংলিও। সারা রাত জেগেছিলাম আমরা।'

'আর তোমার সেই বন্ধু?'

'শহরের আরেক মাথায়, দক্ষিণের রাস্তার ওপর নজর রাখছে।'

'অ।' আবার থুতনি ঘষল ডিক্সন, দেখে মনে হয় কোন ব্যাপারে যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে।

মৃদু খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না জয়েস। 'আমাদের দলে যোগ দেবে? তুমি—' ইশারায় রাইডার তিনজনকে দেখাল ও—'আর তোমার লোকজন।'

ভ্রূকুটি করে নীরবে ওর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল ডিক্সন। তারপর যখন মুখ খুলল, সংযত আর সাবধানী শোনাল ওর গলা। 'আমার লোকেরা বন্দুকবাজ না। আর আমিও ক্রাচে ভর দিয়ে বেশিদূর চলাফেরা করতে পারি না।'

'ওরা সোজাসুজি গুলি চালাতে পারলেই হল, দোতলার একটা জানালার পেছনে নিরাপদ জায়গায় থাকবে।' হঠাৎ হেসে ফেলল জয়েস। 'আর তোমার জন্য, মিস্টার ডিক্সন, একটা আরামদায়ক চেয়ারের ব্যবস্থা করব আমরা।'

ডিক্সন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তার মাঝেও হাসি সংক্রমিত হয়েছে। পরক্ষণে গুম মেরে গেল সে, আবার ভ্রূকুটি করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল চত্বরের চারপাশে, দরজা-জানালায় দাঁড়ান লোকদের দেখল। জয়েসের ওপর ফিরে এল ওর চোখ। 'মনে হচ্ছে শহরের লোকদের হাতে আবার অস্ত্র তুলে দিয়েছ তোমরা। কিন্তু ওরা কি ব্যবহার করবে সেগুলো, যখন সময় আসবে?'

'জানি না,' অকপট জবাব দিল জয়েস। 'তুমি করবে?'

আবার নীরব হয়ে গেল ডিক্সন, ভেবে দেখছে কথাটা—তবে মূলত জয়েসকেই বুঝতে চেষ্টা করছে। শেষপর্যন্ত পেছনে হাত বাড়াল ও, বাগির সিটের পেছন থেকে একটা রাইফেল টেনে বের করল।

'ঠিক আছে,' বলল র‍্যাঙ্কার। 'আমরা থাকছি।'

সন্ধ্যে হতে আর ঘণ্টা তিনেক বাকি এই সময় হোটেলের ছাত থেকে চিৎকার করে সুসানা জানাল: 'উত্তর থেকে একদল রাইডার আসছে! মনে হয় দশজন।'

উঠে দাঁড়াল জয়েস, জেল-অফিসের দরজা খুলে ভেতরে গলা

বাড়িয়ে ডাকল, 'এবার তোমার বাইরে আসার সময় হয়েছে ডেপুটি।'

মিনিট কয়েক বাদে প্লামার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে এল দশজন অশ্বারূঢ় বন্দুকবাজ—পাশাপাশি তিনজন করে—কোল হুইলক সকলের সামনে। ওরা চত্বরের কাছাকাছি হতে, জয়েস দেখল হাইলির নেতৃত্বে যারা ধাওয়া করেছিল ওকে তাদের কয়েকজন এখন হুইলকের পেছনে রয়েছে। তবে সবাই নেই। এবং হাইলি নেই।

শহরে ঢোকার আরেকটা রাস্তার কথা ভাবল জয়েস—ডিক্সনের তিন কাউহ্যাণ্ড আর তার জনাসাতেক হোমস্টেডারসহ ওদিকটা আগলাচ্ছে মারফি।

চত্বরে প্রবেশ করল হুইলক, আচমকা রাশ টেনে থমকে দাঁড়াল, ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওক গাছের দিকে। ওর সঙ্গের নজন লোক ছড়িয়ে পড়েছে দুপাশে, ওরাও দেখছে—তিনজন হাতকড়ি পরান বন্দুকবাজ, আর লাশগুলোকে।

ইচ্ছেকৃতভাবে প্রকাশ্য জায়গায় রাখা হয়েছে ওদের, যেন কোন-রকম হঠকারিতা করার আগে হুইলকের দলবল বাস্তব চিন্তাভাবনা করার খোরাক পায়। সন্দেহ নেই, সফল হয়েছে সেই উদ্দেশ্য। বন্দুকবাজদের অনেকেই ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকাল নিজেদের চার-পাশে, প্রতিটা দরজা-জানালা থেকে বন্দুকের নল উঁকি দিচ্ছে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

জয়েস জানে ওরা কি ধরনের মানুষ, সে কারণেই ও আশা করছে সবকিছু ভালয় ভালয় চুকে যাবে। ভাড়াটে বন্দুকবাজেরা কোন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে লড়ে না, ওরা লড়ে টাকার জন্য। কিন্তু কোথাও যদি ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হয়, যা টাকার বিনিময়েও নেওয়া যায় না, তখন সাধারণত ওরা অন্য জায়গায় চলে যায়

যেখানে পরিবেশ-পরিস্থিতি ওদের অনুকূলে থাকবে।

তবে দলের লোকেরা এ মুহূর্তে যে চিন্তাভাবনাই করুক না কেন, চত্বর আর তার আশেপাশে যা কিছু রয়েছে হুইলককে তা এতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে মনে হল না। হাঁটু দাবিয়ে নিজের ঘোড়াকে জেলখানার দিকে রওনা করল সে, দেখাদেখি ওর নয়জন সাঙ্গপাঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে অনুসরণ করল।

জেলখানার পাঁচ-ছয় গজ দূরে রাশ টানল হুইলক, নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে অপলকে তাকাল হারকোর্টের দিকে। ডেপুটির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান বাহু, বাঁ হাতের উদ্যত কাটা শটগান, জোড়া ট্রিগারের ওপর আঙুল সবই চোখে পড়ল ওর। হারকোর্টের ফ্যাকাসে, মলিন চেহারা আর খ্যাপাটে দৃষ্টিও তার নজর এড়াল না।

এরপর জয়েসের ওপর সরে গেল হুইলকের চোখ, ওর কনুইয়ের ভাঁজে রাখা কারবাইনটা দেখল। 'তুমি,' ভাবলেশহীন গলায় বলল দুর্বৃত্ত নেতা।

'হ্যাঁ। আমি।'

হারকোর্টের দিকে নজর ফেরাল হুইলক। 'বাছা, তুমি বেশ বাহাদুরি দেখিয়েছ মনে হচ্ছে—তুমি আর তোমার বন্ধুরা। তা কজন বন্ধু আছে তোমার সঙ্গে, বাছা?'

'চারদিকে তাকিয়ে দেখ,' যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলায় বলল হারকোর্ট। 'এই শহরের প্রতিটা লোকই এখন অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।'

মোলায়েম সুরে হাসল হুইলক। 'দেখেছি। কিন্তু আরেকজন সশস্ত্র লোককে গুলি করার সাহস ওদের একজনেরও আছে কিনা এটা তুমি জান না।'

কথাটা সত্যি, জয়েস জানে। তেমনি ও এও জানে, শহরবাসীরা

যে লড়বে না আগেভাগে সেকথা জানার কোন উপায় নেই হুইলক বা তার বন্দুকবাজদের। 'তোমার ওসব ছেঁদো কথায় কোন লাভ হবে না, হুইলক,' বলল জয়েস। 'আমরা দলে ভারি, তুমি খুব ভাল করে তা জান।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হুইলক। 'ওই গর্দভগুলোর বেশির ভাগই সোজা করে গুলিটা পর্যন্ত ছুঁড়তে জানে না। কিন্তু আমার দলের প্রত্যেকেই পারে।'

'তোমার একজনে আমরা সাতজন,' হারকোর্ট যুক্তি দেখাল। 'কাজেই ওটা কোন সমস্যা না।'

'আমার তা মনে হয় না,' হুইলক বলল। ওর চোখ বিদ্ধ করল হারকোর্টের চোখকে। 'এখানে থেকে যাওয়া তোমার খুব ভুল হয়েছে, বাছা। এখনও সময় আছে। তোমার শেষ সুযোগ। শট-গানটা ফেলে দিয়ে কেটে পড় এক্ষুণি।'

'তোমার নিকুচি করি,' সমান তেজে জবাব দিল হারকোর্ট।

উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে শহরবাসীদের স্নায়ু, যেকোন মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়বে। জয়েস চাইছে যখন ছিঁড়বে তা যেন ওদের অনুকূলেই আসে। আচমকা নিজের হ্যাট খুলে ফেলল সে, চিৎকার করে বলল, 'হুইলক, তুমি সেই থেকে বলছ আমাদের লোকেরা গুলি ছুঁড়বে না, ছুঁড়তে জানে না। বেশ, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, তারপর তোমার লোকেরাই ঠিক করুক কি করবে তারা।'

টুপিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল জয়েস। কিছুদূর বাতাসে ভেসে গেল ওটা, তারপর মাটিতে পড়ল। যে মুহূর্তে মাটি স্পর্শ করল টুপি, কড়াৎ শব্দে একটা রাইফেল গর্জে উঠল হোটেলের দোতলার একটা জানালা থেকে।

হ্যাটের চুড়োয় নিখুঁত একটা ছিদ্র তৈরি করেছে বুলেট। ওই গুলিটা ছুঁড়েছে ডিক্সন।

'একটা হ্যাট ছুঁড়ে দিয়েছি তাতেই এই,' বিদ্রূপের সুরে চালিয়ে গেল জয়েস। 'এখন বোঝ, তোমার বন্দুকবাজদের কেউ যদি একটু বেচাল হয় কি ঘটবে। তুমি বোকা হতে পার, হুইলক। কিন্তু তোমার লোকেরা বোধহয় তোমার বোকামির কারণে মরতে চাইবে না। আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে টাকা রোজগার করতে পারবে ওরা—এবং সেই টাকা খরচ করার জন্য বেঁচেও থাকতে পারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে খেই ধরল হারকোর্ট, কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকল। 'দু-একদিনের ভেতর শেরিফ আসছে এখানে। ডিক্সন খবর পাঠিয়েছে। ডিক্সেরও অরুচি এসে গেছে তোমার ওপর, হুইলক। এখন সে এই শহরেই আছে, তার সমস্ত লোকজনসহ, তোমার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।' হুইলকের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই, আরেক পর্দা গলা চড়াল ডেপুটি, 'তাই না, মিস্টার ডিক্সন?'

হোটেলের জানালা থেকে স্পষ্ট ভেসে এল ডিক্সনের কণ্ঠ, 'তাই, ডেপুটি।'

ওই গলা যেসব বন্দুকবাজ চেনে জানালার দিকে তাকাল তারা, তারপর পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল, ক্রমশ মন বিষিয়ে উঠছে ওদের।

কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রয়াস পেল হুইলক। 'শেরিফ মোটে একজন লোক। তাছাড়া এখানে সে সময়মত পৌঁছাতে পারবে না।'

'ঠিক।' ক্রূর হাসি ফুটে উঠল জয়েসের ঠোঁটে। 'ততক্ষণে তোমার সব লোক পটল তুলবে, যদি এই শহরকে ঘাঁটানর চেষ্টা করে।'

'এই যে,' তোমরা,' সরাসরি হুইলকের পেছনে দাঁড়ান বন্দুকবাজ-

দের উদ্দেশে কড়া গলায় বলল হারকোর্ট, 'তোমরা এমনিতেই এখানে যেসব অপরাধ করেছ তাতে তোমাদের একেকজনের অন্তত তিনবার ফাঁসি হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তোমাদের কিছু বলব না, বাধা দেয়ার চেষ্টা করব না—যদি এক্ষুণি চলে যাও।'

বাঁকা হাসি হাসল হুইলক। 'তুমি ভেবেছ তোমাদের এত সুন্দর শহর ছেড়ে এমনি এমনি চলে যাব আমরা?'

'তোমার লোকেরা যাবে,' ঠাণ্ডা গলায় হারকোর্ট বলল। 'তুমি না। তোমাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হল। তুমি একজন মার্শালকে হত্যা করেছ, ফাঁসি দিয়েছ এই শহরের এক লোককে, মনে আছে? এবার তুমি ঝুলবে—অবশ্যই বিচারের পর।'

হুইলকের হাসি ম্লান হল না। হারকোর্টের চোখের ওপর স্থির হয়ে রইল ওর দৃষ্টি। 'ঠিক আগের বারের মত, বাছা,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল ও। 'মনে আছে, সেবারও ওই শটগানটা হাতে ওখানে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, আমাকে শাসিয়েছিলে। এবং তারপর কিভাবে বদলে গেল সবকিছু।'

'কিন্তু এবার,' হারকোর্ট যুক্তি দেখাল, 'আমার বন্দুকের সংখ্যা তোমার চেয়ে বেশি।'

'তোমরা,' ভরাট গলায় বন্দুকবাজদের বলল জয়েস, 'পিছিয়ে যাও, এবং সাবধান, হাত যেন একটুও না নড়ে। এখানে তোমাদের আর কোন সুবিধে হবে না—আরো বহু জায়গা আছে, সেখানে চলে যাও।'

ঈষৎ ডান দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে দলের লোকদের কাছে পিছাতে শুরু করল হুইলক, ডান হাতটা স্থির হয়ে ঝুলছে পিস্তলের বাঁটের কাছে। মৃদু গলায় হুকুম দিল ও, 'ছড়িয়ে পড়—'

'খবরদার, একচুল নড়বে না!' শাসাল হারকোর্ট, শটগানের মাযল আরেকটু ওপরে তুলেছে। শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে, উপলব্ধি করতে পারছে ডেপুটি, আর ফেরার উপায় নেই। 'ঘোড়া থেকে নেমে তোমার গানবেল্ট খোল।'

নিমেষে ঝলসে উঠল হুইলকের হাত, পিস্তল বের করেই উঁচু করল সে, তারপর হারকোর্টকে গুলি করার জন্য ঘুরতে শুরু করেছে এই সময় দুটো ট্রিগার একসঙ্গে টিপে দিল ডেপুটি।

গর্জে উঠল শটগান, পিছু ধাক্কা মারল, এত জোরে যে খসে পড়ার উপক্রম হল হারকোর্টের হাত থেকে। জোড়া বাকশটের আঘাতে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল হুইলকের মাথা। ঘোড়া থেকে সবেগে নিক্ষিপ্ত হল সে, চিতপাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। ওর মুখের কোনকিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

ইতিমধ্যে কারবাইনের ট্রিগারে আঙুল তুলে দিয়েছে জয়েস, ব্যারেলের মুখ তাক করেছে হুইলকের বন্দুকবাজদের দিকে, তৈরি হয়ে আছে লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে গুলি ছোঁড়ার জন্য।

মুহূর্তের তরে মনে হল গোটা চত্বর বুঝি হানাহানিতে মেতে উঠবে।

তারপর থিতিয়ে এল সেই উত্তেজনা, কিছুই ঘটল না।

অশ্বারূঢ় বন্দুকবাজেরা তাকাল হুইলকের ভূলুণ্ঠিত বিকৃত লাশের দিকে, তারপর আশেপাশের দরজা-জানালা থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে আছে ওদের পানে সেগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে শান্ত হয়ে বসল স্যাডলে, প্রাণপণ চেষ্টায় নিশ্চল করে রেখেছে নিজেদের হাতগুলো।

এ শহরের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে

পারলে যে লোক ওদের পুরস্কৃত করত সে এখন মৃত। তাই অযথা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাইল না ওরা।

একজন ডেপুটি হারকোর্টের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলল: 'আমরা আমাদের অস্ত্র জমা দেব না। তার জন্য বাধ্য কর না।'

হারকোর্ট তখনো তাকিয়েছিল হুইলকের লাশের দিকে, মাথা ঝিমঝিম করছে।

ওর হয়ে জয়েস জবাব দিল: 'দিতে হবে না জমা। আমাদের সবকটা বন্দুক একেবারে শহরের শেষমাথা অবধি অনুসরণ করবে তোমাদের। এখানে আর তোমাদের কোন সুবিধে হবে না।'

'জেমস!' হোটেলের ছাত থেকে চেঁচিয়ে ডাকল সুসানা। 'আরো ছজন আসছে দক্ষিণ থেকে।'

নিশ্চয় হাইলি আর তার দলবল হবে, ভাবল জয়েস। বোঝাই যায়, ঠিক হয়েছিল শহরের ভেতর কোন গুলি হলে ওপাশ থেকে এগিয়ে আসবে ওরা। বন্দুকবাজদের ওপর হাতের কারবাইন তাক করে রাখল জয়েস। 'চুপচাপ বসে থাক,' তিরিক্ষে সুরে ওদেরকে বলল সে। 'যে নড়বে একইসাথে অন্তত পাঁচটা গুলি খাবে বিভিন্ন দিক থেকে।'

কেউ নড়ল না। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থানরত মারফি আর তার সঙ্গের লোকদের কথা ভাবল জয়েস। ওদের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর, কিন্তু জানে তা সম্ভব নয়—এই চত্বরের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এখানে উপস্থিত থাকতে হবে তাকে।

নিছক কথা খরচ করতে শহরে আসেনি হাইলি আর তার সঙ্গের পাঁচজন। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের ভেতর থেকে গুলির

সংকেত পেয়ে, ওরা এল শহরের দক্ষিণ প্রান্তকে গুঁড়িয়ে দিতে যাতে তার শব্দে ডাইভার্সন তৈরি হয় একটা, হকচকিয়ে যায় গ্লোরি হোলের মানুষ, এবং সেই সুযোগে হাইলি আর তার বাকি লোকজন পুনরুদ্ধার করতে পারে সেন্ট্রাল প্লাজা। কথা আছে, এরপর ওরা ঘুরে গিয়ে জেলখানার পেছনে আক্রমণ চালাবে, ডেপুটি এবং তার সাথে আর যে-কজন রয়েছে চত্বরে ফাঁদে ফেলবে তাদের।

রাস্তার দুপাশের জানালাগুলোর ওপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবেগে ধেয়ে এল ওরা, তৈরি হয়ে আছে খোলা জায়গায় কারোকে দেখামাত্র শুইয়ে দেবে গুলি করে।

প্রথম যাকে দেখতে পেল ওরা সে হচ্ছে মারফি; কিন্তু সময়মত দেখতে পেল না।

ছায়াচ্ছন্ন একটা দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে মারফি দেখল ছজন রাইডার ধেয়ে আসছে ওর দিকে, রাস্তার দুধারে যেসব জানালা রয়েছে গুলি ছুঁড়ছে সেগুলো লক্ষ্য করে। রাস্তার এপাশে যে দশ-জন লোক রয়েছে ওর সাথে—সাতজন হোমস্টেডার এবং তিনজন কাউহ্যাণ্ড—তাদের কথা ভাবল ও, বুঝতে পারছে রুখে দাঁড়াবে কিনা সে ব্যাপারে এখন ওরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। মারফি জানে, ওদেরকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য ওর এবার তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার।

ও যখন কোল্ট উঁচিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল দরজার বাইরে তখন কোন রাইডারের দিকে নিশানা করল না। ওরা তুলনামূলকভাবে ছোট অথচ অত্যন্ত দ্রুত চলমান টার্গেট, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরন্তু চোটে যে-কটা গুলি সে ছুঁড়বে সেগুলো থেকে ওরা যদি রেহাই পেয়ে যায়, ওর সাথের লোকেরা ঘাবড়ে

যেতে পারে। তাই মারফি ওর প্রথম তিনটে গুলি ছুঁড়ল সবচেয়ে কাছের তিনটে ঘোড়া লক্ষ্য করে।

ছুটো ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল, তৃতীয়টার ঘাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, ভয় পেয়ে ঘোড়াটা আচমকা বাঁক নিল একপাশে, সওয়ারি ওকে আয়ত্তে আনতে পারার আগেই, ও কাত হয়ে পড়ে গেল উলটো দিকের ফুটপাতের ওপর। একটা ভূলুণ্ঠিত ঘোড়া তার আরোহীকে মাথার ওপর দিয়ে নিক্ষেপ করল মাঝরাস্তার দিকে। অন্য-টার সওয়ারি চাপা পড়ল নিজের বাহনের তলায়।

বাকি সাতজন বন্দুকবাজ তেড়ে এল মারফির দিকে, কিন্তু ওর কাছে পৌঁছাতে পারল না। প্রথম দুজন সহজেই কুপোকাৎ হওয়ায় মারফির উদ্দেশ্য সফল হল। মারফি রাস্তার যে পাশে রয়েছে সেদিককার একটা বাড়ির নিচতলার জানালা থেকে গর্জে উঠল ছুটো শটগান, এক জোড়া ঘোড়াসমেত ধরাশায়ী করল তাদের রাইডার-দের। ওপরের জানালাগুলো থেকে প্রায় একসঙ্গে গর্জে উঠল আটটা রাইফেল, অবশিষ্ট দুজন রাইডার আর স্যাডলচ্যুত বন্দুকবাজদের উদ্দেশে একপশলা গুলি ছুঁড়ল।

আরেকটা ঘোড়া অক্কা পেল। অন্য একটা, সওয়ারিবিহীন, উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে পালাল শহর ছেড়ে। অবিরাম বুলেট-বৃষ্টির তোড়ে দিশেহারা হয়ে বন্দুকবাজেরা ছিটকে পড়ল এদিকে-সেদিকে। যারা বুকে হেঁটে আড়ালে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল এক-সঙ্গে অনেকগুলো বুলেট ছুটে এসে মাটিতে গেঁথে ফেলল তাদের। রাস্তার অপর পাশে একটা দরজার ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল এক বন্দুকবাজ, মারফি নিকেশ করল তাকে। তারপর দেখতে পেল, একটা মৃত ঘোড়ার পাশে উপুড় হয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে হাইলি। ওর

দিকে আধপাক ঘুরল মারফি, গুলি করে হাইলির টুপি উড়িয়ে দিল। আবার ট্রিগার টিপল সে, ক্লিক করে শব্দ হল।

খালি পিস্তলটা ফেলে দিল মারফি, বেল্টের নিচে যে বাড়তি পিস্তল রয়েছে তার বাঁট চেপে ধরল। ওটা বের করার অবকাশ পেল না সে, তার আগেই ঘোড়ার লাশের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল রেখে গুলি করল হাইলি।

মারফির বক্ষ ভেদ করল তপ্ত সীসা। দুকদম পিছিয়ে গেল ও, ঢলে পড়ল কপাটের গায়ে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে দেখল একটা হর্স ট্রাফের পেছন দিয়ে একটা গলির দিকে ছুটে পালাচ্ছে হাইলি। পিস্তল উঁচু করতে চেষ্টা করল মারফি, কিন্তু অসম্ভব ভারি মনে হল। কপাটের গা পিছলে মেঝেতে বসে পড়ল ও। বুকের কাছে বাঁহাত খানা তুলে আবার সরিয়ে আনল মারফি, দেখল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

গলিতে পৌঁছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল হাইলি, দেখল ওর সঙ্গে অন্য যে পাঁচজন শহর আক্রমণ করেছিল তাদের কেউই আর বেঁচে নেই। সমস্ত গুলি এখন ছোঁড়া হচ্ছে ওর উদ্দেশে। গলির ভেতর আত্মগোপন করল হাইলি, নাক বরাবর দৌড়ে গেল কিছুদূর, একটু দাঁড়িয়ে কান পাতল।

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে। কিন্তু ওই শব্দ শোনার চেষ্টা করছে না ও। শহরের সেন্ট্রাল প্লাজায় যে খণ্ডযুদ্ধ চলছে তার শব্দ শুনতে চাইছে।

পেল না শুনতে।

আর একটি গুলিও ছোঁড়া হয়নি—শহরের কোথাও না। কেবল-মাত্র একটা ব্যাপারই বোঝায় এতে, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যেভাবেই

হোক, ধরা পড়েছে হুইলক—এবং ওর সঙ্গে যারা ছিল তারা বাধা দেয়নি। শহরে যেসব আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পড়েছিল ওরা সেগুলোর কথা ভাবল হাইলি, বুঝতে পারল আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলে কি ঘটত ওর কপালে।

দালানকোঠার মাঝ দিয়ে রওনা হল হাইলি, শহর পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল, পাহাড়ি পথে পশ্চিমে যাচ্ছে।

চত্বরের নজন অশ্বারূঢ় বন্দুকবাজ এখনো স্থির হয়ে বসে রয়েছে স্যাডলে, প্রয়োজনে সবাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র বের করতে প্রস্তুত হয়ে আছে, তবে কেউই চাইছে না সেরকম কোন পরিস্থিতি ঘটুক। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে গোলাগুলির আওয়াজে চাপা উত্তেজনায় ভুগতে শুরু করেছিল ওরা, এখন গোলাগুলি থেমে যাওয়ায় তেমনি ভুগছে। কারবাইনের ট্রিগারে আঙুল চাপিয়ে ওদের ওপর নজর রাখছে জয়েস, অপেক্ষা করছে।

জেলভবনের পেছনের একটা গলি থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল এক কাউহ্যাণ্ড; মারফির সঙ্গে শহরের দক্ষিণ সীমান্ত যারা আগলাচ্ছিল তাদের দলে এও ছিল। নয়জন অশ্বারূঢ় বন্দুকবাজ হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে দেখে আচমকা থমকে দাঁড়াল কাউহ্যাণ্ড, তারপর জয়েস আর হারকোর্টের দিকে তাকাল, হাসছে।

'গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছিল ওরা,' উৎফুল্ল স্বরে ঘোষণা করল ও, 'তবে এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সবকটাকে খতম করে দিয়েছি আমরা।'

এ খবর শোনার পর বন্দুকবাজদের চেহারায় যে ভাবান্তর হল তা লক্ষ্য করল জয়েস। ব্যাপারটা হজম করতে ওদেরকে আরেকটু

সময় দিল ও, তারপর হালকা চালে বলল, 'ঠিক আছে, এবার তোমরা যেতে পার। কোথাও না থামলেই ভাল করবে।'

একেএকে, বন্দুকবাজরা ঘোরাতে শুরু করল নিজেদের বাহনের মুখ, দেখল চত্বরের প্রতিটা বন্দুকের নল অনুসরণ করছে। লড়াই করার জন্য মুখিয়ে আছে ওরা, যদি একটা গুলিও চলে ওদের দিকে।

কিন্তু কোন গুলি হল না। জয়েস দেখল গ্রামার স্ট্রীট ধরে আস্তে আস্তে উত্তরা গিরিপথের দিকে চলে যাচ্ছে ওরা। বন্দুকবাজরা আবার ফিরে আসবে বলে ওর মনে হয় না। এখানে ওদের থাকার মত আর কোন কারণ নেই।

নয় অশ্বারোহী যখন বেশ দূরে চলে গেল, আরেকটু কাছে এসে কাউহ্যাণ্ড চাপা স্বরে বলল, 'ওদের সামনে বলতে চাইনি, তবে একজন কিন্তু পালিয়েছে। রেড হাইলি। পালাবার সময় তোমার বন্ধুকে আহত করেছে। মারাত্মকভাবে।'

পাঁই করে ঘুরেই জেলখানার পেছনের গলি ধরে ছুটল জয়েস, শহরের দক্ষিণ সীমায় পৌঁছে তবে থামল। সেখানে ও দেখল, ফুটপাতের ওপর একটা খোলা দরজার সামনে ভিড় করে আছে একদল লোক।

ডাইনে-বাঁয়ে নির্দয়ভাবে কনুই চালিয়ে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও, দেখল কপাটে হেলান দিয়ে বসে আছে মারফি, চোখ বোজা। পা দুটো ছড়িয়ে আছে সামনে, শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে দুই বাহু, এক হাতে এখনো শোভা পাচ্ছে পিস্তল। শ্বাস চলছে, তবু ওর মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই জয়েস বুঝল ডাক্তার ডেকে কোন ফল হবে না।

বন্ধুর পাশে কাঠের মেঝের ওপর বসে পড়ল ও। 'বেন।'

ধীরে ধীরে ফাঁক হল মারফির চোখের পাতা, সামান্য। একটুক্ষণ চোখ কুঁচকে জয়েসের পানে চেয়ে রইল সে, তারপর যখন চিনতে পারল বন্ধুকে, হাসবার চেষ্টা করল।

'ক্ষতি কি, জেমস—বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে—এই ঢের—'

আরেকটু বিস্ফারিত হল ওর চোখ, তারপর স্থির হয়ে গেল, এখনো চেয়ে আছে জয়েসের দিকে, তবে দেখতে পাচ্ছে না ওকে। থেমে গেছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

পনের

সন্ধ্যের ছ'ঘণ্টা আগে শহর থেকে বেরিয়ে হাইলির ট্র্যাক খুঁজে পেল জয়েস। জোরকদমে, দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটছে হাইলি, পশ্চিমে যাচ্ছে। ওর গন্তব্য কোথায় বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই পথে শহর থেকে মাইল দশেক পশ্চিমে এক হোমস্টেডারের ছোটখাট একটা বাথান আছে। অন্ধকার নামার পর ওখানে পৌঁছাতে চাইছে হাইলি, একটা ঘোড়া চুরি করবে।

পশ্চিমের রাস্তা ধরল জয়েস, ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া ছোটাল। ও একা বেরিয়েছে। আরো কয়েকজন আসতে চেয়েছিল সঙ্গে, কিন্তু ও জানিয়েছে ওদেরকে তার দরকার নেই। এটা এখন ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। জয়েস চায় না, আর কেউ নাক গলাক এতে।

সরাসরি হাইলির ট্রেইল অনুসরণ করল না সে। হাইলির যে পথে এগোবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার অনেকটা দূর দিয়ে এগোল। ব্যাক ট্রেইলের ওপর নজর রাখবে হাইলি, সজাগ থাকবে কেউ ওকে ধাওয়া করছে কিনা বোঝার জন্য। জয়েসের লক্ষ্য ঘুরপথে গিয়ে ওর সামনে আসা।

গ্লোরি হোলের পশ্চিমে প্রথম পাঁচ মাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া

ছোটাল ও। তারপর হাইলি যে পথে এগোবে বলে আশা করছে সেদিকে বাঁক নিয়ে একটা টিলার মাথায় উঠে কটনউড ঝোপের ভেতর ঢুকল। চোখের কাছে ফিল্ড গ্লাস তুলল জয়েস, ওর আর পুব দিকের মাঝখানে যেসব এলাকা রয়েছে জরিপ করল সেগুলো, এ পথে পদব্রজে একজন মানুষ আসার চিহ্ন খুঁজছে।

কারোকে দেখতে পেল না সে, তবু ধৈর্যসহকারে দেখা চালিয়ে গেল। হাইলির চরিত্র যতটুকু বুঝেছে জয়েস, তাতে অনুমান করছে ও এই এলাকার কোন এক জায়গা দিয়ে আসবে। একমাত্র এ পথেই সে খুব তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ার নাগাল পাবে। শহর থেকে বহু লোক ধাওয়া করতে পারে ওকে এ আশঙ্কা হাইলিকে এতটুকু উতলা করবে না। যেকোন দিক থেকেই আসুক, সময়মত ওদেরকে দেখে সরে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখবে সে।

ওকে খুঁজতে ওরা যদি ছড়িয়ে পড়ে তাতে হাইলিরই সুবিধে হবে বেশি। একটা ঘোড়া পাওয়ার জন্য ওই ক্ষুদ্র বাথানে যাওয়ার ঝামেলা আর পোহাতে হবে না ওকে। ধাওয়াকারীদের একজনকে ভুল পথে পরিচালিত করে দলছাড়া করতে পারবে সে—যেমন গতকাল জয়েস করেছিল—তারপর সেই লোককে খুন করে তার ঘোড়ায় চেপে বসবে। এরপরেও হয়ত তাড়া করা হবে ওকে, কিন্তু ধরতে পারার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। বলাই বাহুল্য, রাতের বেলায় কোনমতেই ট্রেইল করা সম্ভবপর হবে না হাইলিকে। ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে পুবের অঞ্চলগুলো ঠায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগল জয়েস। ডান দিকে যে মেসা রয়েছে তার দীর্ঘ দেয়াল আর মধ্যবর্তী যোজনবিস্তৃত খোলামেলা প্রান্তরটা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

একসময় ক্ষুদ্র একটা অবয়ব ধরা পড়ল ওর লেন্সে, একজন মানুষ,

দ্রুতবেগে হেঁটে এগিয়ে আসছে ও যেখানে আছে সেদিকে। একটা রাইফেল আছে লোকটার হাতে।

জয়েস ওর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবল। এরকম ফাঁকা জায়গায় ঘোড়া দাবড়ে হাইলিকে তাড়া করা চলবে না, ওকে ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতর পাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাবে সে। তাছাড়া জয়েসের স্যাডল বুটে রাখা কারবাইনের চেয়ে দূরপাল্লায় হাইলির রাইফেলের কার্যকর ক্ষমতা অনেক বেশি। হাইলি গুলি ছুঁড়তে পারার আগে ওর কাছে পৌঁছাতে হবে তাকে। তার মানে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে—এমন কোন আড়াল বেছে নিতে হবে যেখানে সঙ্গে পিস্তল না থাকায় একটু বেকায়দায় পড়বে হাইলি, পক্ষান্তরে কারবাইন চালনা অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় জয়েস বাড়তি সুবিধে পাবে।

ঘড়ির কাঁটার মত দ্রুত অথচ নির্ভুলভাবে কাজ করে চলেছে জয়েসের মাথা, আশপাশে যেসব আড়াল রয়েছে সেগুলো জরিপ করে দেখছে কোন্‌টায় ঢুকলে হাইলিকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভবপর হবে। যা খুঁজছে, হাইলির খানিকদূর সামনে তা পেয়ে গেল ও: মেসার দেয়ালের গোড়ায় এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে জন্মেছে ছোট ছোট কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। ও যেখানে রয়েছে সেখান থেকে ওই জায়গার দূরত্ব মাপল, হাইলির চলার বেগ এবং ওখানে পৌঁছাতে তার কতটা সময় লাগবে হিসেব করল। তারপর স্যাডল হর্নের সাথে ফিল্ড গ্লাসটা ঝুলিয়ে রেখে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, ধীরকদমে ঘোড়া হাঁটাচ্ছে যেন যথাসম্ভব কম ধুলো ওড়ে।

একটা নালার ভেতর দিয়ে আরেকটা নিচু পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছাল জয়েস। ওখানে থেমে অপেক্ষা করতে লাগল সে, প্রতিটা

পল, অনুপল হিসেব করছে। যখন বুঝল সময় হয়েছে, চড়াই ভেঙে ঘোড়াসমেত পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল ও। ডানে, মেসার গোড়ায় গাছের সারি আর ঝোপঝাড়গুলো দেখল—তার ওপাশে হাইলির দিকে তাকাল।

এখনো রাইফেলের আওতার অনেক বাইরে রয়েছে, তবে জয়েস যে আড়ালটা বাছাই করেছে তার কাছাকাছি চলে এসেছে। যথেষ্ট কাছে। ঘোড়ার পেটে স্পার বসাল জয়েস, ঢাল বেয়ে ছুটল হাইলির উদ্দেশে।

চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল হাইলির শরীরে, বাঁয়ে ঘুরেই সামনের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, পরক্ষণে জয়েস আর হাইলির মাঝে আড়াল তুলল গাছ-পালার সারি, কেউ কারোকে দেখতে পাচ্ছে না। বনের কিনারে পৌঁছে রাশ টানল জয়েস, স্যাডল বুট থেকে কারবাইনটা ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। পাছায় চাপড় মেরে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিল বিপরীত দিকে।

একছুটে প্রায় তিনশ গজ দূরে চলে গেল ঘোড়াটা। তারপর গতি মন্থর করে ঘুরতে লাগল এখানে-সেখানে, মাথা নিচু করে আছে, ঘাস খাচ্ছে। বাঁ হাতে কারবাইন আর ডান হাতে কোল্ট বাগিয়ে বনের ভেতর ঢুকল জয়েস, প্রতিটা ইন্দ্রিয় সজাগ, বিপদ দেখামাত্র মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

এখন এই ছোট্ট বনের ভেতর জয়েস আর হাইলি উভয়েই আটকা পড়েছে। ওদের কেউই অপরজনের নজর এড়িয়ে সামনের খোলা জায়গা অতিক্রম করে পৌঁছাতে পারবে না ঘোড়ার কাছে। ওইসব গাছপালা আর ঝোপঝাড় থেকে বেরোবার আর একটামাত্র রাস্তা

ওদের: ওপরে যাওয়া—মেসার দেয়ালের নিচের অংশে পাথর আর বোল্ডারের স্তূপ আছে একটা। বনের মাথা ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে ওই স্তূপ। তবে মেসার দেয়ালের অর্ধেক পর্যন্ত। এরপর খাড়া হয়ে গেছে পাহাড়। বেয়ে ওঠা সম্ভব, কিন্তু প্রচুর মেহনত আর সময় লাগবে, এবং পথের কোথাও আড়াল নেই।

সুতরাং ওদের কেউই বেরোতে পারছে না এখান থেকে—অপর-জনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

জঙ্গলের ভেতরে, একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কান পাতল জয়েস। সামনে, আর দুপাশের ঘন ঝোপঝাড়গুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে ওর চোখ। অস্পষ্ট একটা খসখস শব্দ ছাড়া অন্যকিছু শুনতে পেল না ও। মনোযোগ দিয়ে ওই শব্দ একটুক্ষণ শুনল জয়েস, বুঝতে পারল বাতাসে মগডালের লতাপাতা নড়ছে—অন্যকিছু না। কোথাও হাইলির ছায়ামাত্র দেখতে পাচ্ছে না সে। তবে জানে, এ ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। জঙ্গলের বাইরে আরো এক ঘণ্টা থাকবে দিনের আলো। কিন্তু এখানে, ঝুরিবহুল গাছপালার নিচে, সবকিছু আবছায়া, আলো-আঁধারির খেলা।

অবশ্য আরেকটা কাজ করা যায়, জয়েস ভাবল। কোন ঝোপ-ঝাড়ের নিচে সে শুয়ে থাকতে পারে ঘাপটি মেরে, অপেক্ষা করতে পারে তুচ্ছ কোন শব্দ করে হাইলি নিজেই জানিয়ে দেবে তার অব-স্থান এ আশায়। ও কাছেপিঠে কোথাও আছে—ডাইনে, বাঁয়ে অথবা সোজা সামনে। আবার এমনও হতে পারে, হাইলি নিজেও অপেক্ষার খেলা খেলছে। ওরা উভয়েই যদি তা করে অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে এ লড়াই। জয়েস ওকে কবজা করতে চায়। অপেক্ষা

করতে ওর কোন আপত্তি নেই, হাইলিকে খতম করে তবে অন্য কাজ—এ ইচ্ছাই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এখানে।

জয়েস সন্তর্পণে গাছের গুঁড়ির আরেক পাশে সরে গেল। কারবাইনখানা মাটিতে নামিয়ে রাখল, কোল্টটা হোলস্টারে পুরল। হাত বাড়িয়ে গাছের মজবুত নিচের একটা শাখা আঁকড়ে ধরল ও, আস্তে আস্তে নিজেকে টেনে তুলল ওপরে, খেয়াল রাখছে যেন কোনরকম শব্দ না হয়। যখন দাঁড়াতে সমর্থ হল নিচের শাখার ওপর, আবার হাত বাড়িয়ে আরো উঁচু একটা ডাল চেপে ধরে চড়ে বসল সেখানে। ডালের ওপর লম্বা হয়ে গেল জয়েস, ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে এখন সে আরো বিরাট এলাকা দেখতে পাচ্ছে।

গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে যেসব ছায়া রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো জরিপ করল ও, কিন্তু হাইলিকে দেখতে পেল না। চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠল ওর কপালে, নিচে নামার জন্য পিছাতে শুরু করল।

কড়াৎ শব্দে এটা রাইফেল গর্জে উঠল ওর মাথার ওপরে। লতা-পাতা ভেদ করে নিচে নেমে এল বুলেট, জয়েসের মাথার ইঞ্চি কয়েক ওপরে গাছের গুঁড়িতে বিঁধল। লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল ও, কারবাইনটা তুলে নিয়ে একছুটে পনের ফুট দূরের একটা ঝাঁকড়া জুনিপার ঝোপের ভেতরে গিয়ে আত্মগোপন করল।

খানিকক্ষণ ওখানে গা ঢাকা দিয়ে রইল সে, যখন স্বাভাবিক হয়ে এল দম, খতিয়ে ভাবল কি ঘটেছে। হাইলি বনের ভেতর ঢোকেনি। গাছপালার পাশ দিয়ে ঘুরে পেছনের ওই পাথরস্তূপের ওপর উঠে গেছে। এতে মোটেও বিস্মিত হল না জয়েস। ওখানেও তল্লাশি অভিযান চালাত সে, বনের ভেতর তন্নতন্ন করে খোঁজার পর।

পাথরস্তূপের মাথা থেকে হাইলি দেখতে পায়নি ওকে। জয়েস নড়াচড়া করার ফলে গাছের মগডালে যে মৃদু কম্পন উঠেছিল তা দেখেই গুলি করেছে।

সন্দেহ নেই, এর পেছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। হাইলি জয়েসকে জানাতে চেয়েছে সে ওখানে রয়েছে। যাতে জয়েস পাথরস্তূপের ওপর উঠতে শুরু করে। বনের এপাশ থেকে নয়, কারণ হাইলি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে সে এ প্রান্তে রয়েছে। না—ওকে পাথরস্তূপের মাথায় চড়তে হলে গাছপালা অতিক্রম করে বনের ওপাশে যেতে হবে।

সুতরাং হাইলি নিজেও এতক্ষণে পাথর টপকে বনের আরেক প্রান্তের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে, ওখানে সুবিধামত জায়গায় ওত পেতে অপেক্ষা করবে জয়েসের জন্য।

বুক ঘষটে জুনিপার ঝোপের কিনারে এল জয়েস, মাথা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল, তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল বনের আরেক মাথার দিকে। তবে, সবটা পথ নয়। মাত্র অর্ধেক পথ। তারপর থেমে আরেকটা গাছে উঠল সে।

ওপরের একটা ডালে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল জয়েস, সামনে যেসব গাছপালা আর ঝোপঝাড় রয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করল, পালা করে চোখ সরে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়—অবিরাম। হাইলিকে দেখতে পেল না ও, কিংবা এমন কোন নড়াচড়া যা থেকে বোঝা যায় হাইলি আছে ওখানে। কাজেই ধৈর্য ধরল জয়েস, চোখ ছাড়া ওর শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্থির।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। বাঁ দিকে দুটো কচি চারাগাছের

পেছনে নড়ে উঠল একটা ছায়া।

জয়েস তার কোল্টের নিশানা সচল ছায়ার সাথে একই সরলরেখায় স্থির করতে করতে ছায়াটা অদৃশ্য হল, একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে, আর দেখা গেল না ওকে। গুঁড়ির ডান পাশে মাটিতে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে একটা মরা গাছ, এবং তার পেছনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝোপঝাড় রয়েছে। ঝোপের ওপর নজর রাখল জয়েস, সন্দেহজনক নড়াচড়ার আভাস পেল না। আরো কিছুক্ষণ নজর রাখল সে, তারপর নামতে শুরু করল, ওর এবং মরা গাছ আর ঝোপঝাড়ের মাঝখানে গুঁড়ির আড়াল রেখেছে।

মরা গাছের পেছনের একটা ঝোপের ভেতর শুয়ে আছে হাইলি। একদম নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে ও, কান খাড়া। ওর প্রতিপক্ষ শিগগিরই এ পথে আসবে, পাথরস্তূপে ওঠার জন্য যাবে এখান দিয়ে। লোকটা যদি চলার পথে কোনরকম শব্দ করে, তুচ্ছতম কোন শব্দ···

হাইলির বাঁয়ে, ঝোপের অদূরে কোথাও, মট্ করে ডাল ভাঙল একটা। ওই শব্দের দিকে ঘাড় ফেরাল হাইলি, রাইফেলের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসছে হাত। অদ্ভুত ব্যাপার, ডালটা ওইদিকে ভেঙেছে। হাইলির অনুমান ঠিক হয়ে থাকলে, ও যে লোকের প্রতীক্ষায় রয়েছে তার উলটো দিক থেকে আসার কথা।

সেই একই শব্দ ভেসে এল আরেকটা, আবারো বাঁ দিক থেকে। এবার আর কোন সন্দেহ নেই: পায়ের তলায় গাছের পলকা ডাল ভেঙেছে একটা।

কনুইয়ের ওপর সামান্য উঁচু হল হাইলি, ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ঝোপের বাঁয়ে।

তারপর চকিতে থেমে গেল।

ও জানে, কার মোকাবেলা এখানে করতে হচ্ছে তাকে। মাত্র একজন লোকেরই ক্ষমতা আছে ওর সাথে পাল্লা দেওয়ার: যে লোক সেদিন আরেকটু হলেই ওকে হত্যা করছিল সেই ক্যানিয়নে—কাল পোশাকধারী, জেমস জয়েস। সেদিন রাতে ওর অন্য রাইফেলটা ওকে ফেরত দেওয়ার সময় যে তামাসা করেছিল জয়েস, এখন তার কথা মনে পড়ল হাইলির।

ওরকম একজন মানুষ এত কাছাকাছি লুকোচুরি খেলতে গিয়ে হয়ত একটা শুকনা ডালে হঠাৎ করে পা ফেলতে পারে। কিন্তু দুবার ফেলবে না।

তার মানে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়। ইচ্ছেকৃতভাবে নিজের অবস্থান জাহির করছে ওই লোক, টোপ ফেলে আড়াল থেকে বের করে আনতে চাইছে হাইলিকে—অ্যামবুশের ভেতর।

অনড় হয়ে রইল হাইলি, পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল শব্দ ছুটে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে, জয়েস আসলে কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করছে। সমস্ত মনোযোগ বাঁ দিকে ঢেলে দিয়েছিল ও, ফলে এরপর যখন আরেকটা ডাল ভাঙল—এবার প্রায় সরাসরি ওর পেছনে—তখন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে ফিরে তাকাল সে। তাড়াহুড়ো করায় ওর পায়ের তলায় মচমচ করে উঠল কিছু শুকনা পাতা।

ওর পেছনেই খুব কাছে থেকে গর্জে উঠল একটা কোল্ট। ডালপালা ভেদ করে ঝোপের ভেতর ছুটে এল একটা বুলেট, হাইলির ডান নিতম্বে কামড় বসাল। দাঁতে দাঁত চেপে আর্তচিৎকার দমন করল ও, দ্রুতগতিতে বুকে হেঁটে এগোল মরা গাছের দিকে। আবার গর্জে উঠল কোল্ট, হাইলির ঘাড়ের কয়েক ইঞ্চি ওপরে গাছের ছাল-

বাকল তুলে নিল বুলেট। সশব্দে ঝোপঝাড় ভেঙে ঝটপট গড়িয়ে ভূপতিত গাছের কাছে সরে গেল ও, মাটিতে পেট ডুবিয়ে শুয়ে পড়ল আবার, নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিল।

ওখানে গুটিসুটি মেরে বসল হাইলি, এখনো চোয়াল চেপে রয়েছে যন্ত্রণায়, রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে, কিন্তু সেসব দিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাক ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে হাইলি, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া দেখলেই গুলি করবে। কিছুই চোখে পড়ল না ওর। জয়েস যেখান থেকে তার প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল হাইলি তার বর্তমান অবস্থান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই জায়গা। এখন সে ওখানে নেই। তবে কাছেপিঠেই কোথাও যে আছে তাতে একটুও সংশয় নেই হাইলির। কেবল দেখা যাচ্ছে না।

পেটের ভেতর বিজাতীয় এক সুড়সুড়ি অনুভব করল হাইলি। ব্যাপারটা ওর জীবনে একদম নতুন, তাই এর রহস্য ঠিকমত বুঝতে পারল না : আতঙ্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে ওর মনে। প্রাণপণ চেষ্টায় ওই অনুভূতিকে দমন করল ও, উপলব্ধি করল পাথরস্তূপের ওপর ফিরে যাওয়াই নিরাপদ হবে ওর জন্য—ওখান থেকে নেমে আসা মস্ত বোকামি হয়েছে।

ছড়ান-ছিটান বোল্ডারের মাঝ দিয়ে বুক ঘষটে রওনা হল হাইলি, ফিরে চলল পাথরস্তূপের দিকে।

যেখানে পাথর ধস শেষ হয়ে মেসার খাড়া দেয়াল শুরু হয়েছে তার মাঝামাঝি উঠে থামল ও, আত্মগোপন করল একটা ফাটলের ভেতর। দুপাশে বড় বড় বোল্ডার থাকায় অতর্কিত হামলার ভয় ওখানে কমে গেল অনেকটা। এবার রাইফেল বাগিয়ে নিচের দিকে

তাকাল হাইলি, জয়েসের উঠে আসার অপেক্ষায় রইল।

একেএকে পেরিয়ে গেল অনেকগুলো মিনিট, তবু কেউ এল না। ক্ষীণতম শব্দ শোনার আশায় কান পেতে থাকে ও। শেষমেষ, আবার নিচের জঙ্গলটা জরিপ করতে শুরু করল হাইলি। একপাশ থেকে আরেক পাশে নজর বোলাল ও—ধীরে ধীরে, মনোযোগসহকারে। কিন্তু বাতাসে গাছপালার ডালে ডালে মৃদু কাঁপন ছাড়া অন্যকিছু চোখে পড়ল না।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল হাইলি, জঙ্গলের ওপাশে দৃষ্টি মেলে দিল, খোলা প্রান্তর আর স্যাডল হর্সটা দেখল। কোনমতে যদি জঙ্গলে নেমে গিয়ে একদৌড়ে পৌঁছাতে পারে ওই ঘোড়ার কাছে ...কিন্তু হাইলি জানে তা সম্ভবপর নয়। খোলা প্রান্তর অতিক্রম করে ঘোড়ার কাছে যাওয়ার বহু আগেই মারা যাবে সে।

ঘোড়ার চিন্তা আপাতত বাদ দিল হাইলি, নিচের ছড়ান-ছিটান পাথর আর ওর আশপাশে যেসব বোল্ডার রয়েছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরাল আবার। সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে, পাথর আর বোল্ডারের ছায়াগুলোর আকার-আকৃতি বদলে যাচ্ছে ক্রমশ, ফলে বোঝার উপায় থাকছে না কোথায় কোন্ ছায়াটা থাকা উচিত বা অনুচিত।

ওর ডানে পাথরের গায়ে একপাটি বুট ঘষা খাওয়ার শব্দ হল। রাইফেলটা সামান্য উঁচুতে তুলে নিঃশব্দে ওদিকে ঘুরল হাইলি, আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর চোয়াল, তর্জনী তুলে দিয়েছে ট্রিগারে।

আর শোনা গেল না শব্দটা। নজর রাখল হাইলি, কান খাড়া, অপেক্ষা করছে। ওই পথে ওকে পাশ কাটাতে হলে, এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে হবে জয়েসকে। অসীম ধৈর্যের

সাথে অপেক্ষা করতে লাগল হাইলি, ফাঁদে পড়া খরগোসকে আক্রমণোদ্যত নেকড়ের মত।

প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল এভাবে, তারপর আবার পাথরের সাথে বুটের শব্দ শুনতে পেল ও—এবার বাঁয়ে। ঝটিতি ওই শব্দের দিকে ঘুরল হাইলি, সহসা ধড়ফড় করতে শুরু করেছে ওর বুক, সেই বিজাতীয় সুড়সুড় অনুভূতিটা ফিরে এসেছে আবার। ওখানেও কেউ নেই। হাইলি বুঝতে পারল বিদ্রূপ করা হচ্ছে তাকে।

অন্যান্য সমস্ত অনুভূতি ছাপিয়ে ক্রোধ জেগে উঠল ওর মাঝে। সরু মুখখানা শক্ত হয়ে গেল, সংকুচিত হয়ে এল কোটরগত চোখ দুটো। ওর স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে জয়েস যে খেলা এখন খেলছে তা নস্যাৎ করার একটামাত্র উপায় আছে। পাথর টপকে আরো ওপরে উঠে যেতে হবে তাকে। এতটা উঁচুতে যেখানে ঘুরে ওর পেছনে আসা সম্ভব হবে না জয়েসের পক্ষে।

পায়ে পায়ে ওপরে উঠতে শুরু করল হাইলি, নিঃসাড়ে এগোচ্ছে, সাবধানে বাছাই করছে রাস্তা। প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে এই সময় ওর পেছনে একটা শব্দ হল। অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দ। শোনাই যায় না প্রায়। কিন্তু হাইলি পেল শুনতে, এবং চকিতে ঘুরেই রাইফেল ছুঁড়ল।

হাইলি যখন ঘুরছিল তখন সবে একটা বোল্ডারের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে জয়েস। হাইলিকে দেখতে পেয়ে মাঝপথে থেমে গেল ও, পিছিয়ে আসতে শুরু করল, কিন্তু তবু শেষরক্ষা হল না। ওর সামনেই বোল্ডারের গা থেকে খানিকটা চলটা খসাল হাইলির বুলেট, চোখা চোখা পাথরকুচির ঝাপটা লাগল জয়েসের চোখেমুখে, পিছিয়ে যাওয়া অবস্থাতেই আধপাক ঘুরে গেল ও।

আলগা কিছু পাথরের ওপর নেমে এল জয়েসের গোড়ালি, বাঁক ঘোরার সময় পাথরগুলো গড়িয়ে সরে গেল পায়ের তলা থেকে, নষ্ট করে দিল ওর ভারসাম্য। যে কারনিস বেয়ে উঠছিল সেখান থেকে পিছলে প্রায় পাঁচ ফুট নিচে একটা বোল্ডারের ওপর পড়ে গেল জয়েস।

বেকায়দা অবস্থায় পড়ল ও, ডান পাঞ্জার গাঁটগুলো প্রচণ্ড এক ঠোক্কর খেল বোল্ডারের সাথে। ওই আঘাতের ফলে মুহূর্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল ওর গোটা হাত, মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তল—সশব্দে গড়িয়ে চলে গেল পাথরস্তূপের নিচে।

ঝট করে বিপরীত দিকে গড়ান দিল জয়েস, বোল্ডার আর পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা চাতালের নিচে গিয়ে পড়ল। ওখানে হাইলির রাইফেলের কবল থেকে এখনকার মত রক্ষা পেল সে। ডান হাতের মুঠি কয়েকবার খোলা-বন্ধ করল জয়েস, খিল ছেড়ে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। তবে কোল্টটা গেছে, উদ্ধার করতে হলে ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে হবে। এখন ওর একমাত্র সম্বল কারবাইন। এবং বাঁ আস্তিনের নিচে লুকান ছুরি।

হাঁটু গেড়ে বসল জয়েস, আঙুল তুলে দিল কারবাইনের ট্রিগারে। চাতালটা যেখানে শেষ হয়েছে একটু একটু করে সেদিকে এগোল ও। শেষমাথায় পৌঁছে থামল জয়েস, লম্বা হয়ে গেল মাটির ওপর, কারবাইনসহ ওর মাথা বের করল চাতালের বাইরে, হাইলির উদ্দেশে ওপরে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

কিন্তু পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে এল ও, পাথরস্তূপের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে হাইলি, চাতালের মুখ বরাবর রাইফেল তাক করে রয়েছে। ঠিক একই সময়ে গর্জে উঠল রাইফেল, আধ সেকেণ্ড

আগেও যেখানে ছিল জয়েসের মাথা সেখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বুলেট, বোল্ডারের গায়ে ঘষা খেয়ে ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে।

চাতালের রক্ষাকবচের নিচে এক মুহূর্ত অনড় হয়ে রইল জয়েস। তারপর আবার বাইরের দিকে ঠেলে দিল কারবাইনের নল, তবে ওর মাথা বের না করার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে এবার। কারবাইনের ব্যারেল এখন পরিষ্কার মুখ বের করে রয়েছে বাইরে, কিন্তু হাইলির তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। শুধু থমথমে নীরবতা।

পাথরের ওপর কারবাইন রেখে, যেখানে আছে সেখানেই কিছুক্ষণ থাকল জয়েস, পরিস্থিতি বিচার করছে। চাতালের বাইরে কারবাইনটা আরেকটু ঠেলে দিল ও। তবু গুলি ছুঁড়ল না হাইলি।

জয়েস জানে পেছনের রাস্তা দিয়ে চাতালের নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। কিন্তু তাতে হাইলির রাইফেলের গুলি থেকে রক্ষা পেলেও, হাইলির কাছে পৌঁছাতে পারছে না সে। কেননা এখন যেখানে আছে হাইলি, সেখানে ঘুরে ওর পেছনে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই।

কারবাইনটা কয়েক ইঞ্চি ভেতরে টেনে আনল জয়েস, আরেকটু বিচার-বিবেচনা করল ওর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে।

ওদিকে, পাথরস্তূপের মাথায় স্থির হয়ে বসে রয়েছে হাইলি, এইমাত্র কারবাইনটা যেখান থেকে টেনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নজর রাখছে সেদিকে, জয়েস আবার দেখা দেবে অপেক্ষা করছে এ আশায়। কিন্তু কয়েক মিনিট কেটে গেল, জয়েস দেখা দিল না আর। ভ্রূকুটি করে বাঁয়ে সরে গেল হাইলি, পাহাড়ের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সামান্য ঝুঁকতেই আবার দেখতে পেল জয়েসের কারবাইনের ব্যারেলটা। ও যদি ওইদিকে আরো কিছুদূর সরে যেতে পারে,

কারবাইনটার পাশাপাশি তার মালিককেও দেখতে পাবে। এবং ওখানেই ইতি ঘটবে সবকিছুর। কিন্তু হাইলির দুর্ভাগ্য, বাঁয়ে আর এগোবার পথ নেই। তাই যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেল সে, কারবাইনের ব্যারেলের যতটুকু দেখতে পাচ্ছে নজর রাখল তার ওপর, জয়েসের পরবর্তী চালের অপেক্ষায় রইল।

জয়েস কোন চাল দিল না। ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল মিনিটের পর মিনিট। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে চারদিক। অন্ধকারে ওর উদ্দেশে অনেকটা নিরাপদে উঠে আসতে পারবে জয়েস। সম্ভাবনাটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল হাইলি। দূরে সরে গেল ওর দৃষ্টি, ঘেসো-জমিতে বিচরণরত ঘোড়াটাকে দেখল গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে। তারপর আবার তাকাল কারবাইনের ব্যারেলের দিকে। মনস্থির করে ফেলল।

জয়েস এখন ধৈর্যের খেলায় হারাতে চাইছে ওকে। কিন্তু এতে ঝুঁকিও আছে, যখন প্রতিপক্ষের অবস্থান জানা থাকে অপরজনের। উঠল হাইলি, সামান্য। কোনরকম শব্দ না করে, নেমে যেতে লাগল নিচে, মুহূর্তের তরে চোখের আড়াল করছে না কারবাইনের মালিককে, তুচ্ছতম নড়াচড়ার আভাস পেলেই গা ঢাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

অবশেষে, নিজের গন্তব্যে পৌঁছাল হাইলি। হাঁটু গেড়ে বসে, নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল ও যে চাতাল জয়েসকে আশ্রয় দিয়েছে তার ছাতে। যখন সরাসরি জয়েসের মাথার ওপর চলে এল, রাইফেল বাগিয়ে সামনে ঝুঁকল। একটু থামল সে, শরীরের সমস্ত ভর চাপাল দুই হাঁটুর ওপর, তারপর চাতালের নিচে জয়েসের পিঠে গুলি করার জন্য আরেকটু সামনে ঝুঁকল।

কিন্তু জয়েস নেই ওখানে। কেবল কারবাইনটা রয়েছে, চাতালের বাইরের দিকে মুখ করে পড়ে আছে একটা পাথরের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল হাইলি: ওকে লোভ দেখিয়ে এখানে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই জয়েস ফেলে রেখে গেছে কারবাইনটা, এবং নিজে চাতালের আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উঠে গেছে···

একঝটকায় রাইফেলটা উঁচু করেই হাঁটুর ওপর ঘুরে গেল হাইলি। ওর ঠিক ওপরে একটা কারনিসের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে জয়েস, ডান বাহু উঁচু হয়ে আছে পেছন দিকে, হাতের তালুতে শোভা পাচ্ছে একটা বউই নাইফ। বুড়ো আঙুলের সাহায্যে ছুরির বাঁট তালুর সাথে আটকে রেখেছে ও, ধারাল সরু ফলাটা সমান্তরালভাবে মিশে আছে শক্ত করে মেলে দেয়া পাঞ্জার সাথে, ছুরির অগ্রভাগ আঙুলের মাথা ছাড়িয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে আছে কয়েক ইঞ্চি।

কোনরকম চিন্তাভাবনা করা বা হুঁশিয়ার হওয়ার সময় পেল না হাইলি। জয়েস লক্ষ্য রাখছিল ওর আঙুলের দিকে, ট্রিগারটা বাঁকা হতেই চকিতে একপাশে সরে গেল ও। বিকট আওয়াজে গর্জে উঠল রাইফেল, জয়েসের বেল্টের পাশ দিয়ে একটা তপ্ত সীসে ছুটে বেরিয়ে গেল ওপর পানে।

হাইলি চেম্বারে আরেকটা বুলেট পাঠাবার জন্য লিভার টানতেই সামনে ঝুঁকল জয়েস, ওর সমস্ত শক্তি আর দক্ষতাকে কাজে লাগাল ওই একটামাত্র থ্রোয়ের পেছনে। তীব্র একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে এবং নিচের দিকে নেমে এল ডান বাহু, ছুরিটা হাত থেকে গা ভাসাল শূন্যে। মাঝের স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করার সময় গোধূলি আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ছুরির গা, হাইলির বাম পাঁজরের এক ইঞ্চি নিচে তীক্ষ্ণ ফলাটা বাঁট অবধি ঢুকে গেল।

বুকফাটা একটা মরণচিৎকার করে উঠল হাইলি, উলটে পড়ল পেছন দিকে, দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

চাতালের ছাতে নেমে কিনারে এসে দাঁড়াল জয়েস। নিচে একটা বোল্ডারের কুঁজের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে হাইলি, চোখ উলটে গেছে, বীভৎসভাবে ছুরির বাঁটটা মাথা জাগিয়ে রেখেছে ওর বুকের মাঝখানে।

চাতালের পেছন দিয়ে ঘুরে নিচে নেমে এল জয়েস, বাঁ হাতে ওর কারবাইনখানা তুলে নিল। হাইলির শরীর থেকে ছুরিটা টান মেরে বের করে নিল ও, পালা করে এপিঠ-ওপিঠ দুবার মুছল হাইলির বুকে, তারপর আস্তিনের নিচে খাপের ভেতর ফেরত পাঠিয়ে গাছপালার মাঝ দিয়ে রওনা হল নিজের ঘোড়ার দিকে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে ওর শরীর—সুসানার বাসায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেবে।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com